Contents

জান্নাতের অফুরন্ত নে'আমত

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

জান্নাতের অফুরন্ত নে'আমত

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

Contents

জান্নাতের অফুরন্ত নে'আমত
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

প্রকাশক
শ্যামলবাংলা একাডেমী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
এসবিএ প্রকাশনা-১২
০১৭১৬০৩৪৬২৫, ০১৭১৭৮৬৫২১৯

প্রকাশ কাল
১ম সংস্করণ :
রবীউল আউয়াল ১৪৩৫ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ
মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
২য় সংস্করণ :
শা'বান ১৪৩৭ হিজরী
মে ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ
জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

নির্ধারিত মূল্য
৮০ (আশি) টাকা মাত্র।

JANNATER AFURANTO NEAMOT Written by Dr. Muhammad Kabirul Islam. Published by Shamol Bangala Academy, Nawdapara, Rajshahi. 1st Edn: February 2014 AD & 2nd Edn May 2016. Fixed Price: Tk. 80/= Only. US Dolar $ 3 Only.

ISBN : 978-984-33-7929-0

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْــــهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

‘জান্নাত ও জাহান্নাম’ শিরোনামে একটি বই লেখার পরিকল্পনা ছিল অনেক দিনের। কারণ মুমিনের পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করা। এ কাজে বাংলাভাষী মুসলিম ভাই-বোনদেরকে আরো তৎপর করার লক্ষ্যে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারীতে লেখা শুরু করেছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততা ও অন্যান্য কাজে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে লেখা শেষ হয়নি। অবশেষে ২০১৩ সালে আল্লাহ্‌র ফযল ও করমে গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত করতে সক্ষম হলাম। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। তবে কেবল জান্নাত সম্পর্কে লিখে ক্ষান্ত হলাম।

এই বিষয়ে বাজারে বিভিন্ন লেখকের অনেক বই রয়েছে। যার কোনটা জাল-যঈফ হাদীছে ভরপুর, কোনটায় যথাযথ তথ্যসূত্র নেই, কোনটার আলোচনা সামগ্রিক নয়। সেজন্য জান্নাতের সার্বিক দিক সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ একটি বই লিখতে সচেষ্ট হয়েছি। এতে শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ পাঠকবৃন্দ অধিক উপকৃত হবেন বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, তাফসীর গ্রন্থ এবং আরবী ভাষায় রচিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থের সহায়তায় ও সেগুলোর আদলে বইটি সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। তাই এ বইটি অন্যান্য সকল বই অপেক্ষা পাঠকদের অধিক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। যেহেতু তথ্যসূত্র রয়েছে, সেহেতু কেউ ইচ্ছা করলে সূত্রগুলো যাচাই করে দেখতে পারবেন। এ গ্রন্থে কোন যঈফ-জাল হাদীছ উল্লিখিত হয়নি। সেহেতু এর সববিষয় আমলযোগ্য। এছাড়া জান্নাতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এতে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই জান্নাত সম্পর্কে সব বিষয়েই পাঠকদের সম্যক জ্ঞান অর্জিত হবে। আবার জান্নাত লাভকারী আমল সমূহও বিস্তারিত পেশ করা হয়েছে। বিধায় সেগুলো অবগত হয়ে মানুষ সে আমল সম্পাদন করে জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে পারবে। যেসব কারণে জান্নাত থেকে মাহরূম

বা বঞ্চিত হতে হবে, সেগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে এগুলি জেনে মানুষ সতর্ক-সাবধান হতে পারে। এসব দিক বিবেচনায় বইটিকে ‘জান্নাত’ সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক বই হিসাবে গণ্য করা যায়।

বইটি প্রণয়নে অনেক দ্বীনি ভাই বিভিন্ন পরামর্শ, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও সহায়ক গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের নিকটে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলকে যথোপযুক্ত বিনিময় প্রদান করুন।

বইটিকে আমরা যথাসাধ্য নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তথাপি কোন ত্রুটি বিজ্ঞ পাঠকদের গোচরে আসলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা বিবেচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। পাঠকদের গঠনমূলক সমালোচনা ও সুপরামর্শ আমাদের কাজকে আরো গতিশীল করবে।

মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের আকুল প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এ ক্ষুদ্র কর্মকে ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন এবং একে আমাদের পরকালীন মুক্তি ও নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করেন-আমীন!

-লেখক

ফেব্রুয়ারী ২০১৪
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

Contents

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : পরিচয়-পরিচিতি

জান্নাতের পরিচয়

আরবী জীম (ج) ও নূন (ن) বর্ণদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত জান্নাত (جنة) শব্দের অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আচ্ছাদিত করা।[১] জান্নাতের অর্থ উদ্যানও করা হয়।[২] এমন উদ্যান যা পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ।[৩] পরিভাষায় জান্নাত পরকালের এমন নে'আমত সমৃদ্ধ স্থানকে বলা হয়, যাতে সুখ-শান্তি, উপভোগ্য সামগ্রী ও আনন্দ-উল্লাসের বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, কোন মানুষের অন্তর কল্পনা করতে পারেনি।[৪]

কখনো কখনো এটি শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জান্নাতের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঢেকে রাখা, আচ্ছাদিত করা। এজন্য উদ্যানকে 'জান্নাত' বলা হয়। কেননা গাছের পত্রাদি উদ্যানের মধ্যস্থিত জিনিসকে ঢেকে রাখে। 'দারুন নাঈম' বা নে'আমত গৃহকে 'জান্নাত' নামকরণ করা হয়েছে তাতে উদ্যানসমূহ থাকার কারণে। আর যেহেতু তা দুনিয়াবী জীবনে আমাদের থেকে আড়ালে রয়েছে।[৫] 'জান্নাত' শব্দটিকে বিভিন্ন শব্দের দিকে সম্বন্ধিত করে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'জান্নাতুল খুলদ'(جنة الخلد), 'জান্নাতুন নাঈম' (جنة النعيم), 'জান্নাতুল মাওয়া (جنة المأوى), 'জান্নাতু আদনিন' (جنة عدن), 'জান্নাতুল ফিরদাঊস' (جنة الفردوس) প্রভৃতি। 'জান্নাত' শব্দটি কুরআনে ৯৩ স্থানে এসেছে।

জান্নাতের নামসমূহ

জান্নাত শব্দ ব্যতীত এর আরো কতিপয় নাম কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নাম আমরা এখানে উল্লেখ করছি।-

১. দারুস সালাম (دار السلام) : 'দার' (دار) অর্থ, বাড়ি, ঘর, গৃহ, আবাস, বাসগৃহ, মঞ্জিল, বিশ্রামস্থল, পান্থনিবাস ইত্যাদি। লোকালয়, শহর, নগর, জনপদ, ভূখণ্ড এবং দেশকেও 'দার' বলা হয়। যেমন দুনিয়া বা পৃথিবীকে 'দার'

---

১. ইবনু ফারিস, মু'জামু মাক্বায়ীসুল লুগাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২১।
২. আল-জাওহারী, আছ-ছিহাহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯৪।
৩. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১০০।
৪. ইবনুল কাইয়েম আদ-দিমাশকী, হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ১২৮।
৫. তাফসীর নাসাফী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩; রাগেব ইছফাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৯৮; ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।

Contents

বলা হয়ে থাকে।[৬] মহান আল্লাহ্র অন্যতম গুণবাচক নাম السلام (আস-সালাম)[৭]-এর দিকে আল্লাহ্র আযমত বা বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের কারণে সম্বন্ধিত করা হয়েছে।[৮]

'দারুস সালাম' আল্লাহ্র এমন এক নিকেতন যা তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য তৈরী করেছেন। সেটা এমন এক জান্নাত যাতে রয়েছে চিরস্থায়ী প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা, অভাব-অনটনহীন সম্পদের প্রাচুর্য, লাঞ্ছনাহীন ইযয্ত, নিরোগ সুস্থতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, চিন্তা-ভাবনা, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে পূর্ণ সুরক্ষা। সেটা এমন শান্তির স্থায়ী আলয় যে শান্তি কখনও ছিন্ন হয় না, নিঃশেষ হয় না; যে শান্তি কলুষিত হয় না, সদা অমলিন থাকে। আর এই সালামাত (سلامة) বা নিরাপত্তা হচ্ছে মৃত্যু ও ধ্বংস হওয়া থেকে। জান্নাতে আর কি অফুরন্ত নে'আমত আছে তা কেবল মহান আল্লাহই অবগত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দু'টি আয়াতে এ জান্নাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে' *(আন'আম ৬/১২৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ 'আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন' *(ইউনুস ১০/২৫)*।

২. আল-হুসনা (الحسنى) : الحسنى (আল-হুসনা) হচ্ছে মন্দের বিপরীত। এটি আল-হাসান (الحسن) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ উত্তম, যা মন্দের বিপরীত। এটি এমন একটি শব্দ যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। 'হাসান' এমন বিষয় যা সকল উত্তম ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। الحسنى (আল-হুসনা) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে জান্নাত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।[৯] ছুহাইব ইবনু সিনান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই আয়াতটি পড়লেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 'যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়ে বেশী' *(ইউনুস ১০/২৬)*। অতঃপর তিনি বলেন, যখন জান্নাতবাসী

---

৬. আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃঃ ১৭৪।
৭. সূরা হাশর ৫৯/২৩।
৮. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/১৯৭।
৯. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/১৯৯; ফাতহুল বারী ৮/৩৪৭।

জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে যে, হে জান্নাতবাসী! তোমাদের সাথে আল্লাহ্‌র যে প্রতিশ্রুতি ছিল, আল্লাহ তা পূরণ করতে চাচ্ছেন। জান্নাতবাসী বলবে, সেটা কি? আল্লাহ কি আমাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী করেননি? আমাদের মুখমণ্ডল কি উজ্জ্বল করেননি? আমাদের কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন পর্দা খুলে যাবে, মানুষ আল্লাহকে দেখবে। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র দীদারের চেয়ে অধিক প্রিয় কিছু মানুষকে দেওয়া হয়নি। এতে তাদের চক্ষু শীতল হবে'।[১০]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় জান্নাতবাসীদের বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সৎকর্মশীলদের জন্য 'আল-হুসনা' তথা জান্নাত রয়েছে।

পরকালের নে'আমত গৃহ বুঝাতে 'আল-হুসনা' শব্দটি কুরআন কারীমের ১০টি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

৩. তূবা (طـــوبى) : 'তূবা'-এর আভিধানিক অর্থ সুসংবাদ, আশির্বাদ। الطـــوب শব্দটির অর্থ ইট, টালি ইত্যাদি। এর দ্বারা জান্নাতের উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, طوبي فعلى من كل شيء طيـــب وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيـــب، 'তূবা 'ফু'লা'-এর ওযনে প্রত্যেক উত্তম জিনিস বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর এর ي (ইয়া)-কে الـــواو (ওয়াও)-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। এটা হচ্ছে উত্তম করা'।[১২] তূবা হচ্ছে জান্নাতের নাম সমূহের অন্যতম। যেমন ইবনু আব্বাস, ইকরিমা, মুজাহিদ সহ অনেক বিদ্বান বলেছেন। পবিত্র কুরআন নে'আমত গৃহ বুঝাতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوْبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَـــآبٍ 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল' *(রা'দ ১৩/২৯)*।

৪. আল-ফেরদাউস (الفردوس) : উদ্যানকে আরবরা 'ফেরদাউস' বলে থাকে। অর্থাৎ উদ্যানে যেমন গাছপালা, তরুলতার সমারোহ থাকে, অনুরূপ স্থানকে তারা

---

১০. *মুসলিম, 'কিতাবুল ঈমান', 'আখিরাতে মুমিনদের আল্লাহকে দর্শন সাব্যস্ত' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, 'তাফসীর' অধ্যায়।*

১১. *নিসা ৪/৯৫; ইউনুস ১০/২৬; রা'দ ১৩/১৮; আম্বিয়া ২১/১০১; ফুচ্ছিলাত ৪১/৫০; নাজম ৫৩/৩১; হাদীদ ৫৭/১০; লায়ল ৯২/৬, ৯।*

১২. *বুখারী ৩/২২৩।*

Contents

ফেরদাউস বলে। কখনও প্রস্তাবিত বা নির্দেশিত উপত্যকা বুঝাতেও 'ফেরদাউস' শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

অপরদিকে (الفردسة) 'আল-ফারদাসা' শব্দের অর্থ প্রশস্ততা। এ থেকে 'মুফারদাস المفردس অর্থ প্রশস্ত। এ থেকে الفردوس শব্দ নির্গত হয়েছে।[১৩] কুরআনে নে'আমত গৃহ হিসাবে এক জায়গায় ফেরদাউস উল্লিখিত হয়েছে।[১৪] হাদীছে অনেক জায়গায় জান্নাতুল ফেরদাউসের বর্ণনা এসেছে।[১৫]

৫. আল-হাইওয়ান (الحيوان) : আল-হায়াত (الحياة) ও আল-হাইওয়ান (الحيوان) এমন দু'টি ক্রিয়ামূল যা আল-মাওত (الموت) তথা মৃত্যু-মরণ ও আল-মাওতান (الموتان) তিরোধান-এর বিপরীত। যেমন বৃষ্টিকে (الحيوة) জীবন বলা হয় এজন্য যে, তা যমীনকে সজীব ও সঞ্জীবিত করে।[১৬]

الحيوان (আল-হাইওয়ান) এমন একটি বিশেষ্য যা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা পরকালের গৃহকে 'হাইওয়ান' নামকরণ করেছেন।[১৭] কেননা তা হচ্ছে চিরন্তন ও অন্তহীন আবাসের নাম। সুতরাং যে পরকালে যাবে সে জান্নাতী বা জাহান্নামী হোক সে চিরঞ্জীব হবে। জান্নাতবাসী হবে উত্তম ও কল্যাণকর জীবনের অধিকারী। আর জাহান্নামবাসী অন্তহীন কষ্ট, দুর্ভোগ ও দুর্বিপাকের জীবন লাভ করবে। হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُنَادِيْ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ

'মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে। তখন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা ঘাড়-মাথা উঁচু করে তাকিয়ে দেখবে। এসময় আহ্বানকারী বলবেন, তোমরা কি এটাকে চেন?

---

১৩. *আছ-ছিহাহ ৩/৯৫৯; লিসানুল আরব, ৬/১৬৩; তাজুল আরুস ৪/২০৫।*

১৪. *মুমিনূন ২৩/১১।*

১৫. *বুখারী, 'মাগাযী' অধ্যায়, 'বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, 'জান্নাতের বিবরণ' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ 'যুহদ' অধ্যায়, 'জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, হা/৩৪৯৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯২২।*

১৬. *মু'জামু মাকায়িসিল লুগাত, ২/১২২।*

১৭. *লিসানুল আরব ১৪/২১৪।*

Contents

তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৃত্যু। কেননা তাদের প্রত্যেকে তাকে দেখেছে। অতঃপর (আহ্বানকারী) ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসীরা! তারা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। তখন তিনি (আহ্বানকারী) বলবেন, তোমরা কি এটাকে চেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৃত্যু। কেননা তাদের প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। অতঃপর তাকে যবেহ করা হবে। ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! এখানে চিরস্থায়ীভাবে থাক, আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাক, আর মৃত্যু নেই'।[১৮]

পবিত্র কুরআনে পরকালের গৃহ বুঝাতে এক জায়গায় الحيـــوان (আল-হাইওয়ান) শব্দটি এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ 'এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তোমরা জানতে' *(আনকাবূত ২৯/৬৪)*। এ আয়াতে الحيوان দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে।

৬. দারুল মুক্বামাহ (دار المُقامة) : 'দারুল মুকামাহ' শব্দটি পরকালের নে'আমত গৃহ বুঝানোর জন্য কুরআনে একটি জায়গায় এসেছে। আল্লাহ বলেন, الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَـــا لُغُـــوْبٌ 'যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তিও' *(ফাতির ৩৫/৩৫)*।

'আল-মুক্বামাহ' (المُقامة) শব্দটি পেশ যোগে উচ্চারিত হবে, যা الاقامـــة (আল-ইক্বামাহ) ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। আর যদি যবর যোগে পড়া হয়, তাহলে অর্থ হবে মজলিস বা বৈঠক, যেখানে অবস্থান করা হয়।[১৯] 'দারুল মুক্বামাহ' বলতে এমন স্থায়ী আবাস গৃহকে বুঝানো হয়েছে, যা পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয় না, যা স্থানান্তরিতও হয় না। এর উদ্দেশ্য জান্নাতের চিরস্থায়ী নে'আমত গৃহ।[২০]

আল্লাহ্র বাণী دار المُقامة (দারুল মুক্বামাহ)-এর মধ্যে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। দুনিয়া এমন স্থান যেখানে মানুষ অতি অল্প সময়ের জন্য আসে। অতঃপর চিরস্থায়ী অন্তহীন আবাসের দিকে যাত্রা করে। অনুরূপভাবে জান্নাত তার

---

১৮. বুখারী হা/৪৩৬১; মুসলিম হা/৫০৮৭।
১৯. আছ-ছিহাহ ৫/২০১৭।
২০. জামিউল বয়ান ১২/১৩৯; রূহুল মা'আনী ৮/১৯৯।

Contents

অধিবাসীদের জন্য স্থায়ী আবাস গৃহ। যেমন জাহান্নাম তার অধিবাসীদের জন্য চিরস্থায়ী নিবাস। এ আয়াতে *(ফাতির ৩৫/৩৫)* ‘দারুল মুক্বামাহ’ দ্বারা জান্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এ আয়াতে তার অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তথায় কষ্ট-ক্লেশ তাদের স্পর্শ করবে না এবং কোন ক্লান্তি-অবসন্নতার ছোঁয়াও তাদের গায়ে লাগবে না।

জান্নাতকে ‘দারুল মুক্বামাহ’ নামকরণের কারণ হচ্ছে তার অধিবাসীরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, সেখান থেকে বের হবে না, স্থানান্তরিত হবে না, পরিবর্তিত হবে না।[২১]

৭. মাকামুন আমীন (مقام أمين) : ‘মীম’ বর্ণে যবর ও পেশ যোগে পড়া যায়, যা الاقامة। ‘ইক্বামাহ’ হতে নির্গত। অর্থ অবস্থানের স্থল। শব্দটি যবর ও পেশ যোগে পড়া গেলেও যবর যোগে পড়াই অধিক প্রচলিত। তবে উভয়টিই সঠিক।[২২] আমীন (أمـــين) শব্দটি خـــوف (খাওফ)-এর বিপরীত, অর্থ নিরাপত্তা। অর্থাৎ আত্মিক প্রশান্তি ও ভীতি দূরীভূত হওয়া। ‘মাকামুন আমীন’ শব্দটি পবিত্র কুরআনে এসেছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِـــيْنٍ ‘নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে’ *(দুখান ৪৪/৫১)*। এ আয়াতে ‘মাকামুন আমীন’ দ্বারা জান্নাতই উদ্দেশ্য। কেননা পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, فِيْ جَنَّاتٍ وَّعُيُـــوْنٍ ‘উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণী সমূহে’ *(দুখান ৪৪/৫২)*। আর মূলতঃ জান্নাত এমন এক নিরাপদ আবাসস্থল যাতে প্রবেশকারী মরণ ও সেখান থেকে বের হওয়া থেকে নিরাপদ। তাছাড়া সকল প্রকার চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, ক্লান্তি-শ্রান্তি, দুর্বলতা থেকে নিরাপদ। সেখানকার অধিবাসীরা শয়তানের শত্রুতা, তার কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র থেকেও নিরাপদে থাকবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়-ভীতি ও বৃদ্ধ হওয়া থেকে জান্নাতবাসী নিরাপত্তা লাভ করবে। দুনিয়ার জীবনের ভীতিকর ঘটনাবলী, যাবতীয় বিপদাপদ, সকল বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকবে। সেটা এমন নিরাপত্তা যা, স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়। আর উত্তম আবাসস্থলের জন্য নিরাপত্তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শর্ত। সুতরাং কোন গৃহের অধিবাসীর প্রথম চাহিদা হচ্ছে ভয়-ভীতি ও খারাপ জিনিস থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ। আর জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে।[২৩]

---

২১. *জামিউল বয়ান ১২/১৩৯; রূহুল মা‘আনী ৮/১৯৯।*
২২. *আছ-ছিহাহ ৫/২০১৭; লিসানুল আরব ১২/৪৯৮; ফিরোযাবাদী, কামূসুল মুহীত্ব, ৪/১৭০।*
২৩. *জামিউল বয়ান, ১৩/১৩৫; ইবনে কাছীর ৭/২৪৬।*

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, 'আল-মাকামুল আমীন', এমন স্থান যাতে সকল প্রকার নিরাপত্তার সন্নিবেশ ঘটেছে। সেটা ধ্বংস, বিনাশ ও হ্রাস পাওয়া থেকে মুক্ত। আর সেখানকার অধিবাসীরা বের হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্লান্ত, বিরক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ'।[২৪]

৮. কদামা ছিদকিন (قدم صدق) : (কাদাম) قــدم এক বচন, اقـــدام বহুবচন (আকদাম)। অর্থ প্রাক্তন, পূর্ববর্তী, প্রাচীন, অগ্রগামী। কোন কাজে অগ্রগামী বুঝাতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। صـــدق (ছিদকুন) শব্দটি كــذب (কিযব)-এর বিপরীত। যা বক্তব্যের ক্ষেত্রে কোন জিনিসের শক্তি নির্দেশ করে। 'ছিদক' এমন শব্দ যাতে থাকে প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ।[২৫]

পবিত্র কুরআনে শব্দটি এসেছে এভাবে, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِيْنٌ– 'মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি অহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমানদারগণকে যে, তাঁদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। কাফিররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর' *(ইউনুস ১০/২)*।

'কাদামা ছিদকিন'-এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী কাদামা ছিদকিনের ব্যাখ্যায় ২টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। যেমন যায়েদ ইবনু আসলাম বলেন, 'কাদামা ছিদকিন' হচ্ছে 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সেটা হচ্ছে 'খায়র' অর্থাৎ কল্যাণ।[২৬] ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, فسر قوم قدم صـــدق بالجنة 'কোন দল 'কাদামা ছিদকিন'-এর ব্যাখ্যা করেছে জান্নাত'।[২৭]

৯. মাক্ব'আদু ছিদকিন (مقعد صدق) : مقعـــد (মাক্ব'আদ) শব্দের অর্থ বসার স্থান। এর বহুবচন 'মাক্বায়িদ' (مقاعد)।[২৮] পবিত্র কুরআনে এটি উল্লিখিত হয়েছে এভাবে فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَـــدِرٍ 'যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের

---

২৪. হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ১৩৩।

২৫. মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৩/৩৩৯, ৫/৬৫; আছ-ছিহাহ ৫/২০০৭, ১৫০৫; লিসানুল আরব ১০/১৯৩।

২৬. বুখারী, 'কিতাবুত তাফসীর', সূরা ইউনুস ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

২৭. হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ১৩৩।

২৮. মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/১০৮; মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, পৃঃ ৪০৯; লিসানুল আরব ৩/৩৫৭।

সান্নিধ্যে’ *(আল-ক্বামার ৫৪/৫৫)*। ‘মাক‘আদু ছিদকিন’ (مقعد صـــدق) অর্থ প্রকৃত, যথার্থ উপবেশনস্থল, যাতে কোন কষ্ট-ক্লেশ নেই, নেই কোন পাপের কারণ, অপরাধের বিষয়। সেটা হচ্ছে জান্নাত; আল্লাহ্র অনুগ্রহ, সন্তুষ্টির দান ও দয়ার গৃহ।[২৯]

القعـــود-এর তাৎপর্য হচ্ছে এটা সাধারণ কোন বৈঠক নয়। এজন্য ‘জুলূস’ (الجلوس) বলা হয়নি। কুয়ূদ (القعود) এমন বৈঠককে বলা হয়, যা স্থায়ী, যাতে প্রকৃত ও চাহিদা মুতাবিক অবস্থান বুঝায়।[৩০]

আল্লাহ ঐ স্থানের প্রশংসা করেছেন (الـــصدق) সত্যতা দ্বারা। অর্থাৎ সততার অধিকারীরা ছাড়া সেখানে কেউ উপবেশন করতে পারবে না। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে।[৩১]

‘মাক‘আদু ছিদকিন’-এর আরো দু’টি অর্থ হতে পারে। যথা- ১. এটা পূর্ববর্তী আয়াত إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّـــاتٍ وَنَهَـــرٍ ‘জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে’ *(কামার ৫৪/৫৪)* থেকে বদল হলে ‘মাক‘আদু ছিদকিন’-এর অর্থ হবে এমন নির্বাচিত স্থান, যা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যা জান্নাতের স্থান সমূহের অন্তর্গত। ২. জান্নাত ও নহর (جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ)-এর ছিফাত করা হলে অর্থ হবে জান্নাত ও ঝর্ণা সমূহ এমন বিশেষণ যুক্ত যে, তা উপবেশনের প্রকৃত ও যথার্থ স্থান।

এখানে দু’টি অর্থের সম্ভাবনা থাকলেও প্রথম অর্থই প্রাধান্য যোগ্য। কেননা আল্লাহ বলেন, فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ ‘সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে’ *(ক্বামার ৫৪/৫৫)*। এখানে عِنْـــدَ শব্দটি নৈকট্য ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوْا-

‘নিশ্চয়ই ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহ্র নূরের মিম্বরে রহমানের (আল্লাহ্র) ডান দিকে থাকবে। আল্লাহ্র উভয় হাতই ডান। যারা তাদের আদেশে (শাসনে), তাদের পরিবারে এবং দায়িত্বে ইনছাফ করে’।[৩২]

---

২৯. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/৪৬২।*
৩০. *তাফসীরুল কাবীর ২৯/৮০।*
৩১. *মা‘আলিমত তানযীল ৫/২৬৯।*

উল্লিখিত নামগুলো ছাড়া আরো কিছু কুরআনে নাম এসেছে। যেমন 'জান্নাত আদন' *(তওবা ৯/৭২)*, 'জান্নাতুন নাঈম' *(ইউনুস ১০/৯)*, 'দারুল মুত্তাক্বীন' *(নাহলো ১৬/৩০)*, 'জান্নাতুল খুলদ' *(ফুরকান ২৫/১৫)*, 'দারুল ক্বারার' *(মুমিন ৪০/৩৯)* প্রভৃতি।

জান্নাতের নামসমূহ কি সমার্থবোধক না বিপরীতার্থক :

গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে প্রতিভাত হবে যে, জান্নাতের নাম সমূহ মূলতঃ একই। সুতরাং এটা 'জান্নাতুল খুলদ'। কেননা এর অধিবাসীরা সেখানে চিরস্থায়ী হবে, সেখান থেকে কখনো তারা বের হবে না। সেটা 'জান্নাতুন নাঈম'। অর্থাৎ এমন জান্নাত যাতে সকল প্রকার নে'আমতের সমাবেশ ঘটেছে। নে'আমত বিহীন কোন জান্নাত নেই। এটা 'জান্নাতুল মাওয়া'। কেননা এতে আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণ আশ্রয় লাভ করবে। সেটা 'জান্নাতু আদনিন' চিরস্থায়ী আবাসস্থল। এটা এমন গৃহ, যা অনন্তকাল অবস্থানের জায়গা। এটা 'মাক্বামুন আমীন'। কেননা এতে রয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি। এটা 'দারুস সালাম'। কেননা আল্লাহ একে এবং এর অধিবাসীদের ও তার অভ্যন্তরস্থ সবকিছুকে শান্তি, নিরাপত্তা ও আন্তরিক প্রশান্তি দান করে। এটা চিরস্থায়ী জীবনের আবাস। অনুরূপভাবে সমস্ত নাম দ্বারা জান্নাতের বৈশিষ্ট্য বুঝানো হয়েছে। এসব একেকটি জান্নাতের পৃথক পৃথক নাম বা বৈশিষ্ট্য নয়।[৩৩]

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীছ দ্বারা বিষয়টি আরো সুনিশ্চিত হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, উম্মুর রুবাই বিনতুল বারা, তিনি হারেছা ইবনু সুরাক্বার মাতা। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আমাকে কি হারেছা সম্পর্কে সংবাদ দিবেন না? হারেছা বদর যুদ্ধে অতর্কিতে ছুটে আসা একটি তীরের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। তিনি আরো বললেন, যদি সে জান্নাতে থাকে, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। অন্যথা আমি তার জন্য আঝোরে কাঁদতে থাকব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে হারেছের মা! জান্নাতের মাঝে অনেক উদ্যান আছে। তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফিরদাউস লাভ করেছে'।[৩৪] এ হাদীছে বর্ণিত বাক্যাংশ إِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّـــةِ এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ 'নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে অনেক জান্নাত আছে'[৩৫] দ্বারা

---

৩২. *মুসলিম হা/১৮২৭ 'ইমারাত' অধ্যায়, 'ন্যায়বিচারকের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৫৩৭৯ 'বিচারের আদব' অধ্যায়, 'ন্যায় বিচারকের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মুসনাদ আহমাদ ২/১৬০।*

৩৩. *আব্দুল মালিক ইবনু হাবীব, কিতাবু অছফিল ফিরদাউস, পৃঃ ২০।*

৩৪. *বুখারী হা/৬৫৬৭ 'কিতাবুর রিকাক', 'জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

৩৫. *বুখারী হা/৩৯৮২; ফাৎহুলবারী, ৬/২৭।*

সুস্পষ্ট হয় যে, জান্নাতের নাম সমূহ মূলতঃ সমার্থক। সুতরাং পূর্বোক্ত নাম সমূহ দ্বারা পরকালের নে'আমত গৃহ জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে নামগুলো ভিন্ন হলেও মূলতঃ এসব জান্নাতের অভিন্ন নাম।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর দিক দিয়ে জান্নাতের কয়েকটি নাম রয়েছে, আর সত্তাগত দিক দিয়ে তার নাম একটি। সুতরাং সত্তাগত দিক দিয়ে এসব সমার্থক ও অভিন্ন এবং গুণাবলীর দিক দিয়ে ভিন্নার্থক।[৩৬]

জান্নাতের অবস্থান

আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত ঐক্যমত পোষণ করেন যে, বর্তমানে জান্নাত সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান অবস্থান নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে তিনটি মত পাওয়া যায়। **প্রথম মত:** বর্তমানে জান্নাত মাটির নীচে অবস্থিত। **দ্বিতীয় মত:** বর্তমানে তা আসমানে অবস্থিত। **তৃতীয় মত:** জান্নাতের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত, যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। আর এই মতটিই ছহীহ। কারণ জান্নাতের অবস্থান সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। আর আমার নিকটে এমন কোন অকাট্য দলীল নেই যার উপর ভিত্তি করে জাহান্নামের অবস্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।[৩৭]

জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতেই সৃষ্ট

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হচ্ছে, মহান সৃষ্টিকর্তা জান্নাত-জাহান্নাম আগেই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ 'তোমরা ধাবিত হও, তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা আল্লাহভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে' *(আলে ইমরান ২/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, سَابِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

---

৩৬. হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ১২৭।

৩৭. ছিদ্দীক হাসান খান, ইয়াক্বযাতু উলিল ই'তিবার মিম্মা ওরাদা ফী যিকরিল জান্নাতি ওয়ান নার, (কায়রো : দারুল আনছার, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৮ হি./১৯৭১ খৃ.), পৃঃ ৪৭।

كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ 'তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(হাদীদ ৫৭/২১)*।

অনুরূপভাবে জাহান্নামও বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ 'যদি তোমরা (সূরা আনয়ন) না কর এবং কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/২৪)*। তিনি আরো বলেন, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ 'তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে, সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে' *(নাবা ৭৮/২১-২২)*।

মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাত দর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى 'নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মাওয়া) বাসোদ্যান। যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল' *(নাজম ৫৩/১৩-১৮)*।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার অবস্থানক্ষেত্র তাকে প্রদর্শন করা হয়। জান্নাতী হলে

জান্নাতের এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের। তাকে বলা হয়, এই হলো তোমার থাকার জায়গা; যে পর্যন্ত না তোমাকে ক্বিয়ামতে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন'।[৩৮]

কবরের হিসাব ও প্রশ্ন সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي الْجَنَّةِ، قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ، 'তখন আসমানের দিক হতে এক আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলেন, 'আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও'। তিনি বলেন, তখন তার প্রতি জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জান্নাতের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়'।[৩৯]

একদা সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায় করতে করতে মহানবী (ছাঃ) জান্নাত দর্শন করে সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জাহান্নাম দর্শন করে পিছু হটেছিলেন।[৪০]

অন্যত্র তিনি বলেন, قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ 'আমি জান্নাতের দুয়ারে দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ। আর বিত্তশালীদেরকে (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য) জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে প্রবেশ করেছে, তাদের বেশীরভাগই নারী'।[৪১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছাহাবীদের কোন কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ 'আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হলো। ফলে আমি আজকের মত ভাল ও

---

৩৮. বুখারী হা/১৩৭৯; মুসলিম হা/২৮৬৬।
৩৯. আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ।
৪০. মুসলিম হা/৯০১।
৪১. বুখারী হা/৬৫৪৭; মুসলিম হা/২৭৩৬।

মন্দ (একত্রে) কোন দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশী কাঁদতে'। সুতরাং ছাহাবীদের জন্য সেদিনকার মত কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন'।[৪২]

তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ 'মুমিনদের রূহ জান্নাতের গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। পরিশেষে কিয়ামতের দিন তা তার দেহে আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন'।[৪৩] উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের পূর্বেও মুমিনদের রূহ জান্নাতে অবস্থান করে।

অন্যত্র এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ : فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا-

'আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন জিব্রাঈলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, 'যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দেখ'। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না'। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, 'যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দেখ'। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না'। তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিলেন এবং পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যাও, জাহান্নাম এবং তার

---

৪২. বুখারী হা/৪৬২১; মুসলিম হা/২৩৫৯।
৪৩. মুওয়াত্ত্বা মালেক, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৯৯৫।

Contents

অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দেখ'। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে'।[৪৪]

উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্ট রয়েছে। সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার পরেও জান্নাত-জাহান্নাম অবশিষ্ট থাকবে, যেমন কিয়ামতে সূর্য থাকবে। অতএব কিয়ামতে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এই সন্দেহে তা এখন সৃষ্ট নয় বলা যাবে না। বরং তা সৃষ্ট ও প্রস্তুত রয়েছে।

জান্নাতের সৃষ্টি সম্পর্কে বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন

যদি বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তা (জান্নাত ও জাহান্নাম) এবং তার অধিবাসীরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 'তাঁর (আল্লাহ) সত্ত্বা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল' *(কাছাছ ২৮/ ৮৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'যমীনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা' *(আর-রহমান ৫৫/২৬-২৭)*।

সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যেহেতু ধ্বংস হবে, সেহেতু পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হলে তা অনর্থক হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা অনর্থক কোন কাজ করেন না।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু সৃষ্টি করে তার ধ্বংস লিপিবদ্ধ করেছেন ক্বিয়ামতের দিন সে সকল বস্তু অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু জান্নাত ও জাহান্নামকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র আরশ যা জান্নাতের ছাদ হিসাবে থাকবে[৪৫] তাও ধ্বংস হবে না।[৪৬]

শায়খ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, জান্নাত ও জাহান্নামের নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে কোন স্পষ্ট দলীল নেই। বরং তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও বিশ্বজগৎ আমাদের আয়ত্তের বাইরে।[৪৭] আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান এই অভিমতকেই ছহীহ মত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

৪৪. আবু দাউদ হা/৪৭৪৪; তিরমিযী, নাসাঈ, ছহীহ তারগীব হা/৩৬৬৯।
৪৫. তিরমিযী, হা/২৫৩১, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, (রিয়াদ: মাকতাবাহ মা'আরেফ), পৃঃ ৫৭০।
৪৬. ড. ওমর সুলাইমান আব্দুল্লাহ আল-আশক্বার, আল-জান্নাহ্ ওয়ান নার, (দারুস সালাম), পৃঃ ১৮।
৪৭. ঐ।

জান্নাতের বিদ্যমানতা ও অবিনশ্বরতা

জান্নাত আল্লাহ্‌র অপরিসীম অনুগ্রহ, দয়া ও করুণার বহিঃপ্রকাশ। তেমনি জান্নাত চিরস্থায়ী হওয়া এবং এর অবিনশ্বরতা; এর মধ্যকার নে'আমত স্থায়ী হওয়া, যারা এতে প্রবেশ করবে তাদেরও চিরঞ্জীব হওয়া আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতের ফল। জান্নাত ও তার মধ্যকার সমস্ত নে'আমত যে স্থায়ী হবে, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সবিস্তার বর্ণনা এসেছে। সে সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হলো।-

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সালাফে ছালেহীন, ইমামগণ ও সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একমত যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু আছে যা ধ্বংস, বিনাশ ও শেষ হবে না। যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ ইত্যাদি।[৪৮]

পবিত্র কুরআনের ২৯টি[৪৯] সূরার ৪২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাত চিরস্থায়ী, এটা ধ্বংস হবে না। এটা অনাদি অনন্তকাল অবিনশ্বর থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوْا هَذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এটা তো তাইই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ- 'আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে' *(আলে ইমরান ৩/১০৭)*। তিনি আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا- 'যারা

---

৪৮. মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৮/৩০৭।

৪৯. বাক্বারাহ, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদাহ, আ'রাফ, তওবা, ইউনুস, হূদ, রা'দ, ইবরাহীম, হিজর, কাহফ, ত্ব-হা, আম্বিয়া, মুমিনূন, ফুরকান, আনকাবূত, লোকমান, ছোয়াদ, আহকাফ, ফাতাহ, ক্বাফ, ওয়াকি'আহ, হাদীদ, মুজাদালাহ, তাগাবুন, তালাক, দাহর/ইনসান ও বাইয়্যেনাহ।

ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে আমরা তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে' *(নিসা ৪/৫৭, ১২২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوْا جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ 'আর তাদের একথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এটা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার' *(মায়েদাহ ৫/৮৫)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, জান্নাত চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। অনুরূপভাবে হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত চিরস্থায়ী। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ

'মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে। তখন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা ঘাড়-মাথা উঁচু করে তাকিয়ে দেখবে। এসময় আহ্বানকারী বলবেন, তোমরা কি এটাকে চেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৃত্যু। কেননা তাদের প্রত্যেকে তাকে দেখেছে। অতঃপর (আহ্বানকারী) ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসীরা! তারা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। তখন তিনি (আহ্বানকারী) বলবেন, তোমরা কি এটাকে চেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৃত্যু। কেননা তাদের প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। অতঃপর তাকে যবেহ করা হবে। ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! এখানে চিরস্থায়ীভাবে থাক, আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাক, আর মৃত্যু নেই'।[৫০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ-

---

৫০. বুখারী হা/৪৩৬১; মুসলিম হা/৫০৮৭।

‘যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে। তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ করা হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এমর্মে ঘোষণা দিবেন যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোন মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীদের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহান্নামীদের বিষণ্নতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে’।[৫১] অন্য বর্ণনায় আছে,

أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِيْ وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ الَّذِيْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ-

‘মৃত্যুকে টেনে আনা হবে। অতঃপর তাকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তখন তারা ভীত হয়ে তাকাবে। অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামবাসীরা! তখন তারা শাফা‘আতের আশায় হাসিমুখে তাকাবে। এরপর বলা হবে, হে জান্নাতী ও জাহান্নামীরা! তোমরা কি একে চেন? তারা উভয় দলই বলবে, আমরা চিনি, এটা মৃত্যু, যাকে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং যবেহ করা হবে। এরপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই’।[৫২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জান্নাতের নির্মাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন,

لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الاَذْفَرُ وَحَصْبَاءُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَ لَايَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلاَ يَمُوْتُ وَلاَ يَبْلى ثِيَابُهُمْ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ.

---

৫১. বুখারী হা/৬০৬৬; মুসলিম হা/২৮৫০।

৫২. তিরমিযী হা/২৫৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৮১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৩৬।

'এক ইট স্বর্ণের ও এক ইট রূপার। আর তার মসলা হলো সুগন্ধময় কস্তুরী এবং তার কংকর হলো মনি-মুক্তা আর মাটি হলো জাফরানের তৈরী। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, সে কখনও হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে কখনও মরবে না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না'।[৫৩]

জান্নাতের সংখ্যা

কুরআনুল কারীমে জান্নাত এক বচন ও বহু বচন শব্দ প্রয়োগে উল্লিখিত হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত জান্নাতের নামসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে যা পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে জান্নাতের নির্ধারিত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সূরা আর-রহমানে এসেছে, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*।

আব্দুল হালীম বিভিন্ন দলীল উপস্থাপন করে বলেন যে, জান্নাত ৪টি, ৭টি নয়।[৫৪] অনুরূপ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকর, সূরা আর-রহমানের ৪৬ ও ৬২ নং আয়াত উল্লেখ করে বলেন, فهذه أربع অর্থাৎ এই হচ্ছে চারটি।[৫৫]

তবে ছহীহ মত হলো জান্নাত একটি এবং জাহান্নামও একটি। কিন্তু উভয়ের অনেকগুলি স্তর রয়েছে। আর জান্নাত শব্দটি কুরআনে এবং হাদীছে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে ঐসব স্তরগুলির প্রতি লক্ষ্য করে।[৫৬] যেমন বলা হয়েছে, জান্নাতের ১০০টি স্তর রয়েছে। প্রতি স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। সর্বোচ্চ হলো ফেরদাউস। তার উপরে হলো আল্লাহ্‌র আরশ। যেখান থেকে জান্নাতের নদীসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব যখন তোমরা চাইবে, তখন ফেরদাউস চাইবে'।[৫৭]

---

৫৩. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৬৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৮।
৫৪. আব্দুল হালীম, ছিফাতুল জান্নাতি ফিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ১০৩-১১০।
৫৫. হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ১৪১।
৫৬. মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ, জানুয়ারী ২০০৭, প্রশ্ন নং ৩৪/১৪৪; ঐ, ১৫তম বর্ষ, মে ২০১২ প্রশ্ন নং ২৯/৩০৯।
৫৭. বুখারী, ইবনু মাজাহ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৩১২১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত মুমিনদের জন্য অনুপম ও অতুলনীয় শান্তি নিবাস। যা তারা পরকালীন জীবনে লাভ করবে পার্থিব জীবনের সৎ কর্মের বিনিময় স্বরূপ। সেটা এমন জায়গা যেখানে কোন অশান্তি ও অসুখের ছোয়া থাকবে না, থাকবে না দুঃখ-বেদনার স্পর্শ। সেটা সদা অফুরন্ত শান্তি ও সীমাহীন সুখের স্থান। সে জায়গার বর্ণনা রাসূলের বাণীতে সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে বলা যায়, مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ 'সেটা এমন জায়গা, কোন চোখ যা দেখেনি, কোন কান যা শ্রবণ করেনি এবং মানুষের অন্তর যা কল্পনা করেনি'।[৫৮]

জান্নাতের ঘর-বাড়ি অতি মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত, এর মাটি সুগন্ধময়, গাছ-পালা ফুল-ফলে সুশোভিত, নদ-নদী সুপেয় পানি দ্বারা পূর্ণ। এখানে মুমিনদের জন্য থাকবে সুন্দর পোশাক, আনত নয়না সুন্দরী স্ত্রী, থাকবে চাহিদা মাফিক সব কিছু। অফুরন্ত নে'আমতের স্থান জান্নাত অকল্পনীয় সুখের আলয়। এর নে'আমত, বৈশিষ্ট্য সমূহ এবং এর বিবিধ জিনিসের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

জান্নাতের পরিধি

পবিত্র কুরআনে দু'টি আয়াতে জান্নাতের পরিধিও ব্যাপ্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ 'তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

سَابِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

'তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(হাদীদ ৫৭/২১)*।

---

৫৮. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১২।

এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পরিধি ও বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের বিস্তৃতির ন্যায় বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীছেও এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِى سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِى الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِى وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ أَدْرِى مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا. فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِى ظُهْرَانِهِمْ فِى عُلْوِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَىْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ. فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ. قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِىُّ يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ. قَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا. فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِى هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বুসায়সাহ (রাঃ)-কে গোয়েন্দা হিসাবে আবু সুফিয়ান-এর বাণিজ্যিক কাফিলার গতিবিধির লক্ষ্য করার জন্য পাঠান। তারপর তিনি ফিরে আসেন। তখন আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাড়া ঘরে আর কেউই ছিল না। রাবী বলেন, আমি স্মরণ করতে পরছি না, তিনি (আনাস) নবী করীম (রাঃ)-এর কোন সহধর্মিনীর কথাও বলেছেন কি-না। এরপর তিনি সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হলেন এবং লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি দুশমনের খোঁজে বের হচ্ছি। যার সওয়ারী মওজুদ আছে সে যেন আমাদের সঙ্গে সওয়ার হয়ে যায়। তখন কিছু লোক মদীনার উপরাঞ্চল থেকে তাদের সওয়ারী নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূল

(ছাঃ) ও ছাহাবীগণ রওনা করলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই বদরে গিয়ে পৌঁছলেন। এর পরপরই মুশরিকরা এসে পৌঁছল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কেউ যেন কোন ব্যাপারে আমার অগ্রবর্তী না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি। এরপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা অগ্রসর হও সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। বারী বলেন, উমায়র ইবনু হুমাম আনছারী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার ন্যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উমায়র বলে উঠলেন, বাহ বাহ, কী চমৎকার। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বাহ, বাহ, বলতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো হে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! বরং আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায় এরূপ বলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে) রাবী বলেন, তারপর তিনি তার তূণ থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে তাও হবে এক দীর্ঘ জীবন। রাবী বলেন, তারপর তিনি তার কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তারপর জিহাদে প্রবৃত্ত হলেন এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন।[৫৯] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنِّى لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيُقَالُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى. فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى. فَيَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّهَا مَلأَى. فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِى أَوْ أَتَضْحَكُ بِى وَأَنْتَ الْمَلِكُ. قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. فَكَانَ يُقَالُ هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

---

৫৯. মুসলিম হা/১৪৫/১৯০১, 'ইমারাত' অধ্যায়, 'শহীদের জন্য জান্নাত' অনুচ্ছেদ।

'সবশেষে যে লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সবশেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। আবার আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও, তখন সে জান্নাতের কাছে এসে তার ধারণা হবে, জান্নাত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও। কেননা জান্নাত তোমার জন্য দুনিয়ার সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দুনিয়ার দশগুণ। তখন লোকটি বলবে, (হে প্রতিপালক!) তুমি কি আমার সঙ্গে হাসি-তামাসা করছ? (রাবী বলেন,) আমি তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ করে হাসতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন, এটি জান্নাতীদের সর্বনিম্ন অবস্থান'।[৬০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِىءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ-

'মূসা (আঃ) স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী কে হবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে? সে বলবে, প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট। তারপর আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তাই দেওয়া হলো।

---

৬০. বুখারী, হা/৬৫৭১,'কিতাবুর রিকাক' জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়, 'সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে বের হওয়া' অনুচ্ছেদ।

আর এর সমপরিমাণ, এর সমপরিমাণ, এর সমপরিমাণ, এর সমপরিমাণ (অর্থাৎ এর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হলো)। সে পঞ্চমবারে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি (এতেই) সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হলো)। এছাড়াও তোমার জন্য রইল সেসব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে। তখন সে বলবে, আমি এতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!

(মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী কারা হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল মোহর অংকিত করে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পনা করতে পারেনি'।[৬১]

অন্য বর্ণনায় এসছে, সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا 'নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, তার ছায়ায় কোন ঘোড় সওয়ার শত বছর ঘোড়া হাঁকাবে কিন্তু তার ছায়া শেষ হবে না'।[৬২]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ 'আমাদের নিকটে উল্লেখ করা হলো যে, জান্নাতের দরজার দুই পাল্লার মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে চল্লিশ বছরের পথের সমান। সেখানে এমন একদিন আসবে যে, তা ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে'।[৬৩]

জান্নাতের স্তরসমূহ

জান্নাতে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এতে বিভিন্ন বিভাগ-শ্রেণী রয়েছে। এ সকল যেমন সমান নয়, তেমনি জান্নাতীরাও সমশ্রেণীর ও সমমর্যাদার অধিকারী হবে না। তাদের তাক্বওয়া ও আমলের পার্থক্যের কারণে মর্যাদা ও স্তরে ভিন্নতা হবে। এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

৬১. মুসলিম হা/১৮৯, 'জান্নাত, তার নে'আমত ও অধিবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

৬২. বুখারী হা/৩২৫১, 'কিতাবুর রিক্বাক্ব', 'জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ; মুসলিম 'জান্নাত, তার নে'আমত ও অধিবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

৬৩. মুসলিম, 'কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিক্বাক্ব'; মিশকাত হা/৫৬২৯।

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

‘নিশ্চয়ই জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। এর দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে আসমান ও যমীনের মাঝের ব্যবধানের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে চাইবে, তখন ফিরদাউস চাইবে। কেননা সেটা জান্নাতের মধ্যস্থলে ও সর্বোচ্চ জান্নাত, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। এর উপরেই আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত’।[৬৪]

জান্নাতবাসীদের মর্যাদায় ভিন্নতার অর্থ হচ্ছে একে অপরের চেয়ে উপরে হবে। সুতরাং উপরের লোকেরা নিম্নের লোকদের দেখতে পাবে। কিন্তু নিচের লোকের উপরের লোকদের দেখতে পাবে না।[৬৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ. وَقَالَ عَفَّانُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تَخْرُجُ الأَنْهَارُ الأَرْبَعَةُ وَالْعَرْشُ مِنْ فَوْقِهَا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ-

‘জান্নাত একশটি স্তর বিশিষ্ট। প্রতি দুই স্তরের মাঝে একশত বছরের দূরত্বের ব্যবধান। আফফান ইবনু মুসলিম বলেন, যেমন যমীন থেকে আসমানের ব্যবধান। জান্নাতুল ফিরদাউসের স্তর সর্বোচ্চে। এখান থেকেই চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত। এর উপরেই আরশ অবস্থিত। যখন তোমরা আল্লাহ্র নিকটে (জান্নাত) চাইবে, তখন তাঁর নিকটে ফিরদাউস চাইবে’।[৬৬]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ ‘জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে একশত বছরের দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে’।[৬৭]

অপর হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

৬৪. বুখারী হা/২৭৯০, ‘কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার’, ‘আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৭৮৭।

৬৫. দুররুল মানছূর ২/৯৩।

৬৬. মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩১৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯২২।

৬৭. তিরমিযী, হা/২৫২৯, ‘জান্নাতের বৈশিষ্ট্য’ অধ্যায়, ‘জান্নাতের স্তরের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

فَإِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ–

‘জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে আসমান ও যমীন সদৃশ ব্যবধান। ফিরদাউস শীর্ষস্তরের। এখান থেকেই জান্নাতের নদী প্রবাহিত হয়েছে। এর উপরেই আরশ বিদ্যমান। তোমরা আল্লাহ্র নিকটে (জান্নাত) চাইলে, ফেরদাউস চাইবে’।[৬৮]

জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তর

জান্নাতের একশতটি স্তরের মধ্যে সবগুলো সমান নয়। এর মধ্যে কোনটি সর্বোচ্চ ও শীর্ষ পর্যায়ের। আবার কোনটি নিম্ন পর্যায়ের। এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ‘অসীলা’। যেমন হাদীছে এসেছে,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِى وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

‘যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে, اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ، ‘হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তুমি দান কর ‘অসীলা’ (নামক জান্নাতের বিশেষ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (জান্নাতের) প্রশংসিত স্থান ‘মাকামে মাহমূদে; যার ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছ’। ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা‘আত অবধারিত হয়ে যাবে’।[৬৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ

---

৬৮. তিরমিযী, হা/২৫৩০, সনদ ছহীহ।

৬৯. বুখারী হা/৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৯।

لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ–

‘তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনলে, তোমরাও তার মতই বলবে। অতঃপর আমার উপরে দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ‘অসীলা’ প্রার্থনা কর। কারণ ‘অসীলা’ হলো জান্নাতের এমন এক সুউচ্চ স্থান, যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দার জন্য নির্ধারিত হবে। আর আমি আশা রাখি, সেই বান্দা আমিই হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ঐ ‘অসীলা’ প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফা‘আত অবধারিত হয়ে যাবে’।[৭০] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْوَسِيْلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُؤْتِيَنِى الْوَسِيْلَةَ ‘অসীলা’ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকটতর স্তর, এর উপরে কোন স্তর নেই। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাকে ‘অসীলা’ দান করেন’।[৭১]

‘অসীলা’ জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ও বিশেষ মর্যাদার স্তর। এটা ব্যতীত জান্নাতের অন্যান্য স্তরের মধ্যে উচ্চতর ও শীর্ষপর্যায়ের হচ্ছে ‘ফিরদাউস’। এটাই মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর উপরই মহান প্রভুর আরশ অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ. ‘ফিরদাউস হচ্ছে জান্নাতের উচ্চতর ও মধ্যবর্তী স্তর। এর উপরেই রহমানের আরশ বিদ্যমান। এখান থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে চাইলে ফিরদাউস চাইবে’।[৭২] অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে, وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. ‘ফিরদাউস হচ্ছে জান্নাতের উচ্চতর স্তর। এখান থেকে জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। এর উপরেই রহমানের আরশ হবে। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে ফিরদাউস চাও’।[৭৩]

---

৭০. মুসলিম হা/৩৮৪; আবু দাউদ হা/৫২৩; মিশকাত হা/৬৫৭।

৭১. ছহীহুল জামে‘ হা/১৯৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫৭১।

৭২. তিরমিযী, হা/২৫৩০, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯১৩।

৭৩. তিরমিযী, হা/২৫৩১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯২২।

জান্নাতের অট্টালিকা ও তাঁবু

জান্নাতে সুবিশাল প্রাসাদ, বহুতল ও বহুকক্ষ বিশিষ্ট অট্টালিকা রয়েছে। এগুলো অনন্ত সুখের আবাস ও অনুপম সৌন্দর্যের অতুলনীয় লীলাভূমি। এসবই মুমিনদের চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর বাসস্থান। মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই মহাসাফল্য' *(তাওবা ৯/৭২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য' *(ছফ ৬১/১২)*। তিনি আরো বলেন,

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِيْنَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ-

'আল্লাহ মুমিনদের জন্য দিচ্ছেন ফিরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরাউন ও তার দুস্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় হতে' *(তাহরীম ৬৬/১১)*।

জান্নাতে কোন লোকের জন্য বিশেষ গৃহের ব্যবস্থা থাকবে। যেমন খাদীজা (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর জন্য বিশেষ গৃহ থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, জিবরীল (আঃ) এসে নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন,

هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّى، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ.

'এই যে খাদীজা আসছে, তার সাথে একটি পাত্র আছে, যাতে তরকারী, বা খাদ্য কিংবা পানীয় আছে। সে আপনার কাছে আসলে তাকে তার প্রভুর ও আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবেন। আর তাকে জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন যাতে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি নেই'।[৭৪]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ أَنِّيْ أَنَا هُوَ فَقُلْتُ وَمَنْ هُوَ فَقَالُوْا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে স্বর্ণের একটি প্রাসাদ দেখলাম। আমি বললাম, এই অট্টালিকা কার? তারা বলল, কুরাইশের এক যুবকের। তখন আমি ধারণা করলাম, আমিই সেই যুবক। আমি বললাম, সে কে? তারা বলল, এটা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের'।[৭৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشَرَّفٍ مِنْ ذَهَبٍ 'অতঃপর আমি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট স্বর্ণ নির্মিত একটি সুউচ্চ প্রাসাদের নিকটে আসলাম'।[৭৬]

উপরোক্ত আলোচনায় জান্নাতের অট্টালিকা ও প্রাসাদের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। জান্নাতে যেমন বিভিন্ন অট্টালিকা থাকবে, তেমনি থাকবে বিভিন্ন ধরনের তাঁবু। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ 'তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা' *(আর-রহমান ৫৫/৭২)*।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا أَهْلُوْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا-

'জান্নাতে মুমিনদের জন্য মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে জান্নাতীদের পরিবার থাকবে। মুমিনরা তাদের কাছে যাবে কিন্তু তারা একে অপরকে দেখতে পাবে না।[৭৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

---

৭৪. বুখারী হা/৩৮২০,৭৪৯৭; মুসলিম হা/২৪৩২।
৭৫. তিরমিযী হা/৩৬৮৮; 'কিতাবুল মানাকিব'; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪০৫-২৩।
৭৬. বুখারী হা/৪০৫৩, ৭০২৪; 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৩৯৪ 'ফাযাইলুছ ছাহাবা' অধ্যায়।
৭৭. বুখারী হা/৭৩৩৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১৬।

الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُولُهَا فِى السَّمَاءِ سِتُّوْنَ مِيْلاً، فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ لاَ يَرَاهُمُ الآخَرُوْنَ.

'মাঝে ফাঁকা মুক্তা নির্মিত তাঁবু, যার দৈর্ঘ্য আসমানে ষাট মাইল, এর প্রত্যেক কোণে মুমিনদের স্বজন থাকবে। অন্যরা তাদেরকে দেখতে পাবে না'।[৭৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّؤْلُؤِ فَضَرَبْتُ بِيَدِى إِلَى مَا يَجْرِى فِيْهِ الْمَاءُ فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَهُ اللهُ–

'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, সেখানে আমি একটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখলাম তার উভয় তীরে মুক্তার তাঁবু রয়েছে। তখন আমি হাত বাড়িয়ে তাতে প্রবাহিত পানি ধরলাম। তা হচ্ছে মিশক আযফার (অতি নির্মল সুগন্ধি)। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কি? সে বলল, এ হচ্ছে কাওছার, যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন'।[৭৯]

জান্নাতের কক্ষসমূহ

জান্নাতে যেসব প্রাসাদ ও তাঁবু থাকবে তাতে থাকবে বহু কক্ষ। এসব কক্ষের সবিস্তার বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এখানে উপস্থাপন করা হলো। মহান আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلاَمًا– 'তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে' *(ফুরকান ২৫/৭৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ–

'তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য আছে বহু কক্ষ, যার উপর নির্মিত আরো কক্ষ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহ্র ওয়াদা, আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না' *(যুমার ৩৯/২০)*।

---

৭৮. বুখারী, হা/৩০৭১, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, 'জান্নাত ও তার নে'আমত ও অধিবাসী' অনুচ্ছেদ।

৭৯. মুসনাদ আহমাদ ৩/১০৩-১১৫, ২৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৬৫।

তিনি আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ 'যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে আমরা অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য কক্ষসমূহ দান করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সেই সকল কর্মশীলদের জন্য' *(আনকাবূত ২৯/৫৮)*।

মুমিনগণ জান্নাতের ঐসব কক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُوْنَ-

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দিবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার। আর তারা কক্ষসমূহে নিরাপদে থাকবে' *(সাবা ৩৪/৩৭)*।

এসব কক্ষের ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِى الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِى السَّمَاءِ 'নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের কক্ষসমূহ দেখতে পাবে, যেমনভাবে তারা আকাশের তারকারাজি দেখতে পায়'।[৮০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ مِنَ الأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ.

'নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ তাদের ঊর্ধ্বের কক্ষের বাসীন্দাদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমনভাবে তোমরা আকাশের পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে স্থান তো হবে নবীগণের, অন্যরা তো সেখানে পৌঁছতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

---

৮০. বুখারী হা/৬৫৫৫।

না, বরং সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যেসব লোক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে তারাও সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হবে'।[৮১] অপর একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

'জান্নাতে এমন কতগুলো কক্ষ রয়েছে, যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে অভ্যন্তর দেখা যায়। একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমন জান্নাত কার জন্য? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'যারা মানুষের সাথে উত্তম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ায়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ ছালাত পড়ে'।[৮২]

জান্নাতের নদ-নদীসমূহ

জান্নাতে বহু নদী প্রবাহিত থাকবে। এসব নদ-নদীর সুমিষ্ট পানি জান্নাতীরা পান করবে এবং এ নদীগুলো হবে অতি আকর্ষণীয়। এই নদ-নদীর বিবরণ পবিত্র কুরআনের ২২টি সূরার ৩৬টি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ-

'ওরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম' *(আলে ইমরান ৩/১৩৬)*। তিনি আরো বলেন,

لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ-

'কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ

---

৮১. বুখারী হা/৩০৮৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২৪।

৮২. তিরমিযী হা/২৫২৭; মিশকাত হা/১২৩২; ছহীহুল জামে' হা/২১২৩, সনদ হাসান।

হতে আতিথ্য; আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য শ্রেয়’ *(আলে ইমরান ৩/১৯৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلاً-

‘আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে অচিরেই তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। কে আল্লাহ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী’? *(নিসা ৪/১২২)*। আল্লাহ পাক বলেন, فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوْا جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ‘আর তাদের একথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এটা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার’ *(মায়েদাহ ৫/৮৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন, أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ‘আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য’ *(তাওবা ৯/৮৯)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। ১. নদী-নালার অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতা। ২. নদীগুলো প্রবাহমান, হ্রদ বা বিলের ন্যায় স্থির নয়। ৩. এগুলো জান্নাতবাসীদের অট্টালিকা-প্রাসাদ, কক্ষসমূহ ও উদ্যান সমূহের পাদদেশে প্রবাহিত। যমীনের নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত, একথা আল্লাহ বলেননি।[৮৩]

জান্নাতের নদীগুলোর প্রকার

জান্নাতে বিদ্যমান নদীগুলোর মধ্যে কোনটা পানির, কোনটা দুধের, কোনটা শরাবের আবার কোনটা মধুর। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

---

৮৩. হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ২৩৬।

'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

এ মর্মে হাদীছে এসেছে, হাকীম ইবনু মু'আবিয়া স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ 'নিশ্চয়ই জান্নাতে পানি, মধু, দুধ ও শরাবের নদী আছে। অতঃপর এগুলিকে পৃথক করা হয়েছে'।[৮৪]

নদীগুলোর উৎসস্থল

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নদী সমূহের উৎসস্থল উল্লেখ করা হয়নি। বরং হাদীছে এর বর্ণনা এসেছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীছ নিম্নে পেশ করা হলো।-

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

'নিশ্চয়ই জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। এর দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে আসমান ও যমীনের মাঝের ব্যবধানের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে চাইবে, তখন ফিরদাউস চাইবে। কেননা সেটা জান্নাতের মধ্যস্থলে ও সর্বোচ্চ জান্নাত। যা আমাকে দেখানো হয়েছে। এর উপরেই আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত'।[৮৫]

অন্যত্র মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَإِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ-

---

৮৪. তিরমিযী হা/২৫৭১, 'জান্নাতের বিবরণ' অধ্যায়, 'জান্নাতের নদীর বিবরণ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৬৫০, সনদ ছহীহ।

৮৫. বুখারী, হা/২৭৯০, 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৭৮৭।

‘নিশ্চয়ই জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। এর প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে আসমান ও যমীনের মাঝের ব্যবধানের ন্যায়। ফিরদাউস জান্নাতের মধ্যস্থলে ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরেই আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত’।[৮৬] অনুরূপভাবে ওবাদাহ ইবনুছ ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ ‘জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে। এর দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে আসমান ও যমীনের মাঝের ব্যবধানের ন্যায়। ফিরদাউস জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। এখান থেকেই জান্নাতের চারটি নদী প্রবাহিত’।[৮৭]

জান্নাতের নদীগুলোর নাম

জান্নাতের যেসব নদী রয়েছে সেগুলির কয়েকটির নাম হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) মালিক ইবনু ছা‘ছা‘আহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

وَرُفِعَتْ لِىْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، فِى أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِى الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ،

‘আমাকে ‘সিদরাতুল মুনতাহায়’ (সীমান্তবর্তী কুল বৃক্ষের) নিকটে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি দেখলাম, তার ফল যেন পাথরের কলসী এবং পাতা হাতীর কানের মত। তার মূলে রয়েছে চারটি নদী। দু’টি অদৃশ্য (বাতেনী) নদী এবং দু’টি প্রকাশ্য নদী। আমি জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, অপ্রকাশ্য নদী দু’টি জান্নাতে। আর প্রকাশ্য দু’টি হচ্ছে নীল ও ফোরাত’।[৮৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ. ‘(সিরিয়ার) সাইহান ও জাইহান এবং (ইরাকের) ফুরাত ও (মিসরের) নীল প্রত্যেক নদীই জান্নাতের নদ-নদী সমূহের অন্যতম’।[৮৯]

---

৮৬. তিরমিযী হা/২৫৩০; মিশকাত হা/৩৭৮৭, সনদ ছহীহ।
৮৭. তিরমিযী হা/২৫৩১; মিশকাত হা/৫৬১৭, সনদ ছহীহ।
৮৮. আহমাদ, বুখারী হা/৩২০৭, ‘সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায়; মুসলিম, ‘কিতাবুল ঈমান’; মিশকাত হা/৫৮৬২।
৮৯. আহমাদ, মুসলিম হা/২৮৩৯।

উল্লেখ্য, 'সীহূন' (سيحون) বর্তমান রাশিয়ার 'সারদারিয়া' ও 'জীহূন' বর্তমান মধ্য এশিয়ার 'আমু দরিয়াকে' বলা হয়।[৯০]

এ নদীগুলো জান্নাতের; এর অর্থ হচ্ছে, এগুলির মূল বা উৎস জান্নাতে, যেমন মানুষের মূল জান্নাতে। এখানে হাদীছের সাথে বাস্তবতার বিরোধ নেই। কেননা বাহ্যত এ নদীগুলো পৃথিবীর নির্দিষ্ট উৎসস্থল হতে প্রবাহিত। অর্থ এরূপ না হলেও হাদীছে অদৃশ্য বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছে যার প্রতি ঈমান আনা ও তা মেনে নেয়া আবশ্যক।[৯১]

আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, এ চারটি নদীকে জান্নাতের নদী করা হয়েছে। কারণ এসবে সুস্বাদু ও সুপাচ্য পানীয় রয়েছে। এতে আছে এলাহী বরকত। এগুলোতে নবীগণের উপনীত হওয়া ও এ নদীগুলো থেকে নবীগণের পান করার কারণে এসব সম্মানিত হয়েছে।[৯২]

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নদী

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নদী হচ্ছে 'আল-কাওছার'। আর এ নামেই কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে।[৯৩] যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে কাওছার দান করেছি' *(কাওছার ১০৮/১)*।

কাওছারের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে হাদীছে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে কতিপয় এখানে উদ্ধৃত হলো।-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضِيْ مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ قَالَ بَعْضُ رُوَّاةِ هُمَا قَرْيَتَانِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثَلَثِ لَيَالٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْهِ أَبَارِيْقُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ وَّرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا-

ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের সম্মুখে (ক্বিয়ামতের দিন) আমার হাউয রয়েছে, যার দুই কিনারার দূরত্ব 'জারবা ও আয্রুহ' স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়। কোন রাবী বলেছেন, এই দু'টি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম। এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাত্রের পথ। অপর এক বর্ণনায়

---

৯০. মওসূ'আতুল আরাবিয়া আল-মুইয়াসসারাহ, পৃঃ ২২৮; ছিফাতুল জান্নাহ ফীল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ১৯৪, টীকা নং ১।

৯১. সিলসিলা ছহীহাহ ১/১৮।

৯২. মিশকাতুল মাছাবীহ, ৩/৮০।

৯৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৫২৬।

আছে, এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (অগণিত)। যে উক্ত হাউজে এসে একবার তা হতে পান করবে, সে পরে কখনও পিপাসার্ত হবে না'।[৯৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমাদের সম্মুখেই ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। অতঃপর মৃদু হাস্যে মাথা উঁচু করলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কোন জিনিস আপনাকে হাসালো? তিনি বললেন,

أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ. فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ). ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ. فَقُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى. فَيَقُولُ مَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ. زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِى حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِى الْمَسْجِدِ. وَقَالَ مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ.

'এখনই আমার উপরে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি পড়লেন, পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে কাওছার দান করেছি। অতএব তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর। নিশ্চয়ই তোমার শত্রুরাই নির্বংশ' *(কাওছার ১০৮/১-৩)*। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান 'কাওছার' কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে একটা নদী, যার ওয়াদা করেছেন আমার প্রতিপালক। তাতে বহু কল্যাণ রয়েছে। সেটা একটি হাউজ যাতে আমার উম্মত আসবে, কিয়ামতের দিন। তাতে তারকারাজির সমপরিমাণ পাত্র রয়েছে। একজন বান্দা সেখান থেকে বিতাড়িত হবে। আমি তখন বলব, হে প্রভু! সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে সে কি বিদ'আত করেছে।[৯৫] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَوْضِى مِنْ عَدَنٍ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاءُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَّمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُءُوْسًا اَلدَّنَسُ ثِيَابًا

---

৯৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৬৭।
৯৫. মুসলিম, হা/৪০০ 'কিতাবুছ ছালাত'; আবু দাঊদ, হা/৭৮৪, ৪৭৪৭ 'কিতাবুস সুন্নাহ'।

الَّذِيْنَ لاَيَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَيُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ–

ছাওবান (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার হাউজ আদন হতে ওম্মানের বালকার মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। এর পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং এর পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত। যে তা হতে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউজের কাছে সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত গরীব মুহাজিরগণ আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরণের কাপড়-চোপড় ময়লা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দ্বার খোলা হয় না'।[৯৬]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'কাওছার' হচ্ছে 'হাউজ'। সঠিক হচ্ছে এটা জান্নাতের অভ্যন্তরের নদী।[৯৭] যেমন আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য হাদীছেও এসেছে। আর হাউজ হচ্ছে জান্নাতের বাইরে। যা জান্নাতের মধ্য থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যেটা নিম্নোক্ত হাদীছের বাহ্যিক অর্থ থেকেই প্রতীয়মান হয়। ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) কাওছারের পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলেন। তখন তিনি বললেন,

أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ.

'এটা দুধের চেয়েও সাদা, মধু অপেক্ষা সুমিষ্ট। এতে দু'টি নালা আছে, যা জান্নাত হতে বিস্তৃত। একটি স্বর্ণের এবং অপরটি রৌপ্যের'।[৯৮]

আবু যার (রাঃ) বর্ণিত অপর একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাউজ কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি উত্তর দেন। এতে তিনি বলেন,

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا أَلاَ فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

---

৯৬. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩৫৩।

৯৭. ফাতহুলবারী, ১১/৪৬৬; নববী, শরহু মুসলিম, ২/২১৩।

৯৮. মুসলিম, হা/২৩০১, 'কিতাবুল ফাযায়েল', 'আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাউজ ও তার বিবরণ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৫৭০।

Contents

‘যার কবজায় আমার জীবন তাঁর শপথ! যে হাউজের পাত্র মেঘবিহীন নির্মল আঁধার রাতের আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চাইতেও অধিক। সেসব পাত্র জান্নাতেরই পাত্র। যে ঐ পাত্র হতে পান করবে শেষ পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না। ঐ হাউজের মধ্যে জান্নাত হতে প্রবাহিত দু’টো নালার সংমিশ্রণ রয়েছে। যে লোক ঐ হাউজ হতে পান করবে সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না, সে হাওজের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে। সে হাউজের প্রশস্ততা আম্মান থেকে আয়লার মধ্যবর্তী ব্যাবধানের সমতুল্য। তার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও বেশী মিষ্টি’।[৯৯]

অপর দিকে কাওছার যে জান্নাতের নদী এ মর্মে অনেক দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ إِذًا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرَئِيْلُ، قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِيْنُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ-

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মি‘রাজের রাত্রে) জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি একটি নহরের নিকট উপস্থিত হলাম, যার উভয় পার্শ্বে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা সেই কাওছার যা আপনার রব আপনাকে দান করেছেন। এর মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়’।[১০০]

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِىِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفًا فَقُلْتُ مَاهَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ.

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন আয়েশা (রাঃ) হতে, তিনি বলেন, আকাশের দিকে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মি‘রাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরী গম্বুজসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটাই কাউছার’।[১০১]

عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّاأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) قَالَتْ نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوْمِ.

---

৯৯. মুসলিম হা/২৩০০, ‘কিতাবুল ফাযায়েল’।
১০০. বুখারী হা/৫৩৩১, ‘তাফসীরুল কুরআন’ অধ্যায়, ‘ইন্না আ‘তাইনাকাল কাওছার’ অনুচ্ছেদ।
১০১. বুখারী হা/৪৯৬৪, ৬৫৮১।

আবু উবাইদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -কে আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّاأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, কাউছার একটি নহর, যা তোমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় পাড়ে বিছানো আছে ফাঁপা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মত'।[১০২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِى الْكَوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِىْ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُوْ بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيْدٌ النَّهَرُ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কাওছার সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা এমন একটি কল্যাণ, যা আল্লাহ কেবল তাঁকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবূ বিশর (রহঃ) বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রহঃ)-কে বললাম, লোকেরা ধারণা করে যে, কাওছার হলো জান্নাতের একটি নহর। এ কথা শুনে সা'ঈদ (রহঃ) বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেয়া কল্যাণের একটি।[১০৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَّزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ يَّشْرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমাণ এবং এর চতুর্দিকও সমপরিমাণ। আর এর পানি দুধের চাইতেও অধিক সাদা এবং এর ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার। আর এর পান-পাত্রসমূহ আকাশের তারকার ন্যায় (অধিক ও উজ্জ্বল)। যে ব্যক্তি এটা হতে একবার পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না'।[১০৪]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ حَوْضِىْ أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدْنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَأَنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَإِنِّىْ لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ

---

১০২. বুখারী হা/৪৯৬৫।
১০৩. বুখারী হা/৪৯৬৬।
১০৪. বুখারী হা/৬৫৭৯; মিশকাত হা//৫৫৬৭।

أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَاءُ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تُرَى فِيْهِ أَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَفِيْ أُخْرَى لَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغِتُّ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَّالْآخَرُ مِنْ وَّرِقٍ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার হাউজের (উভয় পার্শ্বের) দূরত্ব আয়লা ও আদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হতেও অধিক। এর পানি বরফের চাইতে অধিক সাদা এবং দুধমিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। এর পান-পাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আর আমি আমার হাউজে কাওছারে আগমন করা হতে অন্যান্য উম্মতদেরকে তেমনিভাবে বাধা দিব, যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজের হাউজ হতে বাধা দিয়া থাকে। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সেই দিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চিনতে পারব। তোমাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে, যা অন্যান্য উম্মতের কারও জন্য হবে না। তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা অযুর কারণে উজ্জ্বল থাকবে’।[১০৫] তাঁর অপর এক বর্ণনায় আছে, আনাস (রাঃ) বলেন, উক্ত হাউজে সোনা ও চাঁদির এত অধিক পান-পাত্র দেখা যাবে, যার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (অগণিত)। তার অন্য এক বর্ণনায় আছে, ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হলো, এর পানীয় কিরূপ? তিনি বললেন, দুধের চাইতে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। এতে জান্নাত হতে আগত দুইটি নালা প্রবাহিত থাকবে। এর একটি হবে সোনার অপরটি চাঁদির’।[১০৬]

নদ-নদীর প্রকারের ভিন্নতার কারণ

পার্থিব জীবনে মানুষের জন্য পসন্দনীয় ও সহজলভ্য পানীয় দিয়ে মানুষ উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, আশরাফ-আতরাফ সকলকে আপ্যায়ন করত। এগুলির মধ্যে পানি দুনিয়াতে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য, দুধ শক্তি বৃদ্ধি ও দেহের পরিপুষ্টি সাধন, মদ ধারণা প্রসূত স্বাদ আস্বাদন এবং মধু রোগ থেকে আরোগ্য লাভ ও উপকার অর্জনে ব্যবহার করে। কিন্তু জান্নাতের নদ-নদীর ভিন্নতার একমাত্র কারণ হচ্ছে নে‘আমত ও স্বাদ বৃদ্ধি। জান্নাতবাসী এসব বিভিন্ন

---

১০৫. *মুসলিম হা/১৪৭।*

১০৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৩৩।*

প্রকার পানীয় জীবন ধারণ, আরোগ্য লাভ বা কোন উপকারিতার জন্য পান করবে না। কেননা জান্নাতী জীবন চিরস্থায়ী। সেখানে কোন রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। সেখানে এগুলো পান করানো হবে স্বাদ আস্বাদনের জন্য। আর সেখানে চিরস্থায়ী নে'আমতের সীমা-পরিসীমা নেই।[১০৭]

জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ

জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের পানীয়র ঝর্ণা রয়েছে। এগুলির উপাদান যেমন ভিন্ন, তেমনি এগুলির স্বাদও ভিন্ন ধরনের। এগুলো দ্বারা জান্নাতের শোভা-সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি করা হয়েছে, তেমনি এসবের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণের কারণে আলাদা নামে অভিহিত হয়েছে। জান্নাতের এই সব নয়নাভিরাম ঝর্ণাগুলির সবিস্তার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে। এ সম্পর্কে নিম্নে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উদ্ধৃত করা হলো।-

পবিত্র কুরআনে এক বচন, দ্বিবচন ও বহু বচনের শব্দ প্রয়োগে ঝর্ণার বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। এক বচনের শব্দ যোগে ৩টি সূরার ৪টি আয়াতে, দ্বি-বচনের শব্দযোগে সূরা আর-রহমানের ২টি আয়াতে এবং বহু বচনের শব্দযোগে ৪টি সূরার ৪টি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণ সমূহে' *(হিজর ১৫/৪৫; যারিয়াত ৫১/১৫)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلاَلٍ وَعُيُوْنٍ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভীরুগণ থাকবে ছায়া ও ঝর্ণা সমূহে' *(মুরসলাত ৭৭/৪১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 'উভয় উদ্যানে আছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ' *(আন-রহমান ৫৫/৫০)*। তিনি আরো বলেন, فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ 'উভয় বাগানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ' *(আন-রহমান ৫৫/৬৬)*।

ঝর্ণাসমূহের প্রকার

জান্নাতে বিভিন্ন স্বাদের পানীয় বিশিষ্ট এবং ভিন্ন নামের ঝর্ণা রয়েছে। যথা-

১. কর্পূর মিশ্রিত পানির ঝরণা :

জান্নাতের একটি ঝর্ণা কর্পুর মিশ্রিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا

---

১০৭. *ছিফাতুল জান্নাত ফিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৩২৯।*

–تَفْجِيْــرًا ‘নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কর্পূর। এমন একটি ঝরণা; যা হতে আল্লাহ্র বান্দারা পান করবে, তারা এ (ঝরণা ইচ্ছামত) প্রবাহিত করবে’ *(দাহর/ইনসান ৭৬/৫-৬)*।

২. কস্তুরী মিশ্রিত ‘তাসনীম’ নামক ঝর্ণা :

জান্নাতে একটি ঝর্ণা আছে, যার পানি সুগন্ধ কস্তুরী মিশ্রিত। এর নাম তাসনীম। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ، تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ، يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ، وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ–

‘পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/২২-২৮)*।

৩. আদার সুগন্ধ মিশ্রিত পানির সালসাবীল নামক ঝর্ণা :

জান্নাতে একটি ঝর্ণা আছে, যার পানি আদা মিশ্রিত। এর নাম ‘সালসাবীল’। জান্নাতবাসীকে এখান থেকে পান করতে দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً، عَيْنًا فِيْهَا تُــسَمَّى سَلْــسَبِيْلاً–

‘সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যার নাম সালসাবীল’ *(দাহর/ইনসান ৭৬/১৭-১৮)*।

সালসাবীল নামক ঝর্ণার বর্ণনায় হাদীছে এসেছে, জনৈক ইয়াহুদী বলল, এরপর তাদের পানীয় কি হবে? তিনি বললেন, مِنْ عَــيْنٍ فِيْهَــا تُــسَمَّى سَلْــسَبِيلاً. ‘সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি যার নাম ‘সালসাবীল’।[১০৮]

উল্লেখ্য, জান্নাতে ভিন্ন স্বাদের অবিমিশ্র ও স্বতন্ত্র নদী রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে স্বচ্ছ পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নদী *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। এসব ব্যবস্থা

---

১০৮. মুসলিম, হা/৩১৫, ‘কিতাবুল হায়েয’, ‘নারী পুরুষের বীর্যের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ।

জান্নাতবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও ভোগ-বিলাসের জন্য। আল্লাহ এসব বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষ এগুলো জেনে দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট না থেকে জান্নাতের এই অশেষ নে'আমত লাভে সচেষ্ট হয়।

জান্নাতের উদ্যানসমূহ

জান্নাতে ঘনপত্র পল্লবে আচ্ছাদিত সুশোভিত বৃক্ষসমৃদ্ধ উদ্যান থাকবে। এসব বাগানের বিবরণ পবিত্র কুরআনে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ 'অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা থাকবে উদ্যানে' *(রূম ৩০/১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

تَرَى الظَّالِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيْ رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ-

'তুমি যালিমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য; আর এটা আপতিত হবেই তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম উদ্যানে। তারা যা কিছু চাইবে তাদের প্রতিপালকের নিকটে তাই পাবে। এটাই তো মহা অনুগ্রহ' *(শূরা ৪২/২২)*।

আয়াতে উল্লিখিত الروضة শব্দ দ্বারা জান্নাতের বৃক্ষকানন বুঝানো হয়েছে। সেটা হচ্ছে সবুজ-শ্যামল স্থান। বিশেষভাবে এটা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, আরবদের নিকটে এটা প্রিয় ও পসন্দনীয় স্থান। সবুজ-শ্যামল স্থানের চেয়ে তাদের কাছে অন্য কোন জায়গা মনোমুগ্ধকর নয়।[১০৯]

আয়াতের অর্থ হচ্ছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করেছে; আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী আমল করেছে, তারা থাকবে বিভিন্ন বৃক্ষরাজির, সুশোভিত ফুল, মনোহারী ফল, আকর্ষণীয় দৃশ্যাবলীর মাঝে সানন্দে। সেখানে তারা মনকাড়া জিনিস শ্রবণ করে, চক্ষুশীলতল করা দৃশ্য দেখে, সুগন্ধে মোহিত হয়ে ও নে'আমতে নিমজ্জিত হয়ে উল্লাসিত থাকবে।[১১০]

---

১০৯. যাদুল মুইয়াসসার ৬/২৯২।
১১০. জামেউল বয়ান ১১/২১, ২৭।

হাদীছে জান্নাতের বাগান সম্পর্কে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত অথবা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِىْ عَلَى حَوْضِى 'আমার গৃহ ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের উদ্যান সমূহের একটি উদ্যান এবং আমার মিম্বর আমার হাউজের উপরে অবস্থিত'।[১১১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ আল-মাযেনী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ 'আমার গৃহ ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের উদ্যান সমূহের একটি উদ্যান'।[১১২]

জান্নাতের বৃক্ষরাজি

জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুশোভিত অসংখ্য বৃক্ষরাজি রয়েছে। আছে আঙ্গুর, খেজুর, ডালিম, কুল, কদলীসহ বিভিন্ন ফল গাছ। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا 'মুত্তাক্বীদের জন্য আছে সাফল্য। উদ্যান ও দ্রাক্ষা (আঙ্গুর ফল)' *(নাবা ৭৮/৩১-৩২)*। তিনি আরো বলেন,

وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ، فِي سِدْرٍ مَخْضُوْدٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُوْدٍ، وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ، وَمَاءٍ مَسْكُوْبٍ، وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ-

'আর ডানদিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টক হীন কুলবৃক্ষ, কাঁদিভরা কদলী বৃক্ষ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/২৭-৩২)*।

জান্নাতের বৃক্ষরাজি চিরস্থায়ী এবং সদা ফলবান থাকবে। দুনিয়ার বৃক্ষের ন্যায় মাঝে-মধ্যে ও কেবল মৌসুমে ফল দেবে এমন নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا-

'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপ, তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী' *(রা'দ ১৩/৩৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ، لاَ مَقْطُوْعَةٍ وَلاَ مَمْنُوْعَةٍ 'আর প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৩২-৩৩)*।

---

১১১. *বুখারী, হা/১১৯৬ 'ছালাত' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৩৯১ 'কিতাবুল হজ্জ'; মিশকাত হা/৬৯৪।*
১১২. *বুখারী, হা/১১৯৫ 'ছালাত' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৩৯০ 'কিতাবুল হজ্জ'।*

জান্নাতের বৃক্ষরাজি শাখা-প্রশাখা ও ঘন পত্রপল্লব বিশিষ্ট সুউচ্চ ও বর্ধিষ্ণু। আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَـــا أَفْنَـــانٍ 'আর যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬-৪৮)*।

এ বৃক্ষরাজি অতি সবুজ-শ্যামলিমাময়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُـــدْهَامَّتَانِ 'এ উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি' *(আর-রহমান ৫৫/৬২-৬৪)*।

জান্নাতের কতিপয় বৃক্ষের বিবরণ

জান্নাতের কিছু বৃক্ষের বিবরণ হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে। যা মানুষকে আশ্চর্য ও অভিভূত করবে। এসব বৃক্ষের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল।-

১. ছায়াদার সুবিশাল বৃক্ষ :

জান্নাতে এমন এক সুবিশাল বৃক্ষ রয়েছে, যার বিস্তৃতি, পরিধি কেবল মহান স্রষ্টা আল্লাহই অবগত। হাদীছে এ বৃক্ষের বিশালত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ، مَا يَقْطَعُهَا

'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী উৎকৃষ্ট বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে একশ' বছর চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না'।[১১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ، وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ (وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ).

'নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত বছর চলবে। তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার وَظِلٍّ مَمْـــدُوْدٍ 'সম্প্রসারিত ছায়া' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৩০)*।[১১৪]

---

১১৩. বুখারী, হা/৬৫৫৩ 'কিতাবুর রিকাক'; মুসলিম, 'কিতাবুল জান্নাত' হা/২৮২৮।
১১৪. বুখারী হা/৩২৫২ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৩৫; তিরমিযী হা/৩২৯২।

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا 'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী শতাব্দীব্যাপী চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না'।[১১৫]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে জান্নাতের ঐ বৃক্ষের বিশালতা সহজেই অনুমিত হয়। সেই সাথে একটি গাছের বিরাটত্বের বিষয়টি চিন্তা করলে জান্নাতের বিশালতার ধারণাও মানুষের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

২. সিদরাতুল মুন্তাহা :

জান্নাতে 'সিদরাতুল মুন্তাহা' নামে একটি গাছ রয়েছে। যার কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ গাছের নিকটেই জিবরীল (আঃ)-কে স্বীয় আকৃতি ও অবয়বে দেখেছিলেন। ঐ বৃক্ষটি জান্নাতুল মাওয়ার সন্নিকটে অবস্থিত। যাকে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জিনিস দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى-

'নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। প্রান্তবর্তী বদরীবৃক্ষের নিকটে, যার নিকটে অবস্থিত বাসোদ্যান (জান্নাতুল মাওয়া)। যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি' *(নাজম ৫৩/১৩-১৭)*। এ বৃক্ষ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

ثُمَّ رُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى،

'অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহা তথা প্রান্তসীমার কুল গাছের নিকটে নিয়ে যাওয়া হলো। যার ফল ছিল পাথরের কলসীর ন্যায়। আর এর পাতা হাতীর কানের ন্যায়। তিনি (জিবরীল) বললেন, এটা হচ্ছে সিদরাতুল মুন্তাহা বা প্রান্ত সীমার কুলবৃক্ষ'।[১১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

ثُمَّ انْطَلَقَ بِى حَتَّى انْتَهَى بِى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِى مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

---

১১৫. মুসলিম হা/২৮২৬, ২৮২৭, 'কিতাবুল জান্নাত'; মিশকাত হা/৫৬১৫।

১১৬. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৭৩; আহমাদ, তিরমিযী, ছহীহ জামেউছ ছগীর হা/২৮৬১।

'অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তা বিভিন্ন রং আচ্ছাদিত করে রেখেছে, আমি জানি না সেটা কি রং। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। আমি সেখানে দেখলাম বড় মণিমুক্তা। আর তার মাটি হচ্ছে মিশক আম্বর'।[১১৭]

৩. তূবা বৃক্ষ :

তূবা একটি বিশাল বৃক্ষ, যা থেকে জান্নাতবাসীর বস্ত্র তৈরী হবে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طُوْبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيْرَةَ مِائَةَ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا 'তূবা জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার বিস্তৃতি একশত বছরের অতিক্রম্য জায়গা জুড়ে। এর মোচা থেকে জান্নাতবাসীর বস্ত্র তৈরী হবে'।[১১৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতবাসীর বস্ত্রাদি ঐ গাছের ফল থেকে তৈরী হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, আমাদেরকে বলুন, জান্নাতবাসীর বস্ত্রাদি কোন জিনিস থেকে তৈরী হবে বা কি দ্বারা বোনা হবে? তখন কেউ কেউ হেসে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা হাসছ কেন? অজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধোমুখী হলেন। এরপর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে লোকটি বলল, এই যে, আমি হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, না, বরং তা জান্নাতের ফল থেকে বের হবে। তিনি একথা তিনবার বললেন।[১১৯]

জান্নাতের বৃক্ষের কাণ্ড :

জান্নাতের বৃক্ষের কাণ্ড হবে স্বর্ণের। এ দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় জান্নাত কত মনোমুগ্ধকর ও সৌন্দর্য মণ্ডিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ 'জান্নাতে যে গাছই থাকবে তার কাণ্ড হবে স্বর্ণের'।[১২০]

জান্নাতের বৃক্ষ বৃদ্ধির উপায়

জান্নাতের বৃক্ষ বৃদ্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ- 'যে ব্যক্তি 'সুবহা-নাল্লাহিল আযীম ওয়া

---

১১৭. বুখারী হা/৩৪৯; মুসলিম, হা/১৬৩; মিশকাত হা/৫৮৬৪।
১১৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮৫; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৮।
১১৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮৫, সনদ হাসান।
১২০. তিরমিযী হা/২৫২৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৩২, সনদ হাসান।

বিহামদিহি' পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়'।[১২১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিরাজের রাত্রিতে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটে পৌঁছেন, উম্মতের জন্য জান্নাতে বৃক্ষ বৃদ্ধির উপায় বলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّى السَّلاَمَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

'মিরাজের রাত্রে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতকে আমার সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দেবে যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি সুমিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমভূমি। আর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার হলো তার রোপিত বৃক্ষ'।[১২২] সুতরাং জান্নাতে বৃক্ষ বৃদ্ধি করতে চাইলে উপরোক্ত তাসবীহ বেশী বেশী পড়তে হবে।

জান্নাতের দরজাসমূহ

জান্নাতে বিভিন্ন দরজা রয়েছে। এসব দরজা দিয়ে মুমিনগণ ও ফিরিশতাগণ প্রবেশ করবেন। মুমিনের বিভিন্ন আমলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরজা নির্ধারিত আছে। জান্নাতের দরজা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ 'চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য' *(ছোয়াদ ৩৮/৫০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

'চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশতাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (তারা বলবে,) 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না উত্তম এই পরিণাম' *(রা'দ ১৩/২৩-২৪)*।

---

১২১. *তিরমিযী হা/৩৪৬৫; মিশকাত হা/২৩০৪, সনদ ছহীহ।*

১২২. *তিরমিযী হা/৩৪৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫১৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫।*

মুমিনগণ যখন জান্নাতের কাছে পৌঁছবে, তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ-

‘যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর’ *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

জান্নাতের দরজা সম্পর্কে হাদীছে অনেক বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُوْلُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُوْلُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ.

‘আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার নিকটে আসব। আমি দরজা খুলতে বলব, তখন জান্নাতের দ্বাররক্ষক বলবেন, তুমি কে? আমি তখন বলব, মুহাম্মাদ! তখন সে বলবে, তোমার ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তোমার পূর্বে অন্য কারো জন্য খুলতে নিষেধ করা হয়েছে’।[১২৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

‘যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়’।[১২৪]

জান্নাতের দরজার কড়া বা আংটা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ. ‘কিয়ামতের দিন আমি নবীদের মধ্যে সর্বাধিক অনুসারীদের অধিকারী হব। আর আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি

১২৩. *মুসলিম ‘কিতাবুল ঈমান’ হা/১৯৭।*
১২৪. *বুখারী হা/৩২৭৭; মুসলিম হা/১০৭৯।*

যে, জান্নাতের দরজার কড়া নাড়াবে'।[১২৫] অন্য বর্ণনায় শাফা'আত সম্পর্কিত হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখছি, তিনি বললেন, فَآخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا 'আমি জান্নাতের কড়া ধরব ও নাড়াতে থাকব'।[১২৬]

জান্নাতের দরজা সংখ্যা

বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতে ৮টি দরজা রয়েছে। বান্দার বিভিন্ন আমলের দ্বারা তারা সংশিষ্ট দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরজা সমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহ্র বান্দা! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)। আর যে ছালাত আদায়কারীদের দলভুক্ত হবে, তাকে ছালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে ছিয়াম পালনকারীদের দলভুক্ত হবে, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। আর যে দানশীলদের দলভুক্ত, তাকে ছাদাক্বা দানের দরজা থেকে ডাকা হবে। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে তার ঐসকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু কাউকে কি উক্ত সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত'।[১২৭]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

---

১২৫. মুসলিম, 'কিতাবুল ঈমান' হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪২।

১২৬. তিরমিযী, হা/৩১৪৮ 'কিতাবুত তাফসীর'; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৮, হাদীছ ছহীহ।

১২৭. বুখারী, হা/১৮৯৭ 'কিতাবুছ ছাওম' হা/১০২৭ 'ছায়েমদের জন্য রাইয়ান' অনুচ্ছেদ; মুসলিম 'কিতাবুয যাকাত'।

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরিপূর্ণরূপে ওযূ করে এই দো'আ বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে'।[১২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. 'তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। তার যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে'।[১২৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ.

'যে ব্যক্তি বলবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই; মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল; ঈসা আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর দাসীর পুত্র এবং আল্লাহ্র কালিমা যা তিনি মারিয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন, আর সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রূহ। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তাকে জান্নাতের ৮টি দরজার যে কোনটি দিয়ে চান প্রবেশ করাবেন'।[১৩০]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ.

---

১২৮. মুসলিম, হা/২৩৪ 'কিতাবুত তাহারাত'; নাসাঈ, 'কিতাবুত তাহারাত'; মিশকাত হা/২৮৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৯।

১২৯. তিরমিযী হা/৫৫ 'কিতাবুত তাহারাত'; ইবনু মাজাহ হা/৪৭০; ছহীহ আবু দাঊদ হা/১৬২।

১৩০. মুসলিম, 'কিতাবুল ঈমান' হা/২৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২০।

‘যে কোন মুসলিম ব্যক্তির তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা যাবে, সে জান্নাতের ৮টি দরজার যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে’।[১৩১]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, কুররাহ আল-মুযানী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোথাও বসতেন, তখন তাঁর পার্শ্বে ছাহাবীদের একটি দলও বসত। তাদের মধ্যে এক লোকের একটি ছোট ছেলে ছিল। ছেলেটি তার পিছন দিয়ে এসে সামনে বসত। অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। লোকটি তখন ঐ বৈঠকে আসা বন্ধ করে দিল ছেলেটির কথা স্মরণ করে। তার জন্য সে চিন্তিত হলো। এরপর নবী করীম (ছাঃ) তাকে না দেখে বললেন, অমুক লোককে দেখছি না কেন? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তার যে ছোট ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন, সে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا فُلاَنُ أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمْرَكَ أَوْ لاَ تَأْتِى غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ. قَالَ يَانَبِىَّ اللهِ بَلْ يَسْبِقُنِى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِى لَهُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ. قَالَ فَذَاكَ لَكَ.

‘হে অমুক! তোমার নিকটে কোনটি অধিক পসন্দনীয় তুমি তার দ্বারা জীবদ্দশায় উপকৃত হবে নাকি, আগামীকাল (পরকালে) জান্নাতের কোন এক দরজার কাছে আসবে সেখানেই তাকে পাবে, যে তোমার অগ্রগামী, সে তোমার জন্য দরজা খুলে দেবে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! সে আমার পূর্বেই জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে এবং আমার জন্য দরজা খুলে দেবে? সেটাই আমার নিকটে অধিকতর পসন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহলে সেটা তোমার জন্য’।[১৩২]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ فَمَاتُوْا قَبْلَ أَنْ يَّبْلُغُوا الْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَّمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا

---

১৩১. *ইবনু মাজাহ হা/১৬০৪, ‘কিতাবুল জানায়েয’; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৫০; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯৯৩।*

১৩২. *নাসাঈ, ‘কিতাবুল জানাইয’ হা/২০৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪১৬।*

مِّنْهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ-

‘যার তিনটি সন্তান ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করবে এবং যুবক হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার আল্লাহ্‌র পথে একটি লোম পেকে সাদা হবে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ লোমটি তার জন্য আলো হয়ে যাবে। যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে ঐ তীর লক্ষ্যস্থলে লাগুক বা না লাগুক সে একটি দাস মুক্ত করার নেকী লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি মুমিনা দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ ঐ দাসীর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে দু’জোড়া দান করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দিবেন। যে দরজা দিয়ে সে খুশী প্রবেশ করবে’।[১৩৩]

ছিয়াম পালনকারীদের জন্য নির্ধারিত দরজা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

‘জান্নাতের এমন একটি দরজা আছে, যাকে রাইয়্যান বলা হয়। সে দরজা দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, ছাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করলে দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন সে দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’।[১৩৪]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ- ‘জান্নাতে আটটি দরজা আছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়্যান। ছায়েম ব্যতীত সে দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’।[১৩৫]

---

১৩৩. আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০০২।
১৩৪. বুখারী, হা/১৮৯৬ ‘কিতাবু ছাওম’; মুসলিম, হা/১১৫২, ঐ, ‘ছাওমের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।
১৩৫. বুখারী, হা/৩২৫৭ ‘সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায়, ‘জান্নাতের দরজার বিবরণ’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৯৫৭।

জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা

জান্নাতের দরজার প্রশস্ততাও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আবার বিনা হিসাবে যারা জান্নাতে যাবে, তারা জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। এ বিষয়টিও হাদীছে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন শাফা‘আত সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আরশের নীচে সিজদারত থাকবেন তখন আল্লাহ বলবেন,

يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى، فَأَقُولُ أُمَّتِى يَا رَبِّ، أُمَّتِى يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

‘হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও, চাও দেওয়া হবে; সুপারিশ কর কবুল করা হবে’। (রাসূল বলেন,) আমি তখন মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত! হে রব! আমার উম্মাত! তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এ দরজা ব্যতীত তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের সাথে শরীক হতে পারবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হিমইয়ারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুছরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান’।[১৩৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উতবাহ ইবনু গাযওয়ান (রাঃ) বলেন,

وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ-

‘আমাদের নিকটে উল্লেখ করা হলো যে, জান্নাতের দুই পাল্লার মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে চল্লিশ বছরের পথের সমান। সেখানে এমন একদিন আসবে যে, তা ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে’।[১৩৭]

---

১৩৬. *আহমাদ, বুখারী, হা/৪৭১২ ‘তাফসীর’ অধ্যায়, ‘সূরা বানী ইসরাঈল’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হা/১৯৪ ‘কিতাবুল ঈমান’।*

১৩৭. *আহমাদ, মুসলিম, হা/২৯৬৭ ‘কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক’; মিশকাত হা/৫৬২৯।*

জান্নাতের রক্ষক বা দ্বাররক্ষী

জান্নাতের বিভিন্ন দরজায় রক্ষীরা থাকবে। দ্বাররক্ষীকে খাযেন বলা হয়। কুরআন ও হাদীছে জান্নাতের রক্ষকদের বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ 'আর জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য' *(যুমার ৩৯/৭৩)*। রক্ষীদের সম্পর্কে হাদীছে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُوْلُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُوْلُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ.

'আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার নিকটে আসব। আমি দরজা খুলতে বলব, তখন জান্নাতের দ্বাররক্ষক বলবেন, আপনি কে? আমি তখন বলব, মুহাম্মাদ! তখন সে বলবে, আপনার ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য খুলতে নিষেধ করা হয়েছে'।[১৩৮]

অন্যত্র এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জোড়া বস্তু দান করবে, জান্নাতের রক্ষীরা তাকে আহ্বান জানাবে; প্রত্যেক দরজার রক্ষী ডেকে বলবে, হে অমুক! এখানে আস। আবু বকর (রাঃ) বলবেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এই ব্যক্তি তো তাহলে ধ্বংস হবে না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৩৯]

এ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় জান্নাতের রক্ষীরা জান্নাতবাসীদের অভিবাদন জানাবে; তাদের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি এবং কষ্ট-ক্লেশ ও অপসন্দনীয় জিনিস হতে নিরাপদ থাকার সুসংবাদ দেবে। এছাড়া তারা জান্নাতবাসীদেরকে অবিনশ্বরতা ও অফুরন্ত নে'আমতের সুখবর দিবে।

জান্নাতের জ্যোতি

জান্নাতে থাকবে নির্মল ও নিরবচ্ছিন্ন আলো। সেখানে চন্দ্র-সূর্য নেই, রাত-দিন নেই। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيْهَا وَلاَ تَضْحَى

---

১৩৮. মুসলিম 'কিতাবুল ঈমান' হা/১৯৭।

১৩৯. বুখারী, হা/১৮৯৭ 'কিতাবুছ ছাওম' হা/১০২৭ 'ছায়েমদের জন্য রাইয়ান' অনুচ্ছেদ; মুসলিম 'কিতাবুয যাকাত'; নাসাঈ, 'কিতাবুল জিহাদ' ।

'সেখানে তুমি পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না' *(ত্ব-হা ২০/১১৯)*।

তিনি আরো বলেন, مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيْرًا 'সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, তারা সেখানে রৌদ্রতাপ অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না' *(দাহর ৭৬/১৩)*।

প্রয়োজনে হয়তো দরজা বা পর্দা লাগিয়ে অন্ধকার করা হবে। অবশ্য বিশেষ জ্যোতি দ্বারা সকাল-সন্ধ্যা চেনার অন্য ব্যবস্থা থাকবে'।[১৪০]

জান্নাতের সুগন্ধি

জান্নাত সৌরভমুখর স্থান। তার সুবাস-সুগন্ধ কেবল ভিতরেই নয়, বরং তার বাইরে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই প্রকার জাহান্নামী লোক আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে)। (১) এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (২) এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতে সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে।[১৪১]

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ 'যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে'।[১৪২] এক বর্ণনায় আছে, ৭০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।[১৪৩]

---

১৪০. ইবনে কাছীর ৪/৪৭১, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩১২।
১৪১. মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯৯।
১৪২. আহমাদ ২/১৭১; ইবনে মাজাহ হা/২৬১১; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৮৮।
১৪৩. তিরমিযী হা/১৪০৩; ইবনু মাজাহ হা/২৬৮৭; ছহীহ তারগীব হা/১৯৮৮।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا 'যে ব্যক্তি কোন সন্ধি অথবা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) মানুষকে হত্যা করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে'।[১৪৪] এক বর্ণনায় ৭০ ও ১০০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থানের কথা আছে।[১৪৫]

জান্নাতের শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি :

জান্নাতে নানা ধরনের সুগন্ধি থাকবে। কস্তুরী, জাফরান, কর্পূর প্রভৃতি। সুগন্ধি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ 'সুতরাং যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়, তাহলে (তার জন্য রয়েছে) আরাম, সুগন্ধি ও সুখময় জান্নাত' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৮৮-৮৯)*।

সুগন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَيِّدُ رَيْحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ 'জান্নাতবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হচ্ছে মেহেদী'।[১৪৬]

জান্নাতের বাজার

জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। সপ্তাহের শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই বাজারে সমবেত হলে জান্নাতীদের বিলাস ব্যাসন, শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এ সম্পর্কে হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمْعَةٍ تَهُبُّ رِيْحُ الشِّمَالِ فَتَحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُوْنَ اِلَى اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً.

'জান্নাতে একটি বাজার আছে। প্রত্যেক জুম'আর দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সে বাতাস তাদের মুখে ও পোশাকে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে। ফলে তাদের রূপ আরও বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তারা যখন বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য নিয়ে তাদের স্ত্রীদের কাছে যাবে তখন স্ত্রীগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আপনারা তো আমাদের

---

১৪৪. আহমাদ, বুখারী হা৩১৬৬; নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৬৪৫৭।
১৪৫. ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৪৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৫৬।
১৪৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২০; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৭৭।

অবর্তমানে সুগন্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছেন। এর উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে’।[১৪৭]

জান্নাতের পশু-পাখি

জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি থাকবে। যেমন জান্নাতবাসীকে আল্লাহ পাখির গোশত আহার করাবেন বলে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّـــا يَـــشْتَهُونَ ‘আর তাদের পসন্দমত পাখির গোশত’ *(ওয়াকি‘আহ ৫৬/২১)*। এছাড়া হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে যে, হাউজ কাওছারের নিকটে এমন পাখি আছে যাদের গর্দান উটের মত দীর্ঘ।

জান্নাতের পাখির বর্ণনায় হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ كَأَمْثَالِ الْبُخْتِ تَرْعَى فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَطَيْرٌ نَاعِمَةٌ فَقَالَ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا قَالَهَا ثَلَاثًا

‘নিশ্চয়ই জান্নাতের পাখি হবে উটের ন্যায়, যা জান্নাতের গাছে চরে বেড়াবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই এ পাখি নে‘আমত। তিনি বললেন, আমি জান্নাতে এ বড় নে‘আমত থেকে আহার করব। এ কথা তিনি তিনবার বললেন’।[১৪৮] অন্যত্র এসেছে,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ يَعْنِى فِى الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيْهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ. قَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا.

রাসূল (ছাঃ)-কে কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তা একটি ঝর্ণা, যা আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে আমাকে প্রদান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। এতে অনেক পাখি রয়েছে, যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের ন্যায় উঁচু। ওমর (রাঃ) বলেন, তাহলে তো এগুলো নিশ্চয়ই নে‘আমত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি এর চেয়েও উত্তম নে‘আমত হতে আহার করব’।[১৪৯]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে লাগামযুক্ত একটি উটনী নিয়ে আসল এবং বলল, এটি আল্লাহর

---

১৪৭. মুসলিম হা/২৮৩৩; মিশকাত হা/৫৬১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৭।

১৪৮. আহমাদ, আত-তারীগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫১৪।

১৪৯. তিরমিযী হা/২৫৪২, ‘জান্নাতের বিবরণ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৬৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫১৪।

পথে দান করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَكَ بِهَا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَــا مَخْطُومَــةٌ. ‘কিয়ামতের দিনে তোমার জন্য এর বিনিময়ে সাতশ’টি উটনী হবে। যার প্রত্যেকটি লাগামযুক্ত হবে’।[১৫০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلُّوْا فِىْ مَرَاحِ الْغَنَمِ وَامْسَحُوْا رِغَامَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّــةِ ‘ছাগল-ভেড়ার খামারে ছালাত পড় এবং তার পোঁটা মুছে (যত্ন কর)। কারণ তা জান্নাতের অন্যতম পশু’।[১৫১]

জান্নাতের মাটি

জান্নাতের মাটি বিভিন্ন ধরনের। কোথাও মৃগনাভীর ন্যায় সুরভিত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِــسْكُ ‘তার মাটি হচ্ছে মিশক আম্বর’।[১৫২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَــالِصٌ ‘ধবধবে সাদা মিহি আটা, খাটি মিশক আম্বর’।[১৫৩] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, وَتُرْبَتُهَــا الزَّعْفَرَانُ ‘আর তার মাটি হচ্ছে জাফরান’।[১৫৪]

জান্নাতে চাষাবাদ

জান্নাতে মানুষ যা করতে চাইবে তা করার সুযোগ পাবে। যেমন কোন ব্যক্তি সেখানে কৃষিকাজ করতে চাইবে, আল্লাহ তাকে তা করার সুযোগ দিবেন। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথা বলছিলেন, এসময় একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন,

اَنّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنّةِ اِسْتَاْذَنَ رَبّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَال لَهُ اَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلكِنّىْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفُ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَائُهُ وَاسْتَحْصَادُهُ فَكَانَ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى دُوْنَكَ يَا اِبْنَ اٰدَمَ فَاِنّهُ لَايُشْبِعُكَ شَيْئٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ وَاللهِ لَاتَجِدُهُ اَلَّاقَرْشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ وَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ–

---

১৫০. *মুসলিম হা/১৮৯২; মিশকাত হা/৩৭৯৯।*
১৫১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১২৮; ছহীহুল জামে‘ হা/১৩৮৫।*
১৫২. *বুখারী হা/৩৪৯,৩৩৪২; মুসলিম হা/১৬৩; মিশকাত হা/৫৮৬৪।*
১৫৩. *মুসলিম হা/২৯২৮; মিশকাত হা/৫৪৯৬।*
১৫৪. *আহমাদ; দারেমী, ছহীহুল জামে’ হা/৩১১৬।*

‘জান্নাতবাসীর একজন জান্নাতে কৃষি কাজ করার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার যা কিছুর প্রয়োজন তা কি তোমার কাছে নেই? সে বলবে, হ্যাঁ আছে। তবে আমি কৃষি কাজ ভালবাসি। অতঃপর সে বীজ বপন করবে এবং মহূর্তের মধ্যে তা অংকুরিত হবে, ফসল পাকবে এবং ফসল কাটা হবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আদম সন্তান! এসব ফসল নিয়ে যাও কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছঃ)! আল্লাহ্র কসম! দেখবেন সে হয়তো কোন কোরাইশী অথবা আনছার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই কৃষি কাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষি কাজ করি না। তার কথা শুনে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন।[১৫৫]

---

১৫৫. বুখারী হা/২৩৪৮, ৭৫১৯; মিশকাত হা/৫৬৫৩।

লেখকের বই সমূহ

১. গোঁড়ামি ও চরমপন্থা : প্রেক্ষিত ইসলাম।
২. জিহাদ ও জঙ্গিবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।
৩. ধর্মে বাড়াবাড়ি।
৪. মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।
৫. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য।
৬. কবরের আযাব।
৭. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি।
৮. জান্নাতের অফুরন্ত নে‘আমত।
৯. উম্মাহাতুল মুমিনীন।
১০. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার।
১১. ছালাতে প্রচলিত কতিপয় ভুল (প্রকাশিতব্য)
১২. বিদ‘আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় (প্রকাশিতব্য)।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নে‘আমত ও জীবিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ : নে‘আমতসমূহ

জান্নাত অশেষ ও সীমাহীন নে‘আমতের স্থান। এখানে বিভিন্ন ধরনের অশেষ নে‘আমত থাকবে। জান্নাত যেমন চিরস্থায়ী, নে‘আমতও তেমনি চিরস্থায়ী। এসব নে‘আমতের মধ্যে স্তর ও মর্যাদায় ভিন্নতা ও উঁচু-নীচু রয়েছে। এ নে‘আমতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় নিম্নে আলোচিত হলো।-

জান্নাতে আল্লাহর দর্শন লাভ

জান্নাতের নে‘আমত সমূহের মধ্যে আল্লাহ্র দর্শন লাভ হবে সবচেয়ে বড় ও চূড়ান্ত নে‘আমত। এটা অতি বড় সৌভাগ্যের বিষয় হবে। কেবল যথার্থ হকদাররাই এ নে‘আমত লাভে ধন্য হবে। বান্দারা জান্নাতে যখন আল্লাহকে দেখবে, তখন জান্নাতের অন্যান্য সব নে‘আমতের কথা ভুলে যাবে। কেননা আল্লাহ এমন এক সত্তা, যাকে মানুষ কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে পারবে না। মানুষের অন্তর যা কল্পনা করতে পারে না, বিবেক যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় না। তিনি এমন এক সত্তা, যাকে দেখে মানুষ অভিভূত হয়ে যাবে, বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে; রসনা তাঁর গুণ বর্ণনায় অক্ষম হয়ে যাবে। তিনি অনন্য ও অতুলনীয় সত্তা। সৃষ্টির সাথে তুলনার বহু উর্ধ্বে; তাঁর সাথে তুলনীয় কোন জিনিস নেই, এমন কেউ নেই যাকে তাঁর শরীক ভাবা যায়, তাঁর বিশালত্বের সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। পৃথিবী সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবাই তাঁর নিকট অবনত, তাঁর করুণা ও নে‘আমত প্রত্যাশী। তাই আল্লাহর দর্শন লাভ চূড়ান্ত সম্মান-মর্যাদা ও শীর্ষস্তর। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীনসহ সকল মুমিন আল্লাহ্র দর্শন কামনা করেন।

জান্নাতে বান্দারা আল্লাহকে দেখবে, এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, وُجُوْهٌ يَوْمَئِـــذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ‘সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ *(কিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। পক্ষান্তরে কাফির-মুশরিকরা এই নে‘আমত ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ ‘না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তর্হিত থাকবে’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৫)*। অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের দর্শন হতে বঞ্চিত হবে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

‘সেদিন কিছু মানুষের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মানুষের চেহারা কালো বিবর্ণ হবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নে‘আমত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? তাহলে এখন নে‘আমত অস্বীকার করার বিনিময় স্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্র রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এ অবস্থায় থাকবে’ *(আলে ইমরান ৩/১০৬-১০৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ-

‘সেদিন কিছু মানুষের চেহারা ঝকমক করতে থাকবে হাসিখুশী ও আনন্দে উজ্জ্বল হবে। আবার কিছু মানুষের মুখ হবে ধূলি-মলিন বিবর্ণ, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। এরা হলো কাফির ও পাপী লোক’ *(আবাসা ৮০/৩৮-৪২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، ‘সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে। তারা নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট হবে। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে’ *(গাশিয়াহ ৮৮/৮-১০)*।

আল্লাহ্র দর্শনকে হাদীছে সর্ববৃহৎ নে‘আমত বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُوْلُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوْا يَا رَبِّ وَأَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

‘আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সামনে হাযির। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে। তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, হে প্রভু! আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা সন্তুষ্ট হব না? অথচ তুমি আমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছ,

যা তোমার সৃষ্টির অন্য কাউকে দাওনি? আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দেব। তারা বলবে, হে প্রভু! কোন জিনিস এ থেকে উত্তম? তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের প্রতি আমার সন্তোষ অবধারিত হয়ে গেল, এর পরে তোমাদের প্রতি আর কখনও অসন্তুষ্ট হব না'।[১৫৬]

জান্নাতে আল্লাহ্র চেহারা দর্শন হবে সবচেয়ে বড় নে'আমত। ইবনুল আছীর বলেন, رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة– 'আল্লাহ্র দর্শন পরকালের নে'আমতের মধ্যে সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত এবং আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোচ্চ মর্যাদা।[১৫৭] এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ.

'জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন মহান আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেই? তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করাওনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি? অতঃপর আল্লাহ পর্দা সরিয়ে দেবেন। সুতরাং জান্নাতে প্রাপ্ত সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ্র দর্শনই হবে তাদের নিকটে সর্বাধিক প্রিয়'।[১৫৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا وَفِي رِوَايَةٍ: طُولُهَا سِتُّونَ مِيْلا فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِم المؤمنُ وجنَّتانِ من فضةٍ آنيتهما ما فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ على وَجْهِهِ فِيْ جنَّة عدْنٍ–

'নিশ্চয়ই জান্নাতে মুমিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক প্রান্তে থাকবে মুমিনদের স্ত্রী। তারা একে অপরকে দেখতে পাবে না। মুমিনরা তাদের কাছে গমন করবে (সহবাস করবে)। সেখানে দু'টি জান্নাত আছে যার পাত্র সমূহ ও অভ্যন্তরের জিনিস রৌপ্যের। আর দু'টি

---

১৫৬. বুখারী হা/৬৫৪৯; মুসলিম হা/২৮২৯; মিশকাত হা/৫৬২৬।
১৫৭. জামেউল উছূল, ১০/৫৫৭।
১৫৮. মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬।

জান্নাত আছে যার পাত্র সমূহ ও অভ্যন্তরের সব জিনিস স্বর্ণের। চিরস্থায়ী জান্নাতে জান্নাতীরা তাদের প্রভুকে দেখবে। কিন্তু তাদের মাঝে ও রবের মাঝে কেবল তাঁর মুখে অহংকারে চাদর থাকবে’।[১৫৯]

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী কারীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوْا.

‘তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ এটিকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। অতএব তোমরা সক্ষম হলে সূর্য উঠার আগের ছালাত ও সূর্য ডোবার পরের ছালাত (যথাযথভাবে) আদায় করতে তোমরা যেন পরাজিত না হও। তাহলে তাই কর’।[১৬০]

তিনি আরো বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا. ‘অবশ্যই তোমরা তোমাদের রবকে দিব্যচক্ষে দেখতে পাবে।[১৬১] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ. ‘শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবকে ক্বিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদটিকে তোমরা দেখছ এবং একে দেখতে তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে না’।[১৬২] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا قَالُوْا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالُوْا بَلَى قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ.

‘যখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে, তখন একজন আহ্বায়ক বলবে, হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য আল্লাহ্র একটি ওয়াদা রয়েছে, আল্লাহ তোমাদের সাথে সে ওয়াদা পূর্ণ করবেন। তারা বলবে, কি সে ওয়াদা? আল্লাহ কি আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করে দেননি? আল্লাহ কি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেননি? আমাদের কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আমাদেরকে কি জাহান্নাম থেকে দূরে রাখেননি?

---

১৫৯. *বুখারী, মুসলিম হা/২৮৩৮; মিশকাত হা/৫৬১৬।*
১৬০. *বুখারী হা/৭৪৩৪।*
১৬১. *বুখারী হা/৭৪৩৫।*
১৬২. *বুখারী হা/৭৪৩৬।*

তারপর তাদের জন্য পর্দা সরানো হবে, তখন তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহ্র দর্শন হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় চক্ষু শীতলকারী'।[১৬৩]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ أَنَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوْا يَا رَبِّ وَأَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতীদের বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! হাযির, আমরা আপনার খিদমতে হাযির। এরপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছ? তারা বলবে, কেন খুশি হব না? আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন, যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেই দান করেননি। তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম সে কোন বস্তু? আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করে দিলাম। অতঃপর আমি আর কখনো তোমাদের উপর নাখোশ হব না'।[১৬৪]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি চাও, আমি তোমাদের নে'আমত বেশী করে দেই? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের যা দিয়েছেন এর চেয়ে বেশী নে'আমত আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমার সন্তুষ্টি এর চেয়ে বড়'।[১৬৫] নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَتَجلَّى لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَضْحَكُ. 'আল্লাহ মুমিনদের জন্য হাসিমুখে প্রকাশ হবেন'।[১৬৬]

আল্লাহ্র দর্শনটাই হচ্ছে, অতিরিক্ত ও অধিক, যার ওয়াদা করেছেন মহান আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 'এখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমাদের নিকটে রয়েছে আরো অধিক *(ক্বাফ ৫০/৩৫)*।

---

১৬৩. *মুসলিম হা/১৮১; তিরমিযী হা/২৫৫২।*
১৬৪. *বুখারী হা/৬৫৪৯।*
১৬৫. *হাকিম, ইবনে কাছীর হা/৩৫৮৫।*
১৬৬. *মুসলিম হা/১৯১।*

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 'যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো অধিক' *(ইউনুস ১০/২৬)*। এখানে الْحُسْنَى (আল-হুসনা)-এর অর্থ জান্নাত এবং الزِيَـــادَةٌ (আয-যিয়াদাহ)-এর অর্থ আল্লাহ্র দর্শন।[১৬৭]

জান্নাতবাসীদের পাত্রসমূহ

জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের পাত্র থাকবে। যাতে জান্নাতবাসীরা পানাহার করবে। মূল্যবান ধাতু নির্মিত এসব পাত্র থাকবে অসংখ্য, অগণিত। কুরআন ও হাদীছে এসব পাত্রের বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا 'আর তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে' *(দাহর/ইনসান ৭৬/১৫)*।

পবিত্র কুরআনে এসব পাত্রের বিভিন্ন ধরন উল্লেখ করা হয়েছে। এ পাত্রগুলো তিন ধরনের। যথা-

১. الــصحاف (থালা বা বাসন) : জান্নাতবাসীদের জন্য সেখানে থালা থাকবে। আল্লাহ বলেন, يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ 'আর স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে' *(যুকরুফ ৪৩/৭১)*।

২. الاكــواب (পেয়ালা) : জান্নাতীদের জন্য পেয়ালা সমূহ থাকবে, তাদের আপ্যায়নের জন্য। আল্লাহ বলেন, يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّــدُوْنَ، بِــأَكْوَابٍ وَأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِــنْ مَعِــيْنٍ 'তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা, পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ-নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/১৭-১৮)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا 'আর তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে' *(দাহর/ইনসান ৭৬/১৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَكْوَابٌ مَوْضُــوْعَةٌ 'আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র (পেয়ালা সমূহ)' *(গাশিয়াহ ৮৯/১৪)*। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবহমান ঝর্ণার তীরে প্রস্তুত থাকবে

---

১৬৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪/২৬৩, সূরা ইউনুস ২৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

Contents

পানপাত্র বা পেয়ালা। জান্নাতীরা যখনই ইচ্ছা করবে তখনই মদিরাপূর্ণ পেয়ালা প্রস্তুত পাবে।[১৬৮] এসব জান্নাতের গৃহে, তাঁবুতে ও প্রাসাদের সর্বত্র থাকবে।[১৬৯]

৩. الاباريق (জগ/কেটলী) : জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য পানীয় পূর্ণ জগ বা কেটলী থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ، بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِيْنٍ– 'আর তাদের চারপাশে ঘোরাফিরা করবে চির কিশোররা। পানপাত্র, কেটলি ও ঝর্ণার প্রবাহিত স্বচ্ছ সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/১৭-১৮)*।

পাত্রের ধাতু :

জান্নাতে যেসব পাত্র থাকবে সেগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।[১৭০] এসব পাত্র যে স্বর্ণ-রৌপ্যের হবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اَنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اَنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا. 'দু'টি জান্নাত হবে রূপার। তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সব কিছু হবে রূপার এবং অপর দু'টি জান্নাত হবে সোনার। তার পানপাত্র ও ভিতরে সব কিছু হবে স্বর্ণের'।[১৭১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الْاُلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ.

'তাদের ব্যবহারিক পাত্র সমূহ হবে সোনা-রূপার। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জ্বালানী হবে আগরের। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধিময়। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়। শারীরিক গঠন হবে তাদের পিতা আদম (আঃ)-এর মত, উচ্চতায় ষাট হাত লম্বা হবে'।[১৭২]

অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الآخِرَةِ 'তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান কর না এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান কর না; স্বর্ণ-

১৬৮. *জামেউল বয়ান ১৫/৩০/১৬৪।*
১৬৯. *মা'আলিমুত তানযীল ৫/৩০/৫৬৩।*
১৭০. *যুখরুফ ৪৩/৭১; ওয়াকি'আহ ৫৬/১৭-১৮; দাহর ৭৬/১৫-১৬।*
১৭১. *বুখারী, হা/৪৮৮০; মিশকাত হা/৫৬১৬।*
১৭২. *বুখারী হা/৩৩২৭, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৮৩৪, ঐ; মিশকাত হা/৫৬১৯।*

রৌপ্যের থালাতে আহার কর না। কেননা এগুলো তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং আমাদের জন্য পরকালে’।[১৭৩]

জান্নাতবাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ

জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পাতলা, মসৃণ সুন্দর রঙের রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত হবে। অতুলনীয় এসব বস্ত্রের মূল্য পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা হবে। এসব অমূল্য নে‘আমতের বর্ণনা এসেছে কুরআনুল কারীমে। আল্লাহ বলেন, وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ‘তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র’ *(কাহফ ১৮/৩১)*। তিনি আরো বলেন, يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِيْنَ ‘তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখী হয়ে বসবে’ *(দুখান ৪৪/৫৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ‘আর তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের’ *(হজ্জ ২২/২৩; ফাতির ৩৫/৩৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ‘তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম’ *(দাহর/ইনসান ৭৬/২১)*।

জান্নাতীদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ বিভিন্ন হাদীছেও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ. ‘স্বর্ণ-রৌপ্য এবং সূক্ষ্ম-পুরো রেশমী বস্ত্র তাদের (কাফরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য পরকালে’।[১৭৪] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ ‘তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান কর না। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তা পরিধান করবে; পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না’।[১৭৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي مُصِيبَةٍ، كَسَاهُ اللهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بِهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُحْبَرُ بِهَا؟ قَالَ: يُغْبَطُ بِهَا-

‘যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাইয়ের বিপদে সান্ত্বনা দিবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন, যা দ্বারা সে গর্ব করবে। বলা হল,

---

১৭৩. *বুখারী, হা/৫৪২৬ মুসলিম, হা/২০৬৯ ‘পোশাক ও সাজসজ্জা’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৪২৭২।*
১৭৪. *বুখারী, হা/৫৮৩১ ‘পোশাক’ অধ্যায়।*
১৭৫. *মুসলিম, হা/২৯৬৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৪৬।*

হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! يُحبر কি? তিনি বললেন, يغــبط (গৌরব করবে)'।[১৭৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে মুমিন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা দিবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সম্মান-ইযযতের পোশাক পরিধান করাবেন'।[১৭৭]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. 'আর তার একটি ওড়না দুনিয়া ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু হতে উত্তম'।[১৭৮]

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি রেশমী বস্ত্র হাদিয়া দেওয়া হলো। তখন মানুষেরা তা নিয়ে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল এবং তারা এর সৌন্দর্য ও রঙ দেখে আশ্চর্য হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি এটা দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَـــا 'যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! নিশ্চয়ই জান্নাতে সা'দ-এর রুমালগুলো এর চেয়ে উত্তম'।[১৭৯]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটি পাতলা রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হয়, এর পার্শ্ব ছিল পুরু রেশমের। মানুষ তা দেখে আশ্চর্য হয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, وَالَّــذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَــذَا. 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে, তাঁর কসম! নিশ্চয়ই জান্নাতে সা'দের রুমালগুলো এর চেয়ে অতি উত্তম'।[১৮০]

---

১৭৬. আহকামুল জনায়িয, পৃঃ ১৬৩; ইরওয়া হা/৭৫৬।

১৭৭. ইবনু মাজাহ হা/১৬৬৯ 'জানায়েয' অধ্যায়, সনদ হাসান।

১৭৮. বুখারী হা/৬৫৬৮ 'কিতাবুর রিকাক', 'জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

১৭৯. বুখারী হা/৬৬৪০ 'কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর'; মুসলিম হা/২৪৬৮ 'কিতাবু ফাযাইলিছ ছাহাবা' 'সা'দ ইবনু মু'আয-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/৩৮৪৭ 'কিতাবুল মানাকিব'; ইবনু মাজাহ হা/১৫৭ 'মুকাদ্দামাহ', 'রাসূলের ছাহাবাগণের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

১৮০. বুখারী হা/২৬১৫ 'কিতাবুল হিবাহ', 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৪৬৮ 'কিতাবু ফাযাইলুছ ছাহাবাহ' 'সা'দ ইবনু মু'আয-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৫৩০২।

জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদ কখনও ময়লাযুক্ত বা পুরাতন হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে নে'আমত লাভ করবে। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা তাকে পাবে না। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না, যৌবনও কোন দিন শেষ হবে না'।[১৮১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ 'জান্নাতবাসী গোফ ও দাড়ি বিহিন হবে, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে। তাদের যৌবন কোন দিন শেষ হবে না। তাদের কাপড় কোন দিন পুরাতন বা ময়লাযুক্ত হবে না'।[১৮২] অপর একটি হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً.

'কিয়ামতের দিন কুরআন আসবে, অতঃপর বলবে, হে প্রভু! তাকে বস্ত্রাচ্ছিদ কর। তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। অতঃপর বলবে, হে প্রভু! তাকে আরো বাড়িয়ে দাও। তখন তাকে ইয্যতের বস্ত্র পরানো হবে। অতঃপর বলবে, হে প্রভু! তার প্রতি সন্তুষ্ট হও। তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। এরপর বলা হবে, পড় এবং উপরে আরোহন কর। আর প্রত্যেক আয়াতের জন্য একটি করে নেকী বৃদ্ধি করা হবে'।[১৮৩]

জান্নাতবাসীর অলংকারাদি

জান্নাতবাসীর জন্য জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের অলংকার থাকবে, যা তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا-

---

১৮১. মুসলিম হা/২৮৩৬।
১৮২. তিরমিযী হা/২৫৩৯, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৬৩৮, ৫৬৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৬৯৯।
১৮৩. তিরমিযী হা/৩১৬৪ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪২৫, সনদ হাসান।

Contents

'তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে। তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সেখানে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল' *(কাহফ ১৮/৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ-

'যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের' *(হজ্জ ২২/২৩)*। তিনি আরো বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ-

'স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের' *(ফাতির ৩৫/৩৩)*। আল্লাহ আরো বলেন,

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا-

'তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়' *(দাহর/ইনসান ৭৬/২১)*।

জান্নাতীদের অলংকার ও তার ঔজ্জল্য সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِى الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوْمِ.

'যদি জান্নাতের কোন জিনিস এক চিমটি পরিমাণও (পৃথিবীতে) আসতে পারতো তাহলে আসমান-যমীনের সকল স্থান সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যেত। কোন জান্নাতী যদি দুনিয়াতে উঁকি দিত এবং তার হাতের অলংকার প্রকাশিত হয়ে পড়তো

তাহলে তা সূর্যের আলোকে নিষ্প্রভ করে দিত, যেভাবে সূর্যের আলো নক্ষত্রসমূহের আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয়’।[১৮৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَبْلُغُ حِلْيَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ. ‘মুমিনদের অলংকার ওযূর স্থান পর্যন্ত থাকবে’।[১৮৫] অন্য বর্ণনায় শহীদের অলংকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لِلشّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةِ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوِّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِه.

‘আল্লাহ্‌র নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই তার জান্নাতের জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় (২) কবরের শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করা হয় (৩) কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা হবে। (৪) তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকূত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (৫) তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হূর দেয়া হবে এবং (৬) তার সত্তর জন নিকটতম আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে’।[১৮৬]

জান্নাতবাসীদের শয্যাসমূহ

জান্নাতীদের জন্য সেখানে বিভিন্ন ধরনের শয্যা থাকবে। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে, বিশ্রাম করবে বা ঘুমাবে। জান্নাতের শয্যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, مُتَّكِئِيْنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ‘সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট শয্যায়, দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী’ *(আর-রহমান ৫৫/৫৪)*। তিনি আরো বলেন, وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ ‘আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ’ *(ওয়াকি‘আহ ৫৬/৩৪)*।

---

১৮৪. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৫৩৮ ‘জান্নাতের বিবরণ’ অধ্যায়; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৯৬।

১৮৫. মুসলিম হা/২৫০ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়; নাসাঈ হা/১৪৯; মিশকাত হা/২৯১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫২।

১৮৬. ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯; তিরমিযী হা/১৬৬৩ ‘জিহাদ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৮৩৪।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের শয্যা সমূহ ৫টি নামে উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) النمارق (আন-নামারিকু), (২) الزرابي (আয-যারাবিয়্যু), (৩) الرفـــرف (আর-রাফরফু, (৪) العبقري (আল-আবকারিয়্যু), (৫) الارائـــك (আল-আরায়েকু)। নামারিক ও যারাবী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَـــةٌ 'সারি সারি উপাধান। আর বিছানো গালিচা' *(গাশিয়া ৮৯/১৫-১৬)*। রাফরফ ও আবকার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, مُتَّكِئِيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُـــضْرٍ وَعَبْقَـــرِيٍّ حِـــسَانٍ 'তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে' *(আর-রহমান ৫৫/৭৬)*। 'আরায়েক' সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَـــا عَلَـــى الْأَرَائِكِ 'সেখানে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে' *(কাহফ ১৮/৩১)*।

উল্লেখ্য, (النمارق) 'নামারিক' হচ্ছে বালিশ জাতীয় শয্যা। (الـــزرابي) 'যারাবিয়ু' হচ্ছে কার্পেট বা গালিচা। (العبقـــري) 'আবকারিয়্যু' বলা হয় নতুন ও উত্তম গালিচা, কার্পেটকে। (الرفـــرف) 'রাফরফ' হচ্ছে গদি বিশিষ্ট নরম আসন। (الارائـــك) 'আরায়েক' হচ্ছে সোফা বা এরূপ হেলান দিয়ে বসার উপযুক্ত আসনকে। একে তাকিয়াও বলা হয়।[১৮৭]

জান্নাতবাসীর আসনসমূহ

জান্নাতে জান্নাতবাসীদের উপবেশনের জন্য বিশেষ ধরনের আসন থাকবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ৫টি স্থানে এ আসনের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا–

'তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু

১৮৭. *প্রফেসর ড. ওমর সুলাইমান আব্দুল্লাহ আল-আশকার, আল-জান্নাত ওয়ান নার, (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রী./১৪২৯ হি.), পৃঃ ২২৯।*

রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং সেখানে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল’ *(কাহফ ১৮/৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ، هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلاَلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ-

‘এ দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৫৫-৫৬)*। তিনি আরো বলেন, مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيْرًا ‘সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম বা অতিশয় শীত অনুভব করবে না’ *(দাহর/ইনসান ৭৬/১৩)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ ‘পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/২২-২৩)*। তিনি আরো বলেন, فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ- ‘আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে। সুসজ্জিত আসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করে’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/৩৪-৩৫)*।

الْأَرَائِكِ (আরায়েক) শব্দটি أَرِيْكَةٌ (আরীকা)-এর বহু বচন। আরীকার ব্যাখ্যায় মনীষীগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। আল-হাসান বলেন, আমরা জানতাম না যে, আরায়েক কি? ইতিমধ্যে আমরা ইয়ামানের জনৈক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। সে আমাদেরকে বলল যে, তাদের নিকটে ‘আরীকা’ হচ্ছে খাটের সাথে কম্পমান আসন।[১৮৮]

ইবনুল কায়েস (রহঃ) বলেন, আরীকা হচ্ছে খাট, বিছানা ও নরম কম্পমান তিনটি বস্তুর সমন্বয়। এটা এমন আসন যার উপরে নরম গদি সংযুক্ত।[১৮৯] মুজাহিদ ও লাইছ (রহঃ) বলেন, ‘আরীকা’ হচ্ছে নরম গদি বিশিষ্ট খাট। আবু ইসহাক বলেন, আরীকা হচ্ছে নরম বিছানা বা গদি বিশিষ্ট আসন বা ফোমের আসন।[১৯০]

---

১৮৮. সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ২/৮৯; আদ-দুররুল মানছূর, ৪/২২২।
১৮৯. হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ২৭৯।
১৯০. তদেব, পৃঃ ২৭৮-৭৯।

জান্নাতবাসীর খাটসমূহ

জান্নাতে জান্নাতবাসীদের জন্য উন্নতমানের খাটসমূহ থাকবে। যাতে জান্নাতীরা বিশ্রাম করবে, আরাম করবে এবং ঘুমাবে। পবিত্র কুরআনে ৫টি স্থানে সারীর বা খাটের বিবরণ এসেছে।

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ 'আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে (খাটে) অবস্থান করবে' *(হিজর ১৫/৪৭)*। উল্লেখ্য, سرير (সারীর)-এর বহু বচন হচ্ছে سُرُرٌ (সরুর)।

২. তিনি বলেন, عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ 'তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে (খাটে) আসীন হবে' *(ছাফফাত ৩৭/৪৪)*।

৩. তিনি আরো বলেন, مُتَّكِئِيْنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ 'তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে (খাটে) হেলান দিয়ে। আমরা তাদের মিলন ঘটাব আয়াতলোচনা হূরদের সাথে' *(তূর ৫২/২০)*।

৪. তিনি অন্যত্র বলেন, عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوْنَةٍ 'স্বর্ণখচিত আসনে (খাটে)' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/১৫)*।

৫. আল্লাহ আরো বলেন, فِيْهَا سُرُرٌ مَرْفُوْعَةٌ 'উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন আসনে (খাটে)' *(গাশিয়া ৮৮/১৩)*।

জান্নাতের এসব আসন বা খাট সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا أُذِنَ لَهُمْ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا.

'মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই

সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রাণ! প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানের তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে উত্তম রূপে চিনতে পারবে'।[১৯১]

জান্নাতের হূরগণ

জান্নাতে মহান আল্লাহ মুমিনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সতী-সাধ্বী, অনন্যা সুন্দরী হূরদের দান করবেন। এই হূরদের দেহ বল্লরী, আকার-আকৃতি, শারীরিক গঠন, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারাদি প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। সে সবের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা এখানে উপস্থাপিত হলো।

আল্লাহ তা'আলা হূরদের বিষয় কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ 'এইরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করব আয়তলোচনা হূর' *(দুখান ৪৪/৫৪)*। তিনি আরো বলেন, مُتَّكِئِيْنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ 'তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে। আমরা তাদের মিলন ঘটাব আয়তলোচনা হূরদের সঙ্গে' *(তূর ৫২/২০)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَحُوْرٌ عِيْنٌ 'আর তাদের জন্য থাকবে আয়াতলোচনা হূর' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/২২)*।

হূরদের সম্পর্কে হাদীছেও বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতবাসীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ واللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لَايَسْقُمُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَايَتْفُلُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ اَنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الْاُلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ.

'তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ হূরদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। বেশি সুন্দরী হওয়ার দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর হতে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনও অসুস্থ হবে না। তাদের পেশাব হবে না। তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে

---

১৯১. *বুখারী হা/৬৫৩৫ 'কিতাবুর রিক্বাক্ব', 'কিয়ামতের দিনের কিছাছ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৫৮৯।*

না। তারা থুথু ফেলবে না। তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হবে না। তাদের ব্যবহারিক পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জ্বালানী হবে আগরের। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধিযুক্ত। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়। শারীরিক গঠন হবে তাদের পিতা আদম (আঃ)-এর মত, আকাশে উচ্চতায় ষাট হাত লম্বা হবে'।[১৯২]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতের সর্ব নিম্নস্তরের লোকের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَتَقُولاَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ مَا أُعْطِىَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيْتُ.

'অতঃপর সে হূরদের মধ্য হতে তার দু'জন স্ত্রীদের নিকটে প্রবেশ করবে। তখন তারা বলবে, সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আমদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। সে লোক বলবে, আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, এরূপ আর কাউকে দেওয়া হয়নি'।[১৯৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেন,

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

'যদি জান্নাতী কোন নারী দুনিয়াবাসীর দিকে তাকাত তাহলে দুনিয়াতে যা আছে সব আলোকিত হয়ে যেত এবং সুগন্ধিতে ভরে যেত। আর জান্নাতী নারীর মাথার ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সব কিছু হতে উত্তম'।[১৯৪]

হূরদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জান্নাতে যেসব হূরদের দান করবেন, তাদের সৌন্দর্য, রূপ-লাবন্য, সাজসজ্জা পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হূরদের বিভিন্ন অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীও বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে হূরদের উল্লেখযোগ্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো।-

---

১৯২. বুখারী হা/৩৩২৭ 'কিতাবুল আম্বিয়া', মুসলিম হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৫৬১৯।

১৯৩. মুসলিম, হা/১৮৮ 'কিতাবুল ঈমান'; মিশকাত হা/৫৫৮৩।

১৯৪. বুখারী হা/২৭৯৬ 'কিতাবুল জিহাদ', 'হূরদের গুণাবলী' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, 'কিতাবুল জিহাদ'।

১. আনতনয়না :

তাদের অনুপম ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আনতনয়না, আয়তলোচনা। মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ 'তাদের সাথে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরগণ' *(ছাফফাত ৩৭/৪৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ 'আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ' *(ছোয়াদ ৩৮/৫২)*। তিনি আরো বলেন, فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ 'সেই সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি' *(আর-রহমান ৫৫/৫৬)*।

এসব আয়াতে হূরদের যে অনন্য বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, তারা হবে অবনমিত দৃষ্টির অধিকারী, আনতনয়না। অর্থাৎ তারা তাদের স্বামীদের ছাড়া অন্যদের দিকে তাকাবে না। তাদের দৃষ্টি কেবল তাদের স্বামীদের প্রতি থাকবে। স্বামীদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ থাকবে না। তারা দুনিয়াবী নারীদের ন্যায় হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ উপরিউক্ত মত পেশ করেছেন।[১৯৫]

এসব তাদের পূর্ণ লজ্জাশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তারা তাদের চোখের পাতা ও মাথা তাদের স্বামীদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি উত্তোলন করে না। এগুলো হূরদের নিষ্কলুষতা, স্বামীদের প্রতি তাদের চূড়ান্ত ভালবাসা এবং তাদের প্রতি হূরদের আকর্ষণ ও অন্যদের প্রতি তাদের অনাগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এসব তাদের স্বামীদের সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রতি তাদের সন্তুষ্টির প্রমাণ। আর জান্নাতে স্বীয় স্বামীদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি তাদের দুর্বলতা থাকবে না এবং অন্যদের তারা কামনা করবে না। জান্নাতবাসী ও তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্য এবং অত্যধিক রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অতঃপর সে হূরদের মধ্য হতে তার দু'জন স্ত্রী নিকটে প্রবেশ করবে। তখন তারা বলবে, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আমদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। সে লোক বলবে, আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, এরূপ আর কাউকে দেওয়া হয়নি।[১৯৬] হূরগণ বেপর্দা হবে না এবং অন্য পুরুষদের সামনেও আসবে না। তারা থাকবে তাদের নির্দিষ্ট তাঁবুতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ 'তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা' *(আর-রহমান ৫৫/৭২)*।

---

১৯৫. জামেউল বয়ান, ১২/২৩/৫৮, ১৭৪; হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ২৮৭।

১৯৬. মুসলিম, হা/১৮৮ 'কিতাবুল ঈমান' 'জান্নাতে সর্বনিম্নস্তর প্রাপ্ত লোকের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৫৮৩।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা তাঁবুতে অবস্থান করবে, দুনিয়ার নারীদের মত বাইরে ও রাস্তায় ঘোরাফিরা করবে না। তারা তাদের স্বামীদের জন্য আবদ্ধ থাকবে। এই আবদ্ধ তাদের সুরক্ষা ও সম্মানের জন্য নে‘আমত স্বরূপ; এটা শাস্তি ও লাঞ্ছনা স্বরূপ নয়।[১৯৭]

জান্নাতের হূরগণ যে তাঁবুতে থাকবে এ সম্পর্কে হাদীছেও বর্ণিত হয়েছে।[১৯৮]

২. হূরগণ হবে সমবয়স্কা :

জান্নাতের হূরগণ বয়সের দিক দিয়ে সমবয়স্কা হবে। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ‘আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ’ *(ছোয়াদ ৩৮/৫২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَتْرَابًا ‘তাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে। তাদের করেছি কুমারী। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা’ *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৩৫-৩৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ‘মুত্তাক্বীদের জন্য তো আছে সাফল্য। উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী’ *(নাবা ৭৮/৩১-৩৩)*।

হূরগণ হবে সুন্দরী যুবতী, তারা রূপ-লাবণ্যহীন, বৃদ্ধা কিংবা সঙ্গম করতে অক্ষম হবে না। তারা ৩০, ৩৩ বা অনুরূপ বয়সের যুবতী হবে। যুবক বয়সের মধ্যে এটাই উপযুক্ত সময়। সৌন্দর্য ও পূর্ণতার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। তারা হবে প্রেমময়ী, তাদের মাঝে রাগ-ক্ষোভ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না।[১৯৯]

৩. তারা চরিত্রে অনন্যা, রূপ-লাবণ্যে অতুলনীয়া :

জান্নাতের হূরগণ হবে অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং মনোহরী ও হৃদয় কাড়া অপরিসীম সৌন্দর্যের অধিকারী। আল্লাহ বলেন, فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ‘সেই উদ্যান সমূহের মাঝে রয়েছে সুশীলা সুন্দরীগণ’ *(আর-রহমান ৫৫/৭০)*। অর্থাৎ তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য, চরিত্র-মাধুর্য, স্বভাব-প্রকৃতি সবই হবে উত্তম। তেমনি তাদের চেহারা, শরীর, আকার-আকৃতি, দেহের রঙ সবই মোহনীয় হবে। মোটকথা রূপ-লাবণ্য, চরিত্র ও আচার-আচরণে তারা হবে উত্তম, অনুপম ও অতুলনীয়া।[২০০]

---

১৯৭. জামেউলি আহকামিল কুরআন, ৯/১৭/১৮৯; ১৩/২৭/১৬০।

১৯৮. মুসলিম, ‘জান্নাতের বৈশিষ্ট্য, তার নে‘আমত ও অধিবাসীদের বর্ণনা’ অধ্যায়; তিরমিযী, ‘আবওয়াবু ছিফাতিল জান্নাত’।

১৯৯. মা‘আলিমুত তানযীল ৪/২৩/৬২২; তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীর কালামিল মান্নান ৭/৫৫৫।

২০০. হাদীউল আরওয়াহ, পৃঃ ২৯০-৯১।

৪. হূরগণ উদ্ভিন্ন যৌবনা ও স্ফীতবক্ষা :

নারীদের সৌন্দর্যের একটা দিক হচ্ছে উন্নত ও স্ফীতবক্ষ। এ বিশেষণ হূরগণের মধ্যে বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য তো আছে সাফল্য। উদ্যান দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণীগণ' *(নাবা ৭৮/৩১-৩৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَوَاعِب হচ্ছে نواهد অর্থ স্ফীতবক্ষা।[২০১] অর্থাৎ হূরগণ আনার সদৃশ বক্ষের অধিকারী হবে। তারা যুবতী, শক্তিশালী ও সুদৃশ্য হবে।[২০২]

৫. তারা হবে কুমারী :

জান্নাতের হূরগণ হবে অবিবাহিতা কুমারী। তাদেরকে কোন মানুষ বা কোন জিন কখনও স্পর্শ করেনি। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا 'আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৩৫-৩৬)*। তারা বার্ধক্য ও অকুমারীত্ব হতে ঊর্ধ্বে। তাদের নিকটে যখনই তাদের স্বামীরা আসবে, তখনই তাদেরকে পাবে কুমারী, নবযুবতী হিসাবে।[২০৩]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ 'সে সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, তাদের পূর্বে যাদেরকে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি' *(আর-রহমান ৫৫/৫৬)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ، فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ،

'তারা হূর তাঁবুতে সুরক্ষিতা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? এদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি' *(আর-রহমান ৫৫/৭২-৭৬)*। তারা এমন কুমারী মহিলা যে, জান্নাতে তাদের স্বামী ব্যতীত কোন মানুষ বা জিন তাদের সাথে সহবাস করেনি।[২০৪]

---

২০১. বুখারী ৪/৮৫ পৃঃ।
২০২. জামিউল বয়ান ১৫/৩০/১৮; তাফসীরু কুরআনিল আযীম ৮/৩৩২।
২০৩. মা'আলিমুত তানযীল, ৫/২৭/২৯২।
২০৪. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭/৪৭৯।

৬. তারা স্বামীদের প্রতি প্রেমময়ী :

জান্নাতের নারীরা ও হূরগণ তাদের স্বামীদের প্রতি অনুরক্তা ও প্রেমময়ী হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমরা তাদরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৩৫-৩৬)*। এ আয়াতে আল্লাহ জান্নাতী নারীদের সোহাগিনী, প্রেমময়ী বলেছেন। العرب শব্দের বহু বচন হচ্ছে عــــروب যার অর্থ অনুরক্ত, আকৃষ্ট, স্বামীদের প্রতি প্রেমময়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এরূপ বলেছেন। মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, العرب হচ্ছে আকৃষ্ট, অনুরক্ত; যারা কেবল তাদের স্বামীদের কামনা করে ও তাদেরকে অত্যধিক ভালবাসে।[২০৫] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, يُسَمِّيْهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَـــةَ، عَرِبَـــةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَنِجَةَ، وَأَهْـــلُ الْعِـــرَاقِ الــشَّكِلَةَ অর্থাৎ মক্কাবাসী একে عَرِبَـــةَ (সোহাগিনী), মদীনাবাসী غَنِجَةَ এবং ইরাকবাসী شَكِلَة (শাকীলা) বলে।[২০৬]

৭. জান্নাতী নারীরা হবে পবিত্রা :

জান্নাতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে যেসব নারী দান করবেন তারা হবে পবিত্র। দুনিয়াবী নারীদের ন্যায় কোন অপবিত্রতা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوْا هَذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'যারা ঈমান আনয়ন করে ও নেক আমল করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এটাতো তাই, তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*।

তিনি আরো বলেন,

---

২০৫. জামেউল বয়ান ১৩/২৭/১৮৬-১৮৮; মা'আলিমুত তানযীল, ৫/২৭/২৯৩।
২০৬. বুখারী, ৪/৮৫।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ-

‘বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু হতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাত সমূহ রয়েছে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্র নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা’ *(আলে ইমরান ৩/১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً-

‘যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করব’ *(নিসা ৪/৫৭)*।

এসব আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি স্বীয় সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে জান্নাত, নদীসমূহ ও চিরস্থায়ীত্ব প্রভৃতি নে‘আমত দান করবেন। আর এসব নে‘আমতের পূর্ণতা দানের জন্য তিনি মুমিনদের দিবেন অতি পবিত্রা স্ত্রী। যারা তাদের একাকিত্ব দূর করবে এবং তাদেরকে আনন্দ দেবে।[২০৭]

জান্নাতের নারীদের পবিত্রতার সবিস্তার বর্ণনা এসেছে হাদীছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لاَيَسْقُمُوْنَ وَلاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَيَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَيَتْفُلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ اٰنِيَـــتُهُمُ الـــذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الْاُلُوَّةُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ.

‘তারা কখনও অসুস্থ হবে না। তাদের পেশাব হবে না। তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তারা থুথু ফেলবে না। তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্যা বের হবে না। তাদের ব্যবহারিক পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জ্বালানী হবে আগরের। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধিযুক্ত। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়। শারীরিক গঠন হবে তাদের পিতা আদম (আঃ)-এর মত, উচ্চতায় আসমানে ষাট হাত লম্বা হবে’।[২০৮] অন্যত্র তিনি বলেন,

---

২০৭. তাফসীর কাবীর ৭/২০০।

২০৮. বুখারী ‘কিতাবুল আম্বিয়া; মুসলিম, ‘কিতাবল জান্নাত’; মিশকাত হা/৫৬১৯।

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَايَتْفُلُوْنَ وَلَايَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ.

‘জান্নাতীরা সেখানে পানাহার করবে। কিন্তু তারা মল-মূত্র ত্যাগ করবে না, থুথু ফেলবে না এবং তাদের নাক হতে শিকনীও বের হবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাদের এসব খাদ্যের পরিণতি কি হবে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্র তাসবীহ ও তাঁর প্রশংসা এমনভাবে তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলছে’।[২০৯]

জান্নাতের হূরদের উপমা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জান্নাতের হূরদেরকে তিনটি বস্তুর সাথে তুলনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-

১. গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম : আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের হূরদেরকে শুভ্র-সাদা ডিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ ‘তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরগণ। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব’ *(ছাফফাত ৩৭/৪৮-৪৯)*।

২. নীলকান্তমণি ও প্রবাল :

আল্লাহ তা‘আলা হূরদেরকে মূল্যবান ইয়াকূত পাথর ও মণি-মুক্তার সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ-

‘সে সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা যেন ইয়াকূত (পদ্মরাগ) ও প্রবাল’ *(আর-রহমান ৫৫/৫৬-৫৮)*।

হূরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা হাদীছেও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

---

২০৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১৯।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِــنْ وَّرَاءِ الْعَظْـــمِ واللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ-

'তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ হূরদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। বেশি সুন্দরী হওয়ার দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর হতে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে'।[২১০] অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

اِنَّ اَوَّلَ زَمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضُؤْءُ وُجُوْهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضُؤْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزَّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلى مِثْلِ احْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حَلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا.

'ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ঝকঝকে। সেখানে প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন অতীব সুন্দরী স্ত্রী থাকবে। তাদের প্রত্যেক স্ত্রীর পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে, তাদের শরীর এত স্বচ্ছ এবং কাপড় এত চিকন হবে যে, এত কাপড়ের উপর দিয়ে পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে'।[২১১] তিনি আরো বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ-

'যে দলটি জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করবে তাদের মুখাবয়ব পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তাদের পর যারা জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা হবে ঊর্ধ্বাকাশের আলোকিত নক্ষত্রের মতো। তাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে দু'জন সহধর্মিনী। গোশতের এ পাশ হতে তাদের পায়ের নলার মগজ দৃশ্যমান হবে। জান্নাতের মাঝে কেউ (আর) অবিবাহিত থাকবে না'।[২১২] তিনি আরো বলেন,

أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،

---

২১০. বুখারী 'কিতাবুল আম্বিয়া; মুসলিম, 'কিতাবল জান্নাত'; মিশকাত হা/৫৬১৯।
২১১. তিরমিযী, হা/২৫৩৫; মিশকাত হা/৫৬৩৫, হাদীছ ছহীহ।
২১২. বুখারী, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম, হা/২৮৩৪।

وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا–

‘যে দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই তাদের আকৃতি হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাকের শিকনিও বের হবে না, প্রস্রাব-পায়খানাও করবে না। তাদের ব্যবহার্য পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণের তৈরী আর সোনা-রুপার সংমিশ্রণে তৈরী হবে চিরুণী। চন্দন কাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের শরীরের ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু’জন করে স্ত্রী (হূর) থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশতের ভিতর দিয়ে পায়ের জংঘার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে না এবং হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর হবে একটি অন্তরের ন্যায়। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে’।[২১৩]

উল্লেখ্য, জান্নাতী নারীদেরকে স্বচ্ছতার দিক দিয়ে ইয়াকূত পাথর ও শুভ্রতার দিক দিয়ে সাদা প্রবালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[২১৪]

৩. সুরক্ষিত মুক্তা :

আল্লাহ তা‘আলা হূরদের স্বচ্ছতা, শুভ্রতা ও সৌন্দর্যকে সুরক্ষিত মুক্তার সাথে তুলনা করেছেন। তাদের রূপ-লাবণ্য এমনভাবে চমকাতে থাকবে যেন তা মুক্তা। কালের চক্র ও ব্যবহারের ভিন্ন অবস্থার কারণে তারা পরিবর্তিত হবে না। তাদেরকে দেখে তাদের শুভ্রতা ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে ঝিনুকের সাদা অংশের মত মনে হবে। কোন হাত তাদেরকে স্পর্শ করেনি, কোন ময়লা তাদের উপরে পড়েনি।[২১৫]

তাদের উপমা আল্লাহ কুরআনে এভাবে দিয়েছেন, وَحُوْرٌ عِيْنٌ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُـــؤِ الْمَكْنُوْنِ ‘আর (তাদের জন্য থাকবে) আয়তলোচনা হূর। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ’ *(ওয়াকি‘আহ ৫৬/২২-২৩)*।

হূরদের মনোজ্ঞ সংগীত

জান্নাত অশেষ আনন্দ-বিনোদন, সীমাহীন সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের স্থান। জান্নাতবাসীদের সুখ-শান্তি বৃদ্ধির জন্য গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হবে। হূরগণ

---

২১৩. বুখারী হা/৩২৪৫; তিরমিযী হা/২৫৩৭।

২১৪. জামেউল বয়ান, ১৩/২৭/১৫৩; তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭/৪৮০।

২১৫. আল-জামি‘ লিআহকামিল কুরআন, ৯/১৭/২০৫।

তাদের স্বামীদের মনোরঞ্জন ও তাদের আনন্দ পরিপূর্ণ করার জন্য মিষ্টি-মধুর কণ্ঠে গান করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ ‘অতঃপর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তাদেরকে জান্নাত দিয়ে পরিতুষ্ট করা হবে’ *(রূম ৩০/১৫)*। তিনি আরো বলেন, اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ‘তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর’ *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*।

এ বিষয়ে হাদীছে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيُغَنِّيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ مَا سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ ‘জান্নাতীদের স্ত্রীগণ উত্তম সুরে সংগীত পরিবেশন করবে, যা কেউ কখনও শ্রবণ করেনি’। তারা বলবে,

نحن الخَيْرات الحسان * أزواج قوم كرام

ينظرن بِقُرّة أعيان.

‘আমরা সচ্চরিত্র সুন্দরী দল, সম্মানিত সম্প্রদায়ের স্ত্রী। যে স্ত্রীরা শীতল নযরে দৃষ্টিপাত করবে’। তারা গানে আরো বলবে,

نحن الخالدات فلا يَمُتْنَهْ

نحن الآمنات فلا يَخَفْنَهْ

نحن المقيمات فلا يَظْعَنَّهْ

‘আমরা সেই চিরস্থায়ী রমনী, যারা কখনই মারা যাবে না। আমরা সেই নিরাপদ রমনী, যারা কখনই ভয় পাবে না। আমরা সেই স্থায়ী বসবাসকারিণী, যারা কখনই চলে যাবে না’।[২১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِنَّ الْحُوْرَ فِى الْجَنّةِ يَتَغَنّيَنَ يَقُلْنَ ‘হূররা জান্নাতে গান গাইবে। তারা বলবে, نَحْنُ الْحُوْرُ الْحِسَانُ-هَدِيْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ. ‘আমরা অতীব সুন্দরী নারী। আমরা আমাদের সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহার’।[২১৭] অন্যত্র তিনি বলেন, اِنّ فِى الْجَنّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ

২১৬. *ছহীহুল জামে‘ হা/১৫৫৭, ১৫৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০০২।*
২১৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৫৬, ৩০০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৪০।*

بِاَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ 'জান্নাতের হূরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে উঁচু কণ্ঠে এমন সুন্দর সুরলহরীতে গান বলবে, সৃষ্টিজীব সে ধরনের সুরলহরী কখনও শুনেনি। তারা বলবে,

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ
وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ
طُوْبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وُكُنَّا لَهُ.

'আমরা চিরদিন থাকব, কখনও ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত থাকব, কখনও রাগান্বিত হব না। অতএব চিরধন্য তিনি, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি'।[২১৮]

তিনি আরো বলেন যে, হূরগণ মিষ্টিকণ্ঠে বলবে,

نحن الحور الحسان، خبئنا لأزواج كرام

'আমরা হূর সুন্দরী, সম্মানিত স্বামীদের জন্য লুকায়িত রয়েছি।[২১৯]

জান্নাতের এসব অতুলনীয়া, মনোহরী নারীরা তাদের স্বামীদের মনোরঞ্জন ও মনতুষ্টিতে সদা রত থাকবে। তারা স্বামীদের আনন্দ-উল্লাস বৃদ্ধির জন্য মধুর সুরে গান গাইবে। কিন্তু এসব গানে কোন অশ্লীলতার ছোয়া থাকবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلاَ كِذَّابًا 'সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা' *(নাবা ৭৮/৩৫)*। তিনি আরো বলেন, لاَ تَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً 'সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/১১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلاَ تَأْثِيْمًا، إِلاَّ قِيْلاً سَلاَمًا سَلاَمًا 'তারা শুনবে না কোন অসার কথা, পাপ বাক্য। সালাম সালাম (শান্তি) বাণী ব্যতীত' *(ওয়াকি'আহ ৫৫/২৫-২৬)*। তিনি আরো বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا 'সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ' *(মারিয়াম ১৯/৬২)*।

---

২১৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৭।
২১৯. ছহীহুল জামে' হা/১৬০২।

জান্নাতীদের খাদেম

জান্নাতীদের সেবার জন্য মহান আল্লাহ সেবকের ব্যবস্থা রেখেছেন। জান্নাতে তাদের জন্য চিরকিশোর সৃষ্টি করে রেখেছেন। তারাই ঘুরে-ফিরে তাদের যথার্থ সেবা করবে। সেই সেবকরা অতীব সুন্দর হবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا– 'চিরকিশোররা তাদের কাছে (সেবার জন্য) ঘুরাঘুরি করবে, তুমি তাদেরকে দেখলে তোমার মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা' *(দাহর ৭৬/১৯)*। তিনি আরো বলেন, وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُـــؤٌ مَكْنُـــوْنٌ 'তাদের (সেবায়) কিশোরেরা তাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে; যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ' *(তূর ৫২/২৪)*।

তাদের খিদমত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّـــدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَـــأْسٍ مِـــنْ مَعِـــينٍ 'তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা, পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১৭-১৮)*। তিনি আরো বলেন, يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْـــوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ 'স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে' *(যুখরুফ ৪৩/৭১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَـــتْ قَـــوَارِيْرَا 'তাদের উপর ঘুরানো করা হবে রৌপ্যপাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র' *(দাহর ৭৬/১৫)*।

দুনিয়াবী সামগ্রীর সাথে জান্নাতের সামগ্রী তুলনীয় নয়

দুনিয়ার সামগ্রীর সাথে জান্নাতের সামগ্রীর কোন তুলনাই হয় না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, পরলোকের সম্পদ ইহলোকের সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তা চিরস্থায়ী। তিনি বলেন,

لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ

'কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার পাদদেশে নদীনালা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ

হতে আতিথ্য। আর আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম' *(আলে ইমরান ৩/১৯৮)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى- 'আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী' *(ত্বা-হা ২০/১৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

'নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভাণ্ডার, পসন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্র নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা পরহেযগার হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত' *(আলে ইমরান ৩/১৪-১৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

'বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু; কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে' *(শূরা ৪২/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*।

পরকালীন সম্পদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

পরকালীন সম্পদ যে শ্রেষ্ঠ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরকালীন সম্পদের অবিনশ্বরতা ও চিরস্থায়িত্ব ছাড়াও কতিপয় কারণে পরকালীন সম্পদ শ্রেষ্ঠ। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।-

১. পার্থিব সম্পদ ও ভোগবিলাস সীমিত, কিন্তু পারলৌকিক সম্পদ ও ভোগবিলাস অসীম। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً 'বল, পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে আল্লাহভীরু তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না' *(নিসা ৪/৭৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ. 'আখেরাতের মুকাবিলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেরূপ তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে'।[২২০]

যারা পরকালের উপর ইহকালকে প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ-

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য' *(তওবাহ ৯/৩৮)*।

২. দুনিয়ার বিলাসসামগ্রী আখেরাতের বিলাসসামগ্রী অপেক্ষা নিম্নতর। বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। জান্নাতের খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদি দুনিয়া থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا 'জান্নাতের এক চাবুক (অথবা এক ধনুক) পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।[২২১]

---

২২০. *মুসলিম হা/২৮৫৮; মিশকাত হা/৫১৫৬।*
২২১. *বুখারী হা/৩২৫০; তিরমিযী হা/৩০১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৩০; মিশকাত হা/৫৬১৩।*

মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَوْ اَنَّ اِمْرَأَةً مِنَ نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْ مَابَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

'যদি জান্নাতী কোন মহিলা পৃথিবীর দিকে উঁকি মারে, তাহলে আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল স্থান আলোকিত করে দেবে! উভয়ের মাঝে সৌরভে পরিপূর্ণ করে দেবে! আর তার মাথার ওড়নাখানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ'।[২২২]

৩. জান্নাতের সামগ্রী দুনিয়ার মলিনতা ও আবিলতা থেকে পবিত্র। আর দুনিয়ার খাদ্য ও পানীয় খাওয়ার পর প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন পড়ে। আর তাতে দুর্গন্ধও ছোটে। পক্ষান্তরে জান্নাতের পানাহারে তা হয় না। জান্নাতে প্রস্রাব-পায়খানা নেই। পর্যাপ্ত খাবার খেয়েও হজম হয়ে কেবল সুগন্ধময় ঢেকুর অথবা ঘামের সাথে বের হয়ে যাবে।

৪. পার্থিব শারাব পান করলে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জান্নাতের শারাবে তা হবে না।

৫. ইহকালের পানি খারাপ হয়, জান্নাতের পানি খারাপ হবে না। দুনিয়ার দুধ নষ্ট হয়, জান্নাতের দুধ নষ্ট হবে না।

৬. পৃথিবীতে স্ত্রীর মাসিক স্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব, বীর্য ইত্যাদি হয়। জান্নাতের স্ত্রী এসব থেকে পবিত্রা।

৭. পার্থিব জীবনে অধিকাংশ মানুষের মনে হিংসা-দ্বেষ, লোভ-ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি থাকে। জান্নাতীদের মনে সেসব স্থান পাবে না।

৮. ইহকালে বিশৃংখলা, অশান্তি, হানাহানি, গালাগালি, রাগারাগি হয়। এসব জান্নাতে হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لاَ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَ تَأْثِيْمٌ 'সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না' *(তূর ৫২/২৩)*। তিনি আরো বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلاَ كِـــذَّابًا 'সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা' *(নাবা ৭৮/৩৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَـــا بُكْـــرَةً وَعَـــشِيًّا 'সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ' *(মারিয়াম ১৯/৬২)*।

---

২২২. *বুখারী হা/২৭৯৬; মুসলিম, তিরমিযী হা/১৬৫১; মিশকাত হা/৫৩৭৪।*

Contents

মহান আল্লাহ বলেন, لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً 'সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/১১)*। তিনি আরো বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلاَ تَأْثِيْمًا، إِلاَّ قِيْلاً سَلاَمًا سَلاَمًا 'তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য। সালাম-সালাম (শান্তি) বাণী ব্যতীত' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২৫-২৬)*।

৯. জান্নাতে কোন মনোমালিন্য, মতভেদ থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ 'আমরা তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দেব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে' *(হিজর ১৫/৪৭)*।

মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا 'তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে'।[২২৩]

১০. পার্থিব সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে জান্নাতের সম্পদ চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ 'তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী থাকবে' *(নাহল ১৬/৯৬)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ 'নিশ্চয়ই এটি আমাদের (দেওয়া) রূযী; যার কোন শেষ নেই' *(ছোয়াদ ৩৮/৫৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا 'তার ফলমূলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী' *(রা'দ ১৩/৩৫)*।

স্থায়ী-অস্থায়ীর উদাহরণ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً–

'তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর

২২৩. *বুখারী হা/৩২৪৫; মুসলিম হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৫৬১৯।*

তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট’ *(কাহফ ১৮/৪৫-৪৬)*।

১১. পৃথিবী আসলে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার জায়গা। পরকাল তা নয়। পৃথিবীর সাফলতা আসল নয়, পরকালের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য। মহান আল্লাহ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ-

‘জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়’ *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

দুনিয়াতে জান্নাতের কতিপয় জিনিস

জান্নাতী কিছু জিনিস আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়েছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।-

১. হাজারে আসওয়াদ (কাল পাথর) জান্নাতের পাথর সমূহের অন্যতম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِى آدَمَ. ‘হাজারে আসওয়াদ জান্নাত থেকে নাযিল হয়েছে। যা দুধ অপেক্ষা সাদা ছিল। কিন্তু মানুষের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে’।[২২৪]

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، ‘আমার হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।আর আমার মিম্বর আমার হাউজের উপরে’।[২২৫]

৩. মেহেদী জান্নাতের সুগন্ধিসমূহের একটি সুগন্ধি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَيِّدُ رَيْحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ ‘জান্নাতবাসীদের জন্য সুগন্ধিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হচ্ছে মেহেদী’।[২২৬]

---

২২৪. তিরমিযী হা/৮৭৭ ‘জান্নাত’ অধ্যায়; ‘হাজারে আসওয়াদের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১৮; মিশকাত হা/২৫৭৭।

২২৫. বুখারী হা/১১৯৫-৯৬, ১৮৮৮; মুসলিম হা/১৩৯০-৯১।

৪. ছাগল জান্নাতের প্রাণীগুলোর অন্যতম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ‘ছাগল জান্নাতের প্রাণী’।[২২৭] অন্যত্র তিনি বলেন, صَلُّوْا فِيْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَامْسَحُوْا رُغَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الجَنَّةِ ‘ছাগল বাঁধার স্থানে তোমরা ছালাত আদায় কর, তার মল-মূত্র পরিষ্কার কর। কেননা সেটা জান্নাতের প্রাণী’।[২২৮]

৫. বুত্বহান উপত্যকা জান্নাতের উপত্যকাসমূহের অন্তর্গত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُطْحَانُ عَلَى بِرْكَةٍ مِنْ بُرَكِ الجَنَّةِ ‘বুত্বহান জান্নাতের উপত্যকাসমূহের একটি উপত্যকা’।[২২৯] অন্যত্র ভিন্ন শব্দে এসেছে, بُطْحَانُ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ‘বুত্বহান জান্নাতের উপত্যকাসমূহের একটি উপত্যকা’।[২৩০]

---

২২৬. ত্বাবারানী, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬৭৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২০।
২২৭. ইবনু মাজাহ হা/২৩০৬, সনদ ছহীহ।
২২৮. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৪৫৩৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৮৯।
২২৯. আল-বায্যার, ছহীহুল জামে‘ হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ।
২৩০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৬৯, সনদ হাসান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জান্নাতবাসীদের জীবিকা

জান্নাতের অধিবাসীদের জীবিকা তথা খাদ্য-পানীয় হবে বিভিন্ন ধরনের। এসব খাদ্য-পানীয়, ফলমূল দেখতে দুনিয়ার খাদ্য-পানীয় ও ফলমূলের মত হলেও, তার স্বাদ, গন্ধ হবে ভিন্ন। এখানে জান্নাতীদের খাদ্য-পানীয় ও ফলমূল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।-

জান্নাতবাসীর খাদ্য

জান্নাতবাসীর জন্য জান্নাতী নে‘আমতের অন্যতম দিক হলো, তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু খাদ্য থাকবে। তারা সেখানে তাদের ইচ্ছামত খেতে থাকবে। আল্লাহ বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُـــوْنَ ‘তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক’ *(তূর ৫২/১৯; মুরসালাত ৭৭/৪৩)*। তিনি আরো বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَـــةِ ‘পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীতে যা করেছিলে তার বিনিময়ে’ *(হাক্কাহ ৬৯/২৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَـــا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا– ‘মুত্তাক্বীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপ এর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী’ *(রা‘দ ১৩/৩৫)*। তিনি আরো বলেন, جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَشَـــرَابٍ ‘চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে’ *(ছোয়াদ ৩৮/৫০-৫১)*।

জান্নাতের খাদ্যের মধ্যে ফলমূল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে জান্নাতীদের খাদ্য হিসাবে গোশতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّـــا يَـــشْتَهُوْنَ ‘আর আমরা তাদেরকে দিব ফলমূল ও গোশত যা তারা পসন্দ করে’ *(তূর ৫২/২২)*। এ আয়াতে ফল ও গোশতের কথা এসেছে। অন্যত্র পাখির গোশতের কথা এসেছে। আল্লাহ বলেন, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّـــا يَـــشْتَهُونَ ‘আর তাদের ঈপ্সিত পাখির গোশত নিয়ে’ *(ওয়াকি‘আহ ৫৬/২১)*।

জান্নাতের আরেক প্রকার খাদ্য সম্বন্ধে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আসলে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম তাঁকে

জান্নাতবাসীর প্রথম খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ ‘জান্নাতবাসীর প্রথম খাদ্য হবে মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ’।[২৩১]

অন্য হাদীছে জান্নাতবাসীর খাদ্য সম্পর্কিত জনৈক ইহুদীর এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, زِيَادَةُ كَبِدِ النُّوْنِ، قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِىْ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا. ‘মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। সে ইহুদী বলল, এরপরে তাদের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেন, তাদের জন্য জান্নাতী ষাড় যবেহ করা হবে, যা থেকে জান্নাতীরা ভক্ষণ করবে’।[২৩২] অন্যত্র তিনি বলেন,

تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ، نُزُلاً لأَهْلِ الْجَنَّةِ. فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى. قَالَ تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمٌ وَنُونٌ. قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا–

‘কিয়ামতের দিন সারা পৃথিবী একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ জান্নাতীদের মেহমানদারীর জন্য তাকে হাতের মধ্যে নিয়ে এমনভাবে উলটপালট করবেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ সফরের সময় তাড়াহুড়া করে এ হাতে ও হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে। এমন সময় এক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম! দয়াময় আপনার উপর বরকত দান করুন! কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের আপ্যায়ন সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সেদিন) দুনিয়াটা একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন (সেও তেমনি বলল)। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশিত হলো। এরপর তিনি বললেন, তবে কি আমি তোমাদেরকে (তাদের) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন, বালাম এবং নুন। ছাহাবীগণ বললেন, সেটা কি জিনিস? তিনি বললেন,

২৩১. *বুখারী ‘জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৬।*
২৩২. *মুসলিম হা/৩১৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৬।*

ষাঁড় ও মাছ। যাদের কলিজার গুরদা হতে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে'।[২৩৩]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَايَتْفُلُوْنَ وَلَايَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ.

'জান্নাতীরা সেখানে খাবে, পান করবে। কিন্তু তারা মল-মূত্র ত্যাগ করবে না, থুথু ফেলবে না এবং তাদের নাক হতে শিকনীও বের হবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাদের এসব খাদ্যের পরিণতি কি হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ ও তাঁর প্রশংসা এমনভাবে তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলছে'।[২৩৪]

জান্নাতের ফলমূল

জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাদি থাকবে। এসব ফল দেখতে পার্থিব ফলের মত হলেও তার স্বাদ ও সুগন্ধ হবে অতুলনীয়। এসব ফলমূলের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوْا هَذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে শুভসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, ইতিপূর্বে আমাদেরকে যা দেওয়া হত এটা তো তাই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ 'সেখানে তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

---

২৩৩. *বুখারী হা/৬৫২০ 'রিকাক' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৭৯২; মিশকাত হা/৫৫৩৩।*
২৩৪. *মুসলিম হা/২৮৩৫; মিশকাত হা/৫৬২০।*

Contents

জান্নাতের ফলমূল সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন রাসূলের যুগে সূর্য গ্রহণের সময় ছালাত আদায় করে বলেন,

ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِىْ تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِى وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوْا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِىْ أَنْ لاَ أَفْعَلَ-

'অতঃপর জান্নাতকে আনা হলো। সেটা হলো যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখলে। এমনকি সামনে এগিয়ে দাঁড়ালাম এবং আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমি জান্নাতের ফল সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করছিলাম, যাতে তোমরা তা দেখতে পার। অতঃপর আমার মনে তা না করার জন্য ধারণা হলো'।[২৩৫]

অন্যত্র এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেন, لاَ بَلْ تُشَقَّقُ عَنْهَا ثَمَرُ الْجَنَّةِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 'না, বরং তা জান্নাতের ফল থেকে বের হবে। এটা তিনি তিনবার বললেন'।[২৩৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে ثمر (ফল), ثمـــرات (ফলসমূহ) শব্দযোগে জান্নাতের ফলমূলের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও الجني শব্দ প্রয়োগে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَنَـــى الْجَنَّتَـــيْنِ دَانٍ 'দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী' *(আর-রহমান ৫৫/৫৪)*।

হাদীছেও এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّـــةِ قَـــالَ جَنَاهَـــا. 'যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় সে জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো যে, 'খুরফা' কি? তিনি বললেন, জান্নাতের ফলমূল'।[২৩৭]

অনুরূপভাবে অন্যত্র القطوف শব্দ যোগে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ 'যার ফলরাজি অবনমিতি থাকবে নাগালের মধ্যে' *(হাক্কাহ ৬৯/২৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَـــتْ قُطُوْفُهَـــا تَـــذْلِيْلاً 'সন্নিহিত

---

২৩৫. *মুসলিম হা/৯০৪, 'সূর্যগ্রহণ' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৯৪২।*
২৩৬. *মুসনাদ আহমাদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮৫।*
২৩৭. *মুসলিম হা/২৫৬৮।*

বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়াত্তাধীন করা হবে' *(দাহর/ইনসান ৭৬/১৪)*। এসব ফলমূল তারা যেভাবে ইচ্ছা খেতে পারবে। জান্নাতের ফল জান্নাতবাসীর নিকটে তাদের চাহিদামত চল আসবে।[২৩৮]

অনুরূপভাবে হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ فِىْ مَقَامِىْ هَذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيْدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِىْ جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ-

'আমি আমার সামনে সবকিছু দেখেছি, যা আমাকে দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। এমনকি আমি জান্নাতের ফল নিতে চাইলাম যখন তোমরা আমাকে সামনে অগ্রসর হতে দেখছিলে'।[২৩৯]

আবার فاكهة শব্দযোগেও কুরআনে জান্নাতের ফলের বিবরণ এসেছে। কুরআনে ৯টি সূরার ১২টি আয়াতে الفاكهة শব্দ প্রয়োগে ফলের বর্ণনা এসেছে।[২৪০] যেমন আল্লাহ বলেন, لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ 'সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৭)*। তিনি আরো বলেন, لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ 'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা হতে তোমরা আহার করবে' *(যুখরুফ ৪৩/৭৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ 'সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে সব ধরনের ফলমূল আনতে বলবে' *(দুখান ৪৪/৫৫)*।

জান্নাতী ফলমূলের প্রকার

জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার ফলের প্রাচুর্য থাকবে *(ছোয়াদ ৩৮/৫১; যখরুফ ৪৩/৭৩; ওয়াকি'আহ ৫৬/৩২)*। সেখানে সকল প্রকার ফল থাকবে *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)* এবং জান্নাতীরা যখন যা চাইবে পাবে *(তূর ৫২/২২; ওয়াকি'আহ ৫৬/২০; মুরসালাত ৭৭/৪২)*। জান্নাতে সকল ফল দুই দুই প্রকার থাকবে। আল্লাহ বলেন, فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ 'উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার' *(আর-রহমান ৫৫/৫২)*।

---

২৩৮. *ছিফাতুল জান্নাত, পৃঃ ৩৩৬।*

২৩৯. *বুখারী হা/১২১২, 'ছালাত কাজ' অধ্যায়; মুসলিম হা/৯০১, 'সূর্যগ্রহণ' অধ্যায়।*

২৪০. *ইয়াসীন৩৬/৫৭; ছোয়াদ ৩৮/৫১; যুখরুফ ৪৩/৭৩; দুখান ৪৪/৫৫; তূর ৫২/২২; আর-রহমান ৫৫/৫২, ৬৮; ওয়াকি'আহ ৫৬/২০, ৩২-৩৩; ছাফফাত ৩৭/৪১-৪২; মুরসালাত ৭৭/৪২।*

অর্থাৎ সকল ফল দু’ধরনের হবে; তরতাজা ও শুকনা।[২৪১] জান্নাতের কতিপয় ফলের নাম উল্লিখিত হয়েছে কুরআন ও হাদীছে। যথা-

১. খেজুর ও আনার :

আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের ফলমূলের কথা উল্লেখের পাশাপাশি খেজুর ও ডালিমের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ‘সেখানে রয়েছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার’ *(আর-রহমান ৫৫/৬৮)*।

২. আঙ্গুর :

জান্নাতে মুত্তাক্বীদের জন্য উদ্যান থাকবে, থাকবে আঙ্গুর ফল। আল্লাহ বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ‘মুত্তাক্বীদের জন্য তো আছে সাফল্য, উদ্যান, দ্রাক্ষা’ *(নাবা ৭৮/৩১-৩২)*। আঙ্গুরের শ্রেষ্ঠত্ব ও উদ্যানে তার আধিক্যের জন্য আঙ্গুরের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[২৪২]

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আসমা বিনতু আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য গ্রহণের ছালাত আদায় করলেন। তিনি শেষ করে বললেন, قَدْ دَنَتْ مِنِّى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا- ‘জান্নাত আমার নিকটবর্তী হলো। এমনকি আমি চেষ্টা করলে তোমাদের জন্য জান্নাতের আঙ্গুর থেকে এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিয়ে আসতে পারতাম’।[২৪৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সূর্য গ্রহণ লাগে, তিনি ছালাত আদায় করেন। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনাকে দেখলাম আপনি স্বীয় স্থান থেকে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। অতঃপর দেখলাম, আপনি পিছনে সরে আসছেন। তিনি বললেন,

إِنِّىْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا-

‘আমাকে জান্নাত দেখানো হলো। আমি সেখান থেকে এক থোকা আঙ্গুর নিতে চেষ্টা করলাম। যদি আমি নিতে পারতাম, তাহলে তোমরা তা দুনিয়া অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত খেতে পারতে’।[২৪৪]

---

২৪১. *জামেউল বয়ান ১৩/২৭/১৪৭।*
২৪২. *তাফসীরে কালামিল মান্নান, ৭/৫৫৫।*
২৪৩. *বুখারী হা/৭৪৫ ‘আযান’ অধ্যায়।*
২৪৪. *বুখারী হা/৭৪৮ ‘আযান’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪৮২।*

৩. কুল ও কলা :

পবিত্র কুরআনে জান্নাতী ফলের মধ্যে কলা ও কূলের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى 'নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট। যার নিকটে অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত' *(নাজম ৫৩/১৩-১৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ، فِيْ سِدْرٍ مَخْضُوْدٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُوْدٍ 'আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। তারা থাকবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুলবৃক্ষ। কাঁদিভরা কদলী বৃক্ষ' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/২৭-২৯)*।

হাদীছে এসেছে, সুলাইম ইবনু আমের বলেন, ছাহাবীগণ বলতেন, আল্লাহ আমাদেরকে বেদুঈনদের প্রশ্নের দ্বারা উপকৃত করেছেন, একদা এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ জান্নাতে যন্ত্রণাদায়ক গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি জান্নাতের গাছ জান্নাতীকে কষ্ট দিবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

أَلَيْسَ اللهُ يَقُوْلُ فِيْ سِدْرٍ مَخْضُودٍ خَضَدَ اللهُ شَوْكَهُ فَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةً فَإِنَّهَا لَتُنْبِتُ ثَمَرًا تَفَتَّقُ الثَّمَرَةُ مِنْهَا عَنْ اِثْنَيْنِ وَسَبْعَيْنَ لَوْنًا مِنْ طَعَامٍ مَا فِيهَا لَوْنٌ يُشْبِهُ الْآخَرَ-

'আল্লাহ কি বলেননি, 'কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ'? আল্লাহ কুলের কাঁটা অপসারণ করবেন ও প্রত্যেক কাঁটার স্থানে ফল উদগত করবেন। ফলে ৭২ প্রকার খাদ্যের স্বাদ পাওয়া যাবে। একটি স্বাদ অন্যটির মত নয়'।[২৪৫]

উল্লেখ্য, জান্নাতের কুল ও কলা দুনিয়াবী কুল ও ফলার সাথে তুলনীয় নয়।[২৪৬]

জান্নাতী ফলের সাথে পার্থিব ফলের সম্পর্ক :

কোন কোন বিদ্বান পার্থিব ও জান্নাতী ফলের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে বলে মত পেশ করেছেন। তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। আল্লাহ্র বাণী, 'যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে,

---

২৪৫. হাকেম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৪২।
২৪৬. তাফসীর ইবনে কাছীর ৮/৪।

আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এটা তো তাই। তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী مِن قَبْـــلُ (ইতিপূর্বে) দ্বারা দুনিয়া উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাতের ফল। আর এসব ফল একটা অপরটার সাথে অতি সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأُتُوْا بِــهِ مُتَـــشَابِهًا 'আর তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*।

জান্নাতের কোন ফল যখন আহরণ করা হবে তখন সেখানেই অনুরূপ ফল পুনরায় স্থলাভিষিক্ত হবে। এছাড়া দুনিয়াতে মানুষকে যেসব ফল খেতে দেওয়া হয়েছে, জান্নাতের ফল সেরূপ হবে না। অধিকাংশ ফলই এমন হবে, যা দুনিয়াতে খেতে দেওয়া হয়নি। এমনকি দুনিয়াতে এসব তারা দেখেওনি। সুতরাং مِـــن قَبْـــلُ (ইতিপূর্বে) এর অর্থ হচ্ছে জান্নাতেই পূর্বে প্রদত্ত ফল।[২৪৭]

জান্নাতের ফলমূল সবই উত্তম, যার মধ্যে মন্দ বা খারাপ কিছু নেই। পক্ষান্তরে দুনিয়ার ফল কিছু নির্মল, শ্রেষ্ঠ আর কিছু অপরিষ্কার, নিকৃষ্ট। সুতরাং التشابه দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতী ফলের সাথে সাদৃশ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিদ্বানগণের একদল বলেন, জান্নাতের ফল রঙে ও দৃশ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে কিন্তু স্বাদে নয়।[২৪৮]

ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর বলেন, জান্নাতের তৃণ হচ্ছে জাফরান ও বালির স্তূপ হচ্ছে মিশকে আম্বর। জান্নাতবাসীর পাশে ফল নিয়ে ঘোরাফিরা করবে শিশুরা। জান্নাতবাসীরা সেখান থেকে খাবে। তাদেরকে অনুরূপ ফল পুনরায় দেওয়া হবে। তখন তারা ঐ শিশুদেরকে বলবে, তোমরাতো এখনই আমাদেরকে এরূপই দিয়ে ছিলে। তখন শিশুরা তাদেরকে বলবে, আপনারা খান, এগুলির রঙ অভিন্ন হলেও, স্বাদ ভিন্ন।[২৪৯] এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী, وَأُتُوْا بِهِ مُتَـــشَابِهًا 'তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*-এর তাৎপর্য।

জান্নাতের ফলের সাথে দুনিয়ার ফলের কোন সম্পর্ক নেই, কেবল নাম ব্যতীত। এটাই সঠিক অভিমত। সুতরাং জান্নাতের ফলের সাথে স্বাদ, রঙ ও আকৃতিতে পার্থিব ফলের কোন সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নেই, কেবল নাম হবে অভিন্ন। তেমনি

---

২৪৭. ছিফাতুল জান্নাত ফিল কুরআন, পৃঃ ৩৫৪-৫৫।

২৪৮. মা'আলিমুত তানযীল ১/৫৫; তাফসীরে কাবীর ১/১২৯; তাফসীরুল মানার ১/২৩৩।

২৪৯. তাফসীর ইবনে আবী হাতেম ১/৯০।

ভাবে জান্নাতী ফলের জাতও ভিন্ন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতে যা আছে, তা দুনিয়াতে যা আছে তার মত নয়।[২৫০]

হাদীছে জান্নাতী ফলের যে আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন ফলের ধরন ও ইহকালীন ফলের ধরন ও অবস্থা এক রকম নয়। এছাড়া পার্থিব পানাহার শারীরিক সুস্থতা ও জীবন ধারণের জন্য। আর পরকালীন পানাহার দৈহিক সুস্থতা, শক্তি বৃদ্ধি ও জীবন ধারণের জন্য নয়। কেননা সে জীবন অবিনশ্বর। সেখানকার খাদ্য-পানীয় নে‘আমত স্বরূপ ও স্বাদ আস্বাদনের জন্য, যে স্বাদ ও প্রকৃতি আমরা বর্তমানে অনুধাবন করতে পারছি না। সেটা আলামে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের অবস্থা, যা কুরআন ও হাদীছে এসেছে। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের কর্তব্য। আর প্রকৃত অবস্থা কেবল মহান আল্লাহ অবহিত।[২৫১]

জান্নাতবাসীকে তাদের চাহিদা মুতাবিক সবকিছু দেওয়া হবে

জান্নাতের অধিবাসীগণ যখনই কোন ফলমূল চাইবে, তখনই বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও পরিপক্ক ফল নিকটে পাবে। নির্দেশ দানের বেল-ঘণ্টা তার হাতের কাছেই থাকবে। এরপর আগত ফল ইচ্ছা করলে আহার করবে, নতুবা বিরত থাকবে।[২৫২] যেমন আল্লাহ বলেন, وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ‘আর তাদের পসন্দমত ফলমূল’ *(ওয়াকি‘আহ ৫৬/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ‘তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে’ *(মুরসালাত ৭৭/৪২)*।

জান্নাতবাসীরা হেলান দিয়ে বসে ফল আহার করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَشَرَابٍ ‘সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে’ *(ছোয়াদ ৩৮/৫১)*। এর মধ্যেই আছে নে‘আমতের পূর্ণতা এবং শান্তি ও প্রশান্তির পূর্ণাঙ্গতা।[২৫৩] দুনিয়াবী জীবনে মানুষ ভয়-ভীতিহীন অবস্থায় আহার করতে পসন্দ করে। জান্নাতে তারা এভাবেই আহার করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا ‘আমি হেলান দেয়া অবস্থায় খাই না’।[২৫৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

---

২৫০. তাফসীর তাবারী ১/৩৯১।
২৫১. তাফসীরুল মানার ১/২৩৩।
২৫২. ইতকান কী উলূমিল কুরআন ৩/২০৫।
২৫৩. তাফসীরে কালামিল মান্নান ৬/৪৩২।
২৫৪. বুখারী হা/৫৩৯৮, ‘খাদ্য’ অধ্যায়।

لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ 'আমি হেলান দেওয়া অবস্থায় আহার করি না'।[২৫৫]

উল্লেখ্য, দুনিয়াতে ঠেস দিয়ে আহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা এটা অহংকারী ও আত্মাগর্বীদের কাজ। যা বড় রাজ্যাধিপতিদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।[২৫৬] জান্নাতে এই অবস্থায় আহার করা হবে নে'আমত ও শান্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

জান্নাতীদের নিরাপত্তা ও নে'আমতের অবিনশ্বরতা

জান্নাতবাসীরা ফল আহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ্‌র বাণী এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন আল্লাহ বলেন, يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ 'সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে সব ধরনের ফলমূল আনতে বলবে' *(দুখান ৪৪/৫৫)*। অর্থাৎ তারা ফলমূল নিঃশেষ ও ফুরিয়ে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে। যে কোন কষ্ট ও অপসন্দনীয় কাজ থেকে তারা মুক্ত থাকবে। তারা অসুস্থ হবে না ও কোন যন্ত্রণা ভোগ করবে না।[২৫৭]

জান্নাতে অধিবাসীরা পার্থিব জীবনের ন্যায় ফল শেষ হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ، لاَ مَقْطُوْعَةٍ وَلاَ مَمْنُوْعَــــةٍ 'আর প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৩২-৩৩)*।

দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে ফল শেষ হয়ে যায়। যেমন গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলমূল ও শীতকালে গ্রীষ্মের ফল থাকে না। জান্নাতে সেরকম হবে না। জান্নাতী ফল সর্বদা থাকবে। জান্নাতের ফল লাভে কোন প্রতিবন্ধকতা, কাঁটা ফোঁটার কষ্ট ও দূরত্বের ঝামেলা থাকবে না। সেখানে ইচ্ছা করলেই তারা ফল আহরণ করতে পারবে। তাদের হাতের নাগালেই ফল থাকবে। সেগুলো পেতে তাদের কোন কষ্ট ও বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।[২৫৮]

জান্নাতের ফলের কোন তুলনা বা সাদৃশ্য দুনিয়াবী ফলের সাথে হয় না। এখানে তারা কোন কষ্ট ছাড়াই সেসব ফল লাভ করতে পারবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ 'আমরা তাদেরকে দেব ফলমূল ও গোশত যা তারা পসন্দ করে' *(তূর ৫২/২২)*। অনুরূপভাবে সূরা ওয়াকি'আহ (২০) ও মুরসালাতে (৪৩) এসেছে।

---

২৫৫. বুখারী হা/৫৩৯৯, 'খাদ্য' অধ্যায়।
২৫৬. ফাতহুলবারী ৯/৫৪৩।
২৫৭. জামিউল বয়ান ১৩/২৫/১৩৭; ফাতহুল ক্বাদীর ৪/৫৭৯।
২৫৮. জামেউল বয়ান ১৩/২৭/১৮৫; তাফসীরু কালামিল মান্নান ৭/২৬৬।

জান্নাতীদের সম্মান

জান্নাতবাসীরা সেখানে ফলমূল ও নে'আমত লাভ করে সম্মানিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوْمٌ، فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُوْنَ 'তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত' *(ছাফফাত ৩৭/৪১-৪২)*।

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করে সম্মানিত হবে। তদ্রূপ আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা পেয়ে ইয্যত লাভ করবে। কারণ জান্নাতে এসব তারা না চাইতেই বিনা কষ্টে লাভ করবে। অনুরূপভাবে তারা পুরস্কার ও প্রতিদান পেয়ে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, খাদেম-সেবক, পরিচারক ও স্থায়ী নে'আমত লাভ করে সম্মানিত হবে।[২৫৯]

যেমন আল্লাহ বলেন, هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'এসব আমাদের অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৯)*। অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ 'এটাতো আমাদের প্রদত্ত রিযিক যা নিঃশেষ হবে না' *(ছোয়াদ ৩৮/৫৪)*।

জান্নাতবাসীর পানীয়

জান্নাতের নে'আমত সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নানা ধরনের পানীয়। পবিত্র কুরআনে চার ধরনের পানীয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এসব পানীয়ের যথার্থ গুণও বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. স্বচ্ছ নির্মল পানি :

জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য নির্মল পানির প্রস্রবণ রয়েছে। যার স্বাদ, গন্ধ কখনও বিকৃত ও বিনষ্ট হবে না। আবার এসব বদ্ধ বা স্থির নয়; বরং প্রবহমান। আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَـــاءٍ غَيْـــرِ آسِـــنٍ 'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত; এতে আছে নির্মল পানির নহর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ 'সদা প্রবহমান পানি' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৩১)*।

২. দুধ :

জান্নাতীদের অন্যতম পানীয় হচ্ছে দুধ। এ দুধ এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে, তার স্বাদ থাকবে সদা অপরিবর্তিত। আর তা হবে পার্থিব দুধের চেয়ে ভিন্ন। আল্লাহ

২৫৯. *তাফসীর কুরআনিল আযীম ৭/১০।*

বলেন, وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ 'আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। পবিত্র কুরআনে এই একটি স্থানে দুধের কথা এসেছে।

৩. মধু :

জান্নাতে আরেক প্রকার পানীয় হিসাবে থাকবে বিশুদ্ধ মধু। যা কোন কিছুর সাথে সংমিশ্রিত হবে না, এর কোন তলানীও থাকবে না। আল্লাহ বলেন, وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى 'আছে পরিশোধিত মধুর নহর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। পবিত্র কুরআন মাজীদে এই একটি স্থানে মধুর কথা উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দুনিয়াবী মধুর সাথে জান্নাতী মধুর কোন তুলনা নেই।

৪. শরাব :

জান্নাতে পানীয় হিসাবে আরো থাকবে শরাব। এটা পার্থিব শরাবের মত নয়। এতে কোন মাতলামী থাকবে না। এটা পানে উন্মাদনা আসবে না। আসবে না নেশা। এ শরাবের বিবরণ বিস্তারিতভাবে কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ 'আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِيْنٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ، لاَ فِيْهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ 'তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে। শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। এতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং এতে তারা মাতালও হবে না' *(ছাফফাত ৩৭/৪৫-৪৭)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يَتَنَازَعُونَ فِيْهَا كَأْسًا لاَ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ 'সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পান পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না' *(তূর ৫২/২৩)*। তিনি আরো বলেন, يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِيْنٍ، لاَ يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُوْنَ 'তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির-কিশোররা। পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সে সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/১৭-১৯)*।

আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا 'সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ কর্পুর' *(দাহর/ইনসান ৭৬/৫)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا 'সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে যানজাবীল (আদা) মিশ্রিত পানীয়' *(ইনসান/দাহর ৭৬/১৭)*। তিনি আরো বলেন, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ 'তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে' *(মুতাফফিনীন ৮৩/২৫)*।

জান্নাতের সুরার সাথে দুনিয়াবী সুরা তুলনীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পার্থিব মদের মত এতে দোষণীয় কিছু নেই। পার্থিব সুরায় মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, শরীর বিনষ্ট হয়, অসুস্থতা আসে। অন্তরে শত্রুতা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, ব্যভিচার, হত্যাযজ্ঞ, বলৎকার প্রভৃতির দিকে ধাবিত করে। এতে আত্মগর্ব সৃষ্টি হয়। জান্নাতী সুরায় এ ধরনের নিকৃষ্ট গুণাবলী সৃষ্টি হয় না।[২৬০]

পার্থিব ও জান্নাতী রিযিকের মধ্যে পার্থক্য

জান্নাতী জীবিকা হচ্ছে উত্তম ও সম্মান-মর্যাদা স্বরূপ। দুনিয়াবী রিযিক ও জান্নাতী রিযিকের মাঝে পার্থক্য অনেক। এতদুভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। এই রিযিকের মধ্যে স্বাদ, গন্ধ, প্রকৃতি, বাহ্যিক দর্শন কোন ক্ষেত্রেই সামান্যতম মিল ও সম্পর্ক নেই। তবে নামে মিল রয়েছে। একই প্রকার রিযিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে :

১. পার্থিব রিযিক বছরের বিভিন্ন মৌসুমে শেষ হয়ে যায় কিংবা কালের আবর্তনে নিঃশেষ হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতের রিযিক কখনও শেষ হয় না, বিনষ্ট বা ধ্বংস হয় না। তা চিরকাল থাকবে এবং সব সময়, সব মৌসুমে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং সেখানে শীতকালীন বা গ্রীষ্মকালীন ফল বলে কিছু থাকবে না। বরং সেসব নে'আমত স্থায়ী হবে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং কোন অবস্থায় দূরীভূত হয়ে যাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ 'এটাতো আমাদের দেওয়া রিযিক, যা নিঃশেষ হবে না' *(ছোয়াদ ৩৮/৫৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ 'তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা স্থায়ী' *(নাহল ১৬/৯৬)*।

২. দুনিয়াবী রিযিকের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট রয়েছে। জান্নাতী রিযিকের সবই উৎকৃষ্ট, সবই উত্তম। স্বাদ, খাদ্যমান, সুগন্ধি ও বাহ্যিক দর্শন সবই উত্তম ও হৃদয়গ্রাহী। মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রদত্ত রিযিককে সম্মানিত বলে উল্লেখ করেছেন। কুরআনের ছয়টি স্থানে এ জীবিকাকে وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (সম্মানিত রিযিক)

---

২৬০. ছিফাতুল জান্নাহ ফিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৩৭২।

বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬১]

জান্নাতের রিযিককে সম্মানিত বলা হয়েছে, যদিও সম্মানিত হওয়া রিযিক ভোগকারীর গুণ-বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা একটা সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে পার্থিব রিযিক মানুষের হাতে নির্ধারিত পরিমাণে থাকে। কারো হাতে সেটা আবদ্ধ থাকে। ব্যবসায়ী বাজার থেকে ক্রয় করে, অন্যান্য কর্মীরা উৎপাদনকারীর নিকট থেকে, বাদশাহ প্রজাদের নিকট থেকে এবং প্রজারা অন্য প্রজার নিকট থেকে সংগ্রহ করে। সুতরাং দুনিয়াবী রিযিক নিজে নিজে আসে না। তা এক জনের অধীনে থাকে, সে অন্যদের জন্য প্রেরণ করে। কিন্তু পরকালে তা ধারণকারী ও প্রেরণকারী কেউ থাকবে না। তা নিজে নিজেই আসবে। এর জন্য দুনিয়ার জীবিকার পরিবর্তে তা ভোগকারীকে সম্মানিত বলা হয়। আর পরকালীন রিযিককেই সম্মানিত বলে অভিহিত করা হয়'।[২৬২]

আল্লাহ এ রিযিককে উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوْا أَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ 'আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্র পথে, অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিকিদাতা' *(হজ্জ ২২/৫৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا– 'যে কেউ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দিবেন' *(তালাক ৬৫/১১)*। আয়াতে রিযিক বলতে আহার্য, পানীয় এবং আল্লাহ জান্নাতে স্বীয় প্রিয় বান্দাদের জন্য যা তৈরী করে রেখেছেন সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে।[২৬৩]

৩. পার্থিব জীবিকা লাভের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও কষ্ট করতে হয়। কিন্তু জান্নাতী রিযিক কোন কষ্ট-ক্লেশ ও পরিশ্রম ব্যতীত লাভ করা যাবে। এমনকি তা জান্নাতীদের নিকটে পৌঁছে যাবে। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, করুণা, নে'আমত দ্বারা সম্মানিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوْمٌ، فَوَاكِهُ وَهُمْ

---

২৬১. *আনফাল ৮/৪, ৭৪; হজ্জ ২২/৫০; নূর ২৪/২৬; সাবা ৩৪/৪; আহযাব ৩৩/৩১।*
২৬২. *তাফসীর কাবীর ২৫/২০৮।*
২৬৩. *জামিউল বয়ান ১৪/২৮/১৫৩।*

مُكْرَمُوْنَ 'তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত' *(ছাফফাত ৩৭/৪১)-৪২)*।

৪. দুনিয়ার রিযিক লাভ করার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট-ক্লেশ করতে হয়। কিন্তু জান্নাতী রিযিক লাভের জন্য কোন চেষ্টা ও কষ্ট করতে হয় না। বরং এসব তাদের নিকটবর্তী হবে। জান্নাতে বান্দারা এসব পাবে, যেভাবে তারা পেতে চাইবে; দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে বা হেলান দিয়ে। আল্লাহ বলেন, وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً 'আর এর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে' *(দাহর/ইনসান ৭৬/১৪)*।

৫. দুনিয়ার রিযিক থাকে নির্ধারিত বা সীমিত পরিমাণে। কিন্তু জান্নাতী রিযিক হবে অসীম ও বেহিসাব। আল্লাহ বলেন, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ 'তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ' *(গাফির/মুমিন ৪০/৪০)*।

উল্লেখ্য, জান্নাতে রাত দিনের কোন পার্থক্য নেই। সেখানে জান্নাতীরা ঘুমাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ، وَلاَ يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ 'ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর সহোদর। আর জান্নাতবাসী ঘুমাবে না'।[২৬৪]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ليس في الجنة بكـــرة ولا عـــشيا ولكن يؤتون على مقدار ذلك بالليل والنهار- 'জান্নাতে সকাল-সন্ধ্যা নেই। বরং তাদেরকে রাত-দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।[২৬৫]

আল্লাহ্‌র বাণী, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَـــشِيًّا 'সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ' *(মারিয়াম ১৯/৬২)*। এ আয়াতে জান্নাতীদের পানাহার গ্রহণের সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে দুনিয়াতে মানুষের সকাল-সন্ধ্যায় আহার গ্রহণের সময়। কেননা জান্নাতে রাত-দিন নেই।

জান্নাতীরা সদা-সর্বদা জ্যোতি বা আলোর মাঝে থাকবে। তাদের দিন-রাতের সময় নির্ধারিত থাকবে। রাতের সময় তারা বুঝতে পারবে পর্দাবৃত বা পর্দা নেমে যাওয়ার মাধ্যমে এবং দ্বার সমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। আর পর্দা উঠে যাওয়া ও দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবস বুঝতে পারবে।[২৬৬]

---

২৬৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৮০৮।
২৬৫. তাফসীর সুফিয়ান ছাওরী, পৃঃ ১৮৭।
২৬৬. জামিউল বয়ান ৭/১৬/১০২।

তৃতীয় অধ্যায়

জান্নাতের অধিবাসী ও তাদের অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ : জান্নাতের অধিবাসী

কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশকারীগণ

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে আদি পিতা-মাতা আদম (আঃ) ও হাওয়াকে জান্নাতেই রাখা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

'আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; তাহলে তোমরা অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। তিনি আরো বলেন,

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আ'রাফ ৭/১৯)*।

কিন্তু শয়তানের প্রলোভন ও চক্রান্তে পড়ে আদম ও হাওয়া আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে ফেললেন। ফলে শাস্তি স্বরূপ উভয়কে সেই জান্নাত থেকে এই মাটির ধরায় নামিয়ে দেওয়া হলো।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমরা তাকে দৃঢ়সংকল্প পাইনি। (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশতাগণকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল। অতঃপর আমরা বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র ক্লিষ্টও হবে না। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনদানকারী

বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা তা হতে ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো। ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তিনি তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না’ *(ত্ব-হা ২০/১১৫-১২৩)*।

নবী করীম (ছাঃ) মি‘রাজের রাত্রে জান্নাত দর্শন করেছেন। এছাড়া শহীদগণ কিয়ামত হওয়ার পূর্বেই জান্নাতে বসবাস করেন। মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

‘যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)* এই আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, শোন! আমরাও এ বিষয়ে নবী করী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহের মধ্যে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হলো (আল্লাহ্র) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নিবে। একদা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা কর? তারা বলল, আমরা আর কি কামনা করব? আমরা তো জান্নাতে যেখানে খুশী সেখানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি! (আল্লাহ) অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা করি যে, আপনি আমাদের আত্মাসমূহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাহে দ্বিতীয়বার নিহত হয়ে আসতে পারি। অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা বা সাধ) নেই, তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে’।[২৬৭]

২৬৭. *মুসলিম হা/১৮৮৭।*

জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মানুষ

নবী-রাসূলগণ জান্নাতী। এছাড়া উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে মহানবী (ছাঃ) কর্তৃক দশজন ছাহাবী একত্রে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তাদেরকে ‘আশারায়ে মুবাশশারাহ’ বলা হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَبُو بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيدٌ فِى الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ.

‘আবু বরক জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওছমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ জান্নাতী, সা‘দ জান্নাতী, সাঈদ জান্নাতী এবং আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ জান্নাতী’।[২৬৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَشْرَةٌ فِى الْجَنَّةِ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ. وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ. قَالَ فَقَالُوْا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ.

‘দশজন জান্নাতী, নবী জান্নাতী, আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওছমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম জান্নাতী, সা‘দ ইবনু মালেক জান্নাতী, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ জান্নাতী। আর তুমি চাইলে দশম জনের নাম বলতে পারি। ছাহাবীগণ বললেন, কে সে? তিনি বললেন, সে হচ্ছে সাঈদ ইবনু যায়েদ’।[২৬৯]

আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নিজ বাড়িতে ওযূ করে বাইরে গেলেন এবং (মনে মনে) বললেন যে, আজ আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থাকব। সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ছাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, তিনি এই দিকে গমন করেছেন। আবূ মূসা (রঃ) বলেন, আমি তাঁর পশ্চাতে চলতে থাকলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি ‘আরীস’ কুয়ার (সন্নিকটে

২৬৮. তিরমিযী হা/৩৭৪৭-৪৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩; মিশকাত হা/৬১১০-১১, সনদ ছহীহ।
২৬৯. আবু দাউদ হা/৪৬৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৩৫।

একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি (বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব-পায়খানা সমাধা করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তিনি 'আরীস' কুয়ার পাড়ের মাঝখানে পায়ের নলা খুলে পা দু'টো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে আবার ফিরে এসে প্রবেশ পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে বললাম যে, আজ আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূলের দ্বাররক্ষক হব। সুতরাং আবূ বকর (রাঃ) এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন, আবূ বকর। আমি বললাম, একটু থামুন। তারপর আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি আবূ বকর, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। আমি আবু বকরের নিকটে এসে বললাম, আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। আর তার সাথে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন'। আবু বকর প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় তুলে পা দু'খানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মত বসে পড়লেন।

আমি পুনরায় দ্বারপ্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযূ করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযূর পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে। আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে দরজা নাড়াল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? সে বলল, ওমর বিন খাত্তাব। আমি বললাম, একটু থামুন। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, তিনি ওমর। প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। সুতরাং আমি ওমরের নিকট এসে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ সংবাদও জানাচ্ছেন। সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর বাম পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর মনে মনে বলতে থাকলাম, আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তাহলে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? সে বলল, আমি ওছমান ইবনে আফফান। আমি বললাম, একটু থামুন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে তার জীবনে বিপর্যয় আছে। আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, প্রবেশ করুন। আর

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে। সুতরাং তিনি সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে। ফলে তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন।[২৭০] এভাবে রাসূল (ছাঃ) কয়েকজন ছাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

এতদ্ব্যতীত রাসূল (ছাঃ) দুনিয়াতেই যাদেরকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন, তারা হলেন-

১। শহীদগণের সর্দার হামযাহ বিন আব্দিল মুত্তালিব (রাঃ)। তার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, حمزة سيد الشهداء يوم القيامة 'ক্বিয়ামতের দিন শহীদগণের সর্দার হবেন হামযাহ'।[২৭১]

২। জা'ফর বিন আবী তালেব (রাঃ)। তার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَأَيْتُ جَعْفَرَبْنَ أَبِي طَالِبٍ مَلَكاً يَطِيرُ فِي الجَنَّةِ مَعَ المَلاَئِكَةِ بِجَنَاحَيْنِ 'আমি জা'ফর ইবনু আবী তালেবকে ফেরশতার মত দেখলাম, সে জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে তার দু'পাখা দ্বারা উড়ে বেড়াচ্ছে'।[২৭২]

৩। আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)। তার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِى الْجَنَّةِ 'তিনি জান্নাতীদের দশজনের দশম ব্যক্তি'।[২৭৩] অন্যত্র এসেছে, সা'দ (রাঃ) বলেন, مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِحَىٍّ يَمْشِى أَنَّهُ فِى الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন জীবিত চলমান ব্যক্তির ব্যাপারে একথা বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতী। তবে শুধু আব্দুল্লাহ বিন সালামকে একথা বলেছেন'।[২৭৪]

৪। যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)। তার সম্বন্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِي جَارِيَةٌ شَابَّةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتِ قالَتْ لِزَيْدِبْنِ حَارِثَةَ. 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলে একজন যুবতী মেয়ে আমাকে স্বাগত জানাল। আমি তাকে বললাম, তুমি কার জন্য? সে বলল, আমি যায়েদ ইবনু হারেছার জন্য'।[২৭৫]

---

২৭০. বুখারী হা/৩৬৭৪; মুসলিম হা/২৪০৩।
২৭১. ছহীহুল জামে' হা/৩১৫৮, ৩৬৭৫-৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৭৪।
২৭২. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২২৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৪৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৬২।
২৭৩. তিরমিযী হা/৩৮০৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬২৩১।
২৭৪. মুসলিম হা/২৪৮৩, 'কিতাবুল মানাকিব'।
২৭৫. ছহীহুল জামে' হা/৩৩৬৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৫৯।

৫। যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল (রাঃ)। তার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَرَأَيْتُ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرٍوبنِ نُفَيْلٍ دَرَجَتَيْنِ ‘আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। অতঃপর যায়েদ ইবনু আমর ইবনে নুফাইলের জন্য দু’টি স্তর দেখতে পেলাম’।[২৭৬]

৬। হারেছাহ বিন নু‘মান (রাঃ)। তার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَةً، فَقُلْتُ مَنْ هذَا؟ قَالُوْا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، كَذَلِكُمُ الْبِرُّ، كَذَلِكُمُ الْبِرُّ ‘আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। অতঃপর সেখানে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? তারা বলল, হারেছা ইবনু নু‘মান; অনুরূপ তোমাদের পুণ্যবান, অনুরূপ তোমাদের পুণ্যবান’।[২৭৭]

৭। বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিলাল (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الإِسْلاَمِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِىْ أَنِّىْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ أَنْ أُصَلِّىَ

‘হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর সম্পাদন করেছ? কেননা আমি (মি‘রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। বিলাল (রাঃ) বললেন, আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই ততটুকু ছালাত আদায় করি, যতটুকু ছালাত আদায় করা আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকে’।[২৭৮]

৮। আবুদ দাহদাহ (রাঃ)। তিনি খেজুরের গোটা বাগান দান করেছিলেন। এজন্য মহানবী (ছাঃ) তাঁকে বলেছিলেন,

كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًّى فِى الْجَنَّةِ لاِبْنِ الدَّحْدَاحِ. أَوْ قَالَ شُعْبَةُ لأَبِى الدَّحْدَاحِ.

---

২৭৬. ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪০৬।

২৭৭. হাকেম, বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯১৩।

২৭৮. বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিমহা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।

'ইবনু দাহদাহার নিমিত্তে জান্নাতে কত বিশাল খেজুর গাছ (ও খেজুর) রয়েছে। অথবা শু'বা বলেন, আবুদ দাহদাহার জন্য'।[২৭৯]

৯। ওয়ারাক্বাহ বিন নাওফেল (রাঃ)। তার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسُبُّوْا وَرَقَةَ، فَإِنِّيْ رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ 'তোমরা ওয়ারাকা বিন নওফেলকে গালি দিও না। আমি তার একটি বা দু'টি জান্নাত দেখেছি'।[২৮০]

১০। সা'দ বিন মু'আয। তার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا- 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, জান্নাতে সা'দ বিন মু'আযের রুমাল এর চেয়ে উন্নত মানের'।[২৮১]

১১। আব্দুল্লাহ বিন আমর। তার সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,

يَا جَابِرُ أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لأَبِيكَ. وَقَالَ يَحْيَى فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَالِى أَرَاكَ مُنْكَسِرًا. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتُشْهِدَ أَبِى وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا. قَالَ أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِىَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ. قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا. فَقَالَ يَا عَبْدِى تَمَنَّ عَلَىَّ أُعْطِكَ. قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِى فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً. فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّى أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُونَ. قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِى. قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).

'হে জাবের! আমি কি তোমাকে খবর দিব না যে, আল্লাহ তোমার পিতাকে কি বলেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ কোন ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেননি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে পর্দা ব্যতীত কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দিব। তোমার পিতা বলেছে, হে আমার রব! আমাকে

২৭৯. আহমাদ, মুসলিম হা/৯৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৭৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৬৪।
২৮০. হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৭৩২০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০৫।
২৮১. বুখারী হা/২৬১৫, ৩২৪৮; মুসলিম হা/২৪৬৮।

Contents

দ্বিতীয় বার জীবিত কর, যাতে আমি তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ বললেন, আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে আর ফেরৎ আসা যাবে না। তোমার পিতা বলল, হে আমার রব! তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে আমার উত্তরসূরীদের এ সংবাদ জানিয়ে দাও। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, ‘যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বনে কর না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিযিকপ্রাপ্ত হয়’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*।[২৮২]

১২। উক্বাশা ইবনু মিহছান আল-আসাদী (রাঃ)। তার সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোকের একটি দল (বিনা হিসাবে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের মুখমণ্ডল চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তখন উকাশা বিন মিহছান তাঁর পরিহিত রঙিন ডোরাওয়ালা চাদর উপরে তুলে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দো‘আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দো‘আ করলেন, হে আল্লাহ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অতঃপর আনছারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দো‘আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, উকাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে।[২৮৩]

১৩। আয়েশা বিনতু আবী বকর (রাঃ)। তার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قُلْتُ : بَلَى. قَالَ : فَأَنْتِ زَوْجَتِيْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ- ‘(হে আয়েশা!) তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, হবে’? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার স্ত্রী’।[২৮৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَائِشَةُ زَوْجِيْ فِي الْجَنَّةِ ‘আয়েশা জান্নাতে আমার স্ত্রী’।[২৮৫]

১৪। হাফছাহ বিনতু ওমর (রাঃ)। তার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ ‘জিবরীল

---

২৮২. *ইবনু মাজাহ হা/১৯০, ২৮০০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৯০৫।*
২৮৩. *বুখারী হা/৫৮১১, ৫৭৫২, ৬৫৪২; মুসলিম হা/২১৬, ২১৮, ২২০; মিশকাত হা/৫২৯৬।*
২৮৪. *মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৬৭২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৫৫, ৩০১১।*
২৮৫. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪২।*

(আঃ) আমাকে বলেছেন, আপনি হাফছাকে ফিরিয়ে নিন। কেননা সে অধিক ছিয়াম পালনকারী ও ছালাত আদায়কারী। আর সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী’।[২৮৬]

১৫। গুমাইছা বিনতু মিলহান (রাঃ)। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْـــنِ مَالِـــكٍ. ‘আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, সেখানে জুতার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ কে? ফেরেশতাগণ বললেন, এ হচ্ছে গুমাইছা বিনতু মিলহান, যিনি আনাসের মা’।[২৮৭] তিনি আরো বলেন, رَأَيْتُنِىْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِى طَلْحَـــةَ ‘আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। সেখানে আবু তালহার স্ত্রী রুমাইছাকে দেখলাম’।[২৮৮]

এতদ্ব্যতীত যৌথভাবে অনেকের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ ‘বদর ও হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী কোন লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে না’।[২৮৯]

জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি

জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করবেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আর উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁরই উম্মত। এটা হলো মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ সম্মান। মহানবী (ছাঃ) বলেন, أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ‘আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করব’।[২৯০] তিনি আরো বলেন, آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَـــدٍ قَبْلَـــكَ ‘আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশতা বলবেন, কে আপনি? আমি বলব, মুহাম্মাদ। দারোয়ান বলবেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি’।[২৯১]

---

২৮৬. *মুসতাদরাকে হাকেম, ছহীহুল জামে‘ হা/৪৩৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৭।*
২৮৭. *মুসলিম হা/২৪৫৬।*
২৮৮. *বুখারী হা/৩৬৭৯।*
২৮৯. *তা‘লীকাত হা/৪৭৮০; ছহীহাহ হা/২১৬০।*
২৯০. *মুসলিম হা/১৯৬।*
২৯১. *মুসলিম হা/১৯৭।*

তিনি আরো বলেন, نَحْنُ الآخِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ 'আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে এসেছি, সর্বপ্রথম কিয়ামতে উপস্থিত হব এবং আমরাই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব'।[২৯২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুহাজিরদের দল জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৯৩]

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী দল

সর্বপ্রথম একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। যে দলের ঈমান হবে সুদৃঢ়, তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতা হবে সবার শীর্ষে এবং আমল হবে সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হূরগণ। তারা সকলেই একটি মানব দেহের ন্যায়, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে (যাদের উচ্চতা) হবে ষাট হাত পর্যন্ত'।[২৯৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, '(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে'।[২৯৫]

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হলো। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম, তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে বিরাট একটি জামা'আত আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো যে, এটি হলো মূসা ও তাঁর উম্মতের জামা'আত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান। অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামা'আত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হলো যে, এটি হলো আপনার উম্মত। আর

---

২৯২. বুখারী হা/৬৮৮৭; মুসলিম হা/৮৫৫।
২৯৩. সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৮৫৩।
২৯৪. বুখারী হা/৩৩২৭; মুসলিম হা/২৮৩৪।
২৯৫. বুখারী হা/৩২৪৫; মুসলিম হা/২৫৩৭।

তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাযার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ জান্নাতী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, সম্ভবতঃ ঐ লোকেরা হলো তারা, যারা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী। কিছু লোক বলল, বরং সম্ভবতঃ তারা হলো, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করেনি। আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, ‘তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছ?’ তারা বিষয়টি খুলে বললে তিনি বললেন, তারা হলো যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, ঝাড়-ফুঁক করায় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখে’।

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন যে, ‘(হে আল্লাহ্‌র রাসূল!) আপনি আমার জন্য দো‘আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে একজন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্যও দো‘আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগামী হয়েছে’।[২৯৬]

শুধু সত্তর হাযারই নয়, বরং ঐ সত্তর হাযারের প্রত্যেক হাযারের সাথে আরো সত্তর হাযার করে মুসলিম জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِى مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفاً-

‘আমাকে দেওয়া হলো যে, সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। তাদের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায়। আমি আল্লাহর কাছে আরো বেশী চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন, ঐ সত্তর হাযারের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আরো সত্তর হাজার করে মুসলিম জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[২৯৭]

---

২৯৬. *বুখারী হা/৫৭০৫; মুসলিম হা/২২০; মিশকাত হা/৫২৯৬।*
২৯৭. *আহমাদ, সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৪৮৪।*

অন্য এক বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহ্‌র তিন অঞ্জলি অতিরিক্ত মুসলিমকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হবে। আর তার সংখ্যা কেবল তিনিই জানেন।

এই অগ্রগামী দলের কথাই হয়তো মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন, وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ، فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ، وَقَلِيْلٌ مِنَ الْآخِرِيْنَ 'আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তী। তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত। তারা থাকবে সুখময় জান্নাত সমূহে। বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১০-১৪)*।

ধনীদের পূর্কে দরিদ্ররা জান্নাতে যাবে

গরীবদের সম্পদ নেই, তাই তাদের হিসাব কম। কারণ তাদের যাকাত নেই, হজ্জ নেই, অর্থ-সম্পদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই। সুতরাং তারা নির্ঝঞ্ঝাটে ধনীদের আগে আগেই জান্নাতে চলে যাবে। এক বর্ণনানুসারে তারা ৪০ বছর আগে জান্নাতে চলে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا 'মুহাজিরদের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৯৮]

অন্য এক বর্ণনা মতে, তারা ৫০০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَـــامٍ– 'গরীব মুমিনরা ধনীদের অর্ধ দিন তথা পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৯৯] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

أَتَعْلَمُ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الْمُهَاجِرُوْنَ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُوْنَ، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: أَوَ قَدْ حُوْسِبْتُمْ ؟ قَالُوْا: بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ؟ وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيَقِيْلُوْنَ فِيْهَا أَرْبَعِيْنَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخلَهَا النَّاسُ–

---

২৯৮. মুসলিম হা/২৯৭৯;মিশকাত হা/৫২৩৫।

২৯৯. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৩; মিশকাত হা২১৯৮, সনদ হাসান।

'তুমি কি জান যে, আমার উম্মতের প্রথম কোন দল জান্নাতে প্রবেশ করবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন, মুহাজিরগণ। তারা ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় আসবে এবং জান্নাতের দরজা খুলতে বলবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কি হিসাব নেওয়া হয়েছে? তারা বলবে, আমাদের কিসের হিসাব হবে? আল্লাহর রাস্তায় আমাদের তরবারি ছিল আমাদের কাঁধে। এমনকি তার উপরেই আমরা মৃত্যু বরণ করেছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন তাদের জন্য দরজা খোলা হবে। তারা অন্য মানুষের জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে চল্লিশ বছর বিশ্রাম করবে'।[৩০০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ–

'আমি জান্নাতেরা প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালাম। দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র-মিসকীন। আর ধনীদেরকে দেখলাম বন্দী অবস্থায়। যারা জাহান্নামবাসী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখলাম, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদের অধিকাংশই মহিলা'।[৩০১]

ধনী ও দরিদ্রদের ঈমানী শক্তি ভেদে সময়ের এই পার্থক্য হবে। সুতরাং যে গরীব সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ধনী সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান হবে ৫০০ বছর। আর যে গরীব সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ধনী সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে ৪০ বছর। এ ব্যাপারে আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত।[৩০২]

পাপী মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ

যে সকল গোনাহগার মুমিন তওবা না করে মৃত্যু বরণ করবে এবং আল্লাহ্র ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে, তারা আল্লাহ্র ইচ্ছায় জাহান্নামে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করবে। তাদেরকে সরাসরি জাহান্নামে দেওয়া হবে কিংবা পুলছিরাত পার হওয়ার সময় পিছলে গিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। তাদের মধ্যে কেউ সুপারিশের ফলে, কেউ মহান আল্লাহ্র দয়ায়, আবার কেউ কৃতপাপের পর শাস্তি

---

৩০০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৫৩।

৩০১. বুখারী হা/৪৭৯৭; মুসলিম হা/২৭৩৬।

৩০২. ইবনু কাছীর, আন-নিহায়াহ ২/৩৪৫।

ভোগের পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের ঈমানের কারণে জান্নাতে স্থান লাভ করবে। কিন্তু জান্নাতে তারা ‘জাহান্নামী’ বলে পরিচিত থাকবে। এ সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমনরাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوْا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيْلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ.

‘জাহান্নামীরা জাহান্নামে থাকবে, তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। তবে কতক লোক তাদের ভুলত্রুটি ও গুনাহের কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আগুন তাদের দগ্ধিভূত করবে, ফলে তারা কয়লার ন্যায় হয়ে যাবে। তখন তাদের শাফা‘আতের অনুমতি দেয়া হবে। তাদের দলে দলে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে এবং জান্নাতের ঝরণার নিকট ছড়িয়ে রাখা হবে। তখন বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দাও। ফলে তারা প্লাবনের পর উর্বর মাটিতে চারাগাছ গজানোর মত গজিয়ে উঠবে’।[৩০৩]

তিনি আরো বলেন, يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ- ‘জাহান্নাম থেকে এক দল বের হবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা‘আতের কারণে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে অভিহিত করা হবে’।[৩০৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيْرُ. قُلْتُ مَا الثَّعَارِيْرُ قَالَ الضَّغَابِيْسُ ‘শাফা‘আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে (মানুষকে) বের করা হবে। যেমন তারা সা‘আরীর। (রাবী জাবির বলেন) আমি বললাম, ছা‘আরীর কী? তিনি বললেন, ছা‘আরীর মানে গজিয়ে ওঠা ঘাস (কচি ঘাস)’।[৩০৫]

তিনি আরো বলেন, يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ ‘আযাবে চামড়ায় দাগ পড়ে যাবার পর একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ

---

৩০৩. মুসলিম হা/১৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৫১।
৩০৪. বুখারী হা/৬৫৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১৫; মিশকাত হা/৫৫৮৫।
৩০৫. বুখারী হা/৬৫৫৮; মিশকাত হা/৫৬১০।

করবে। তখন জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামী বলেই ডাকবে'।[৩০৬] তিনি আরো বলেন,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً-

'জাহান্নাম থেকে বের হবে যে বলেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তার অন্তরে যব পরিমাণ পুণ্য রয়েছে। অতঃপর জাহান্নাম থেকে বের হবে যে বলেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তার অন্তরে গম পরিমাণ পুণ্য রয়েছে। অতঃপর জাহান্নাম থেকে বের হবে যে বলেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তার অন্তরে অণু পরিমাণ পুণ্য রয়েছে'।[৩০৭]

জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি

জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি অথবা সর্বনিম্ন মানের জান্নাতীও বিশাল জান্নাত, অশেষ সুখ-শান্তি ও নে'আমতের অধিকারী হবে। এ ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

إِنِّى لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا، فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى. فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا. أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. فَيَقُوْلُ تَسْخَرُ مِنِّىْ، أَوْ تَضْحَكُ مِنِّى وَأَنْتَ الْمَلِكُ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً-

'সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত

---

৩০৬. বুখারী হা/৬৫৫৯।

৩০৭. বুখারী হা/৭৪১০; মুসলিম হা/১৯১।

পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম। আল্লাহ বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পূর্ণ দেখলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! তখন সে বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, এ হলো সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী’।[৩০৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘যখন আল্লাহ বিচার শেষ করবেন, নিজের বিশেষ দয়া দ্বারা কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, আর যারা স্বাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। তখন তারা ঐ সমস্ত লোকদের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন এবং জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ সিজদার চিহ্নসমূহ জ্বালানো আগুনের উপরে হারাম করে দিয়েছেন। ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি মানুষের সিজদার স্থান ব্যতীত জাহান্নামের আগুন গোটা দেহটি জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। সুতরাং তাদেরকে এমন আগুনদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের করা হবে যে, তারা একেবারে কালো কয়লা হয়ে গেছে। তখন তাদের উপর হায়াত দান করা পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এতে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোন বীজ পানির স্রোতের ধারে সজীব হয়ে উঠে। সে সময় জাহান্নাম হতে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থেকে যাবে, যার মুখ হবে জাহান্নামের দিকে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামের দিক হতে আমার মুখখানা ফিরিয়ে দেও। কারণ জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে অত্যধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং তার অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলছে। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি যা চাচ্ছ তা দিলে অন্য কিছু চাইবে কি? তখন সে বলবে, তোমার সম্মানের কসম করে বলছি, আমি আর কিছুই চাইব না। আর সে আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তার মুখকে জাহান্নামের দিক হতে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ তাকে যতক্ষণ চুপ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। তারপর বলবে, হে

৩০৮. বুখারী হা/৬৫৭১; মুসলিম হা/১৮৬।

আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাও। এ কথা শুনে আল্লাহ বলবেন, তুমি কি ওয়াদা ও প্রশ্রিুতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তাছাড়া কখনও আর অন্য কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য কর না। তখন আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সমস্ত কিছু দেওয়া হয় তাহলে কি অন্য কিছু চাইবে? সে বলবে, না। তোমার সম্মানের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। সে আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে আসা হবে। তখন সে তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ যতক্ষণ তাকে চুপ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেও। তখন আল্লাহ বলবেন, আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী। তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা কিছু দিব তা ব্যতীত অন্য কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্য কর না। এ বলে সে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ হেসে উঠবেন। যখন তিনি হেসে ফেলবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার চাও, তোমার যা চাওয়ার আছে। তখন সে আল্লাহ্র কাছে মন খুলে চাইবে। এমনকি যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও, ওটা চাও। এমনকি সে আকাঙ্ক্ষাও যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, এ সমস্ত কিছুই তোমাকে দেওয়া হলো। আবু সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ বলবেন, যাও তোমাকে এ সমস্ত কিছু তো দিলামই এর সঙ্গে আরও দশ গুণ পরিমাণও দিলাম'।[৩০৯]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সর্বশেষ ব্যক্তি যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে, আর একবার আগুন তাকে ঝলসিয়ে দিবে। অতঃপর যখন সে এ অবস্থায় জাহান্নামের সীমানা পার হয়ে আসবে, তখন সে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান প্রতিপালক, যিনি আমাকে তা থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পরের কোন ব্যক্তিকেই দান করেননি। অতঃপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছে দাও যাতে আমি তার নীচে ছায়া অর্জন করি এবং তার ঝরণা হতে পানি পান করি। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান!

---

৩০৯. বুখারী/৭৪৩৭, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৩।

যদি আমি তোমাকে তা প্রদান করি তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আর কিছু চাইব না। সে আল্লাহ্‌র সাথে এ অঙ্গীকারও করবে যে, সে তা ব্যতীত অন্য কিছুই চাইবে না। অথচ তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তা'আলা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌঁছে দিবেন। সে তার ছায়া উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর আরেক গাছ প্রকাশ পাবে, যা প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম। তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির নিচে করে দাও। যেন আমি সেখানে ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং তার ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি। আমি এছাড়া অন্য কিছু তোমার কাছে চাইব না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি এছাড়া অন্য কিছুই চাইবে না? আল্লাহ আরো বলবেন, এমনও তো হতে পারে যদি আমি তোমাকে তার নিকটে পৌঁছে দেই তখন তুমি অন্য আর কিছু চেয়ে বসবে। তখন সে এ প্রতিশ্রুতি দিবে যে, তা ব্যতীত আর কিছুই চাইবে না। আল্লাহ তাকে অপারগ মনে করবেন। কেননা তিনি ভালভাবে অবগত আছেন ওখানে যাওয়ার পর সে যা কিছু দেখতে পাবে তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ তাকে তার নিকটবর্তী করে দিবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর জান্নাতের দরজার নিকটে এমন একটি গাছ প্রকাশ করবেন যা প্রথম দু'টি অপেক্ষা উত্তম। তা দেখে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির নিকটে পৌঁছে দিন, যাতে আমি তার ছায়া ভোগ করতে পারি এবং তার পানি পান করতে পারি। এছাড়া তোমার কাছে আর কিছুই চাইব না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি তাছাড়া আর কিছু চাইবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, ওয়াদা তো করেছিলাম, তবে হে আমার প্রতিপালক! আমার এ আশা পূরণ করে দাও, এরপর আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তাকে অপারগ জানবেন। কেননা তিনি জানেন এ যা কিছু দেখতে পাবে তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। তখন তাকে তার নিকটে করে দেওয়া হবে। যখন সে গাছটির নিকটে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেও। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার নিকট তোমার চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং তার সঙ্গে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? এ কথা বলার পর ইবনে মাস'উদ

রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হাসলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, আমার হাসার কারণ কি? তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেসেছিলেন। তখন ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি জিনিস আপনাকে হাসাল? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন ঐ লোকটি বলল, আপিনি গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন স্বয়ং আল্লাহ হেসে ফেললেন এবং বললেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; বরং আমি যা ইচ্ছা করি তা করতে সক্ষম। মুসলিম গ্রন্থের অন্য বর্ণনায় আবু সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র উক্তি 'হে আদম সন্তান! কখন তোমার চাহিদা হতে রেহাই পাব'? এখান থেকে শেষ পর্যন্ত হাদীছের অংশটি তিনি বর্ণনা করেননি। অবশ্য এ কথাগুলো বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, তুমি আমার কাছে এটা চাও, ওটা চাও। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমার চাহিদা মত এটা তো তোমাকে দিলামই অনুরূপ আরো দশগুণ প্রদান করলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে জান্নাতে তার ঘরে প্রবেশ করবে এবং সঙ্গে প্রবেশ করবে হূরগণ হতে তার দু'জন স্ত্রীও। তখন হূরদ্বয় বলবে, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আামাদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন লোকটি বলবে, আমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এ পরিমাণ আর কাউকে দেওয়া হয়নি'।[৩১০]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রবের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেন, মেঘহীন আকাশে সূর্যকে দেখতে তোমাদের অসুবিধা হয় কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, সেদিন তোমাদের রবকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশপূজারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সঙ্গে। সকলেই তাদের উপাস্যের সঙ্গে যাবে। বাকী থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীরা। নেক্‌কার ও বদ্‌কার সকলেই এবং আহলে কিতাবের কতক লোকও থাকবে। অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র উযায়ের (আঃ)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে,

---

৩১০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৪।

তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ্র কোন স্ত্রীও নেই এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাছারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্র কোন স্ত্রীও নেই এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদের পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। অবশেষে বাকী থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতকারীগণ। তাদের নেক্কার ও বদ্কার সকলেই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গেছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে আলাদা রয়েছি, যেদিন আজকের চেয়ে তাদের অধিক প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীকে এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করত তারা যেন তাদের সঙ্গে যায়। আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের রবের।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এরপর মহাক্ষমতাশালী আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আসবেন না, যেভাবে তাঁকে প্রথমে ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন, আমি তোমাদের রব, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচয়ের জন্য কোন আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পড়ে যাবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোভাব নিয়ে সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে। ছাহাবীগণ বললেন, সে পুলটি কেমন হবে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, দুর্গম পিচ্ছিল স্থান। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজ্দ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ পার হয়ে যাবে চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের মত আবার কেউ দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ারের মত।

তবে মুক্তিপ্রাপ্তরা কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। একবারে শেষে অতিক্রম করবে যে লোকটি, সে হেঁচড়িয়ে

কোনভাবে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক কঠোর হও, যতটুকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্র সম্মুখে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। যখন ঈমানদারগণ এ দৃশ্যটি দেখবে যে, তাদের ভাইদের রেখে একমাত্র তারাই মুক্তি পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে ছালাত আদায় করত, ছাওম পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কারো কারো দু'পা ও দু'পায়ের নলার বেশি পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার ফিরে আসবে। আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার ফিরে আসবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে।

রাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহ্র এ বাণীটি পড়, 'আল্লাহ অণু পরিমাণও যুল্ম করেন না, আর কোন নেক কাজ হলে তাকে তিনি দ্বিগুণ করেন' *(নিসা ৪/৪০)*। তারপর নবী করীম (ছাঃ), ফেরেশ্তা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলবেন, এখন শুধু আমার শাফা'আতই বাকী রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গেছে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখে অবস্থিত 'হায়াত' নামের নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পার্শ্বে এমনভাবে উদগত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বয়ে আনা আবর্জনীয় বীজ থেকে তৃণ উদগত হয়। দেখতে পাও তার মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশের গুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অন্যান্য জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রহমান কর্তৃক আযাদকৃত যাদেরকে আল্লাহ কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণকর কাজ ব্যতীতই জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ তোমাদেরকে দেয়া হবে'।[৩১১]

---

৩১১. *বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩; আহমাদ হা/১১১২৭।*

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতবাসী

মানুষের আমল অনুসারে পরকালে জান্নাতে তার স্তর নির্ধারিত হবে। কেউ হবে সর্বোচ্চ শ্রেণীর অধিকারী এবং কেউ নিম্ন শ্রেণীর অধিকারী হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মূসা (আঃ) স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী কে হবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে? সে বলবে, প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট। তারপর আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তাই দেওয়া হলো। আর এর সমপরিমাণ, এর সমপরিমাণ, এর সমপরিমাণ, এর সমপরিমাণ (অর্থাৎ এর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হলো)। সে পঞ্চমবারে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি (এতেই) সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হলো)। এছাড়াও তোমার জন্য রইল সেসব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে। তখন সে বলবে, আমি এতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!

মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী কারা হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল মোহর অংকিত করে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পনা করতে পারেনি'।[৩১২]

জান্নাতে শীর্ষস্থান লাভকারী ব্যক্তিবর্গ

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানসমূহ সেই শহীদদের জন্য, যারা প্রথম কাতারে থেকে যুদ্ধ করেন এবং যারা শহীদ হওয়া পর্যন্ত পিছন ফিরে তাকান না। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে হাসেন। তারাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। তাদের কোন হিসাব নেই। তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান।[৩১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'রাতে দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে একটি পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেল। ... অতঃপর তারা আমাকে একটি বড় গাছের

---

৩১২. মুসলিম হা/১৮৯।
৩১৩. আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১১১৮।

উপর চড়ালো এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করালো। তার চাইতে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। তারা (দু'জনে) বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর'।[৩১৪]

এছাড়া এমন কিছু কাজ আছে, যা করলে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পাওয়া যাবে। যেমন-

১. ইয়াতীম প্রতিপালন করা : মহানবী (ছাঃ) বলেন, كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ. السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ. 'আমি এবং নিজের অথবা অপরের ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য'।[৩১৫] তিনি আরো বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا 'আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালক জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব। এর সাথে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন এবং দু'টির মাঝে সামান্য ফাঁকা করলেন'।[৩১৬]

২. অধিক সিজদা করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম ও আহলে ছুফফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রাবী'আহ ইবনে কা'ব আসলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদা তিনি খুশী হয়ে) বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, ঐটাই চাই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি অধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল ছালাত পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর'।[৩১৭]

৩. কন্যা সন্তান প্রতিপালন করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন,

مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوْتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

'যে ব্যক্তি দু'টি অথবা তিনটি কন্যা কিংবা দু'টি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ

---

৩১৪. বুখারী, আহমাদ হা/১৭৮০৩; আবু দাউদ হা/৪৭৫৩; বাংলা মিশকাত হা/৪৪১৬, ১৩১।
৩১৫. ত্বাবারানী, মু'জামুল আওসাত্ব, ছহীহুল জামে' হা/১৪৭৬।
৩১৬. বুখারী হা/৫৩০৪; মিশকাত হা/৪৯৫২।
৩১৭. মুসলিম হা/৪৮৯; আবু দাউদ হা/১৩২০; মিশকাত হা/৮৯৬।

প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব'।[৩১৮]

যাঁরা শহীদদের মর্যাদা পান, তাঁরাও তাঁদের কাছাকাছি উচ্চ স্থান পাবেন জান্নাতে। যেমন-

ক. বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূরীকরণে চেষ্টারত ব্যক্তি : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ 'বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। অথবা সে ঐ ব্যক্তির মত যে দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাতে জেগে নফল ছালাত আদায় করে'।[৩১৯]

খ. আরো কতিপয় ব্যক্তি : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ 'শহীদ পাঁচ ধরনের; (১) প্লেগরোগে মৃত (২) পেটের পীড়ায় মৃত (৩) পানিতে ডুবে মৃত (৪) মাটি চাপা পড়ে মৃত এবং (৫) আল্লাহ্র পথে থাকা অবস্থায় মৃত'।[৩২০]

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الشَّهِيْدِ فِيكُمْ. قَالُوا الْقَتْلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ. قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِىْ إِذًا لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ.

'তোমরা তোমাদের মাঝে কোন কোন ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য কর? সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পথে যে নিহত হয়, সেই শহীদ। তিনি বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদ বড় অল্প। যে আল্লাহ্র পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহ্র পথে মারা যায় সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ'।[৩২১]

তিনি আরো বলেছেন, مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ أَوْ دُوْنَ دَمِهِ أَوْ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ 'যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পাদ রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ

---

৩১৮. আহমাদ ৩/১৪৭-৪৮, ইবনে হিব্বান হা/২০৪৫; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/২৯৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৭০।

৩১৯. বুখারী হা/৬০০৬, ৬০০৭; মুসলিম হা/২৯৮২; ইবনু মাজাহ হা/২১৪০; তিরমিযী হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/৪৯৫১।

৩২০. বুখারী হা/৬৫৩, ২৮২৯; মুসলিম হা/১৯১৪ মিশকাত হা/১৫৪৬।

৩২১. মুসলিম; ইবনু মাজাহ হা/২৮০৪।

হারায় সে শহীদ। যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সেও শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ’।[৩২২]

নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীর নেক সন্তানের দো‘আতে জান্নাতে তার মর্যাদা উঁচু হতে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা উঁচু করেন। সে তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! এ উন্নতি কিভাবে? আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য তোমার ছেলের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে’।[৩২৩] তিনি আরো বলেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ-

‘আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ, উপকারী ইলম অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে থাকে’।[৩২৪]

জান্নাতের পথ কণ্টকাকীর্ণ

জান্নাত লাভের পথ সহজ নয়। বরং সে পথ বড় বন্ধুর ও কষ্টের। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ‘জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা’।[৩২৫]

সুতরাং জান্নাত পেতে হলে মনোলোভা জিনিস থেকে মনকে বিরত রাখতে হবে, লোভনীয় বস্তু অর্জনের ও কামনা-বাসনা থেকে মনকে বিরত রাখতে হবে। খেয়াল-খুশী মতে চলা হতে বিরত থাকতে হবে। মন যা চায়, তা করা হতে দূরে থাকতে হবে। আর তাতে কষ্ট হবে, ফলে ধৈর্য ধরতে হবে। যে কাজে মন আনন্দ পায়, সাধারণতঃ সে কাজ হলো জাহান্নামের। আর যে কাজে কষ্ট আছে, সে কাজ সাধারণতঃ জান্নাতের। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

---

৩২২. আবূ দাঊদ হা/৪৭৭২; তিরমিযী হা/১৪১৮, হাসান ছহীহ।

৩২৩. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৯৮; ছহীহুল জামে‘ হা/১৬১৭।

৩২৪. মুসলিম হা/১৬৩১।

৩২৫. বুখারী হা/৬৪৮৭; মুসলিম হা/২৮২২।

لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا.

‘আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন জিব্রাঈলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দেখে আস। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখে ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। তারপর আবার তাঁকে বললেন, যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত বিষয় দেখে আস। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখে ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত জিনিস দেখে আস। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না। তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। পুনরায় তাকে বললেন, যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দেখে আস। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখে ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে’।[৩২৬]

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আরো বললেন, مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ ‘যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে, সে

---

৩২৬. আবূ দাঊদ হা/৪৭৪৪; তিরমিযী হা/২৫৫৯; ছহীহ তারগীব হা/৩৬৬৯; মিশকাত হা/৫৬৯৬।

যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাত্রে চলতে লাগে, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহ্‌র পণ্য অতি মূল্যবান। শোন! আল্লাহ্‌র পণ্য হলো জান্নাত'।[৩২৭]

জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী

জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ। মানুষ যাকে তার বিনয়ের কারণে তুচ্ছ ও হীন ভাবে, দারিদ্রের কারণে ছোট ভাবে, তার ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করে, তার উপর অত্যাচার করে। এই ধরনের মুমিন জান্নাতী হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ 'আমি জান্নাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা'।[৩২৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হলো) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহ্‌র নামে কসম খায়, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হলো) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠোর হৃদয়ের দাম্ভিক ব্যক্তি'।[৩২৯] তিনি আরো বলেন,

احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ، فقالت النَّارُ فِيَّ الجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ. وَقَالتِ الجَنَّةُ فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا-

'একদা জান্নাত ও জাহান্নাম বিবাদ করলো। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে। আর জান্নাত বলল, দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফায়ছালা করলেন যে, জান্নাত তুমি আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর জাহান্নাম তুমি আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা

---

৩২৭. তিরমিযী হা/২৪৫০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৩৫, ৯৫৪; মিশকাত হা/৫৩৪৮।
৩২৮. বুখারী হা/৩২৪১; মুসলিম হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৫২৩৪।
৩২৯. বুখারী হা/৪৯১৮; মুসলিম হা/২৮৫৩; মিশকাত হা/৫১০৬।

শাস্তি দেব। তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব'।[৩৩০] অন্যত্র তিনি বলেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ 'জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত'।[৩৩১]

জান্নাতে নারী-পুরুষের সংখ্যা

বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা অধিকাংশ জাহান্নামী হবে। তবে জান্নাতে নারীর সংখ্যা কম হবে না। জান্নাতে হূরদেরকে নিয়ে নারীর সংখ্যা অধিক হবে। অবশ্য দুনিয়ার মহিলাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হবে। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ

'জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। তার পরের দল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না'।[৩৩২]

সুতরাং জান্নাতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। আর জাহান্নামেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা অথিক হবে। তবে তারা সবাই হবে দুনিয়ার নারী। একদা নবী করীম (ছাঃ) বললেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِذِى لُبٍّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ مَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّيْنِ.

---

৩৩০. মুসলিম হা/২৮৪৭।
৩৩১. মুসলিম হা/২৮৪০।
৩৩২. বুখারী, মুসলিম হা/২৮৩৪।

'হে মহিলা সকল! তোমরা ছাদাক্বাহ করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম। একজন মহিলা নিবেদন করল, আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তোমরা অভিশাপ বেশী কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশী প্রভাব খাটাতে দেখিনি। মহিলাটি আবার নিবেদন করল, বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কি? তিনি বললেন, দু'জন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। এটা হচ্ছে জ্ঞানে অপূর্ণতা। (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা ছালাত আদায় বন্ধ রাখে এবং ছিয়াম পালনে বিরত থাকে। এটা হচ্ছে দ্বীনে অপূর্ণতা'।[৩৩৩] মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন,

وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوْا بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

'আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসিনী হলো মহিলা। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তা কি জন্য হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর জন্য। তারা বললেন, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী? তিনি বললেন, না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও অনুগ্রহ অস্বীকার করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন উত্তম ব্যবহার কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে বলে বসে, আমি তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না'![৩৩৪]

মৃত শিশুদের জান্নাত-জাহান্নাম

মুশরিক তার শিরকের কারণে এবং কাফির তার কুফরীর কারণে জাহান্নামে যাবে। আর মুমিন তার ঈমানের কারণে যাবে জান্নাতে। কিন্তু যাদের কুফরী ও ঈমান নেই তাদের অবস্থা কি হবে? যেমন শিশু, পাগল ও এমন মানুষ, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত আদৌ পৌঁছেনি, পরকালে তার অবস্থা কি হবে?

মুমিনদের শিশু জান্নাতী পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ 'যারা বিশ্বাস করে ও তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে

৩৩৩. *বুখারী হা/৩০৪; মুসলিম হা/৭৯; মিশকাত হা/১৯।*
৩৩৪. *বুখারী হা/১০৫২; মুসলিম হা/৯০৭; মিশকাত হা/১৪৮২।*

এবং তাদের কর্মফল আমরা কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ' *(তূর ৫২/২১)*।

মুমিনদের মৃত শিশুরা শুধু জান্নাতে যাবে তাই নয়, বরং তাদের পিতা-মাতা জাহান্নামে যাওয়ার হকদার হলে, মহান আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ-

'যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[৩৩৫] নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ. 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ছওয়াবের আশা রাখে'।[৩৩৬] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلاَ يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلاَ يَنْتَهِى حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.

'তাদের ছোট শিশুরা জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য। তাদের মাঝে কেউ তার পিতার সাথে মিলিত হবে অথবা তিনি বলেছেন, পিতামাতা দু'জনের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর সে তার পরিধানের কাপড় অথবা বলেছেন, হাত ধরবে যেমনটি আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরছি। এরপর আর তারা তাদের ছাড়বে না কিংবা রাবী বলেছেন, ধরে থাকা শেষ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তার পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[৩৩৭]

তিনি আরো বলেছেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ. قَالَ وَاثْنَانِ 'যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে, সেই

---

৩৩৫. বুখারী হা/১২৪৮।

৩৩৬. ইবনে মাজাহ হা/১৬০৯; মিশকাত হা/১৭৫৪।

৩৩৭. মুসলিম হা/২৬৩৫; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৪৩১।

মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে। এক মহিলা বলল, আর দু'টি মারা গেলে? তিনি বললেন, দু'টি মারা গেলেও'। (তারা তার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে)।[৩৩৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে অপরের জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে, সে কি জাহান্নামে যাবে? বরং উভয়েই জান্নাতে যাবে। আর এ কথা স্পষ্টভাবে একাধিক হাদীছে এসেছে যে, মুমিনদের শিশু-সন্তানরা জান্নাতে যাবে।[৩৩৯]

এই শিশুরা পিতা-মাতার জন্য জান্নাতে পূর্ব প্রেরিত ব্যবস্থাপকের মত হবে। তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে জান্নাতে বাস করবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ذَرَارِىُّ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 'মুসলমানদের সন্তান-সন্ততি জান্নাতে থাকবে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের তত্ত্বাবধান করবেন'।[৩৪০]

অন্যত্র তিনি বলেন, اَطْفَالُ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ جَبَلٍ فِى الْجَنّةِ يُكَفِّلُهُمْ اِبْرَاهِيْمُ وَسَارَةُ حَتّى يُدْفَعُوْنَهُمْ اِلَى اَبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'মুমিনদের শিশুরা জান্নাতের একটি পাহাড়ে থাকবে, তাদের তত্ত্বাবধান করবেন ইবরাহীম (আঃ) ও সারা। কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের পিতামাতার নিকটে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[৩৪১]

তবে নির্দিষ্টভাবে কোন শিশুকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। যেমন জান্নাতের কাজ করলেও নির্দিষ্ট করে কোন মুসলিমকে 'জান্নাতী' বলে অভিহিত করা যায় না'।[৩৪২]

কাফেরদের শিশু-সন্তান, প্রকৃতই ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি এবং পাগলদেরকে কিয়ামতে আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর এক পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাতে উত্তীর্ণ হলে জান্নাতী অন্যথা জাহান্নামী হবে।[৩৪৩]

কাফির ও মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি

কাফির ও মুশরিকদের মৃত শিশু সন্তানের পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতী কে? তিনি বললেন,

النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِى الْجَنَّةِ–

---

৩৩৮. বুখারী হা/১০১, ১২৪৯; মুসলিম হা/২৬৩২।
৩৩৯. ফাতহুল বারী ৩/২৪৫।
৩৪০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০৩, সনদ হাসান।
৩৪১. ছহীহুল জামে' হা/১০২৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৬৭, ১৪৩৯।
৩৪২. মাজমুউ ফাতাওয়া ৪/২৮১।
৩৪৩. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/২৯-৩২।

‘নবী ও শহীদ জান্নাতে যাবেন, শিশুরা জান্নাতে যাবে এবং জীবন্ত প্রোথিত সন্তান জান্নাতে যাবে’।[৩৪৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ فِيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ،

‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী লোকদের সম্পর্কে খবর দিব না? নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও শিশুরা জান্নাতী’।[৩৪৫]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ. ‘রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি অধিক জানেন তারা সাথে কি করবে’।[৩৪৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ. ‘নবী করীম (ছাঃ)-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ জানেন তারা সাথে কি করবে’।[৩৪৭]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, أَطْفَالُ الْمُشْرِكِيْنَ خَدَمُ أَهْلِ الجَنَّةِ ‘মুশরিকদের (মৃত) শিশুরা জান্নাতবাসীর খাদেম হবে’।[৩৪৮]

জান্নাতের অধিবাসীদের সংখ্যা

জান্নাতের অধিবাসীদের সংখ্যা বর্ণনায় বিভিন্ন হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَقُولُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ أَيُّنَا

৩৪৪. *আবু দাউদ হা/২৫২১, সনদ ছহীহ।*
৩৪৫. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮০; মিশকাত হা/৩৮৫৬।*
৩৪৬. *বুখারী হা/১৩৮৩; মুসলিম হা/২৬৫৯।*
৩৪৭. *বুখারী হা/১৩৮৪।*
৩৪৮. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৬৮; ছহীহুল জামে‘ হা/১০২৪।*

الرَّجُلُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ- وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ.

‘আল্লাহ আদমকে ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির, যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদের (নিক্ষেপ করার জন্য) বের কর। আদম (আঃ) বলবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ’ নিরানব্বই জন। আর এটা ঘটবে ঐ সময়, যখন (ক্বিয়ামতের ভয়াবহতায়) শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি বড়ই কঠিন (যার কারণে তাদের ঐ অবস্থা ঘটবে) *(হজ্জ ২২/২)*। এ ব্যাপারটি ছাহাবীগণের নিকট বড় কঠিন মনে হলো। তখন তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে থেকে (মুক্তি প্রাপ্ত) সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, ইয়াজূজ ও মা‘জূজ থেকে এক হাজার আর তোমাদের হবে একজন। এরপর তিনি বললেন, শপথ ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ বলে উঠলাম। তিনি আবার বললেন, শপথ ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। অন্য সব উম্মাতের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ার একটি সাদা চুলের মত। অথবা সাদা দাগ, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।[৩৪৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسِيْرٍ، فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ

---

৩৪৯. বুখারী, হা/৬৫৩০ ‘ক্বিয়ামাতের কম্পন এক ভয়ানক জিনিস’ অধ্যায়।

عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ} فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ أَصْحَابُهُ عَرَفُوا أَنَّهُ قَوْلٌ يَقُولُهُ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَاكُمْ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ذَلِكَ يَوْمٌ يُنَادِي اللهُ فِيهِ : يَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، فَأَبْلَسَ الْقَوْمُ حَتَّى مَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ قَالَ اعْمَلُوْا وَأَبْشِرُوْا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلاَّ كَثَّرَتَاهُ : يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ قَالَ فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، فَقَالَ اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ.

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তাঁর ছাহাবীগণ দ্রুত গতিতে চলছিলেন। হঠাৎ করে তিনি উচ্চস্বরে আয়াত দু'টি পাঠ করেন। (হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহ্‌র আযাবই কঠিন) *(হজ্জ ২২/১-২)*। ছাহাবীদের কানে এ শব্দ পৌঁছা মাত্রই তারা সবাই তাদের সওয়ারীগুলো নিয়ে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যান। তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি আরো কিছু বলবেন। তিনি বললেন, এটা কোন দিন হবে তা তোমরা জান কি? এটা হবে ঐ দিন যেই দিন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলবেন, হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নেও। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে বের করব? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য। এটা শুনা মাত্রই ছাহাবীদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাঁরা নীরব হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ অবস্থা দেখে তাঁদেরকে বললেন, দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না, বরং আনন্দিত হও ও আমল করতে থাক। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের সাথে দু'টি মাখলূক রয়েছে, এ দু'টি মাখলূক যাদের সাথেই থাকে তাদের বৃদ্ধি করে দেয়। অর্থাৎ ইয়াজূজ ও মাজূজ, আর বনু আদম ও ইবলীস সন্তানদের মধ্যে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে। (জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে)। একথা শুনে ছাহাবীদের ভীতি-বিহ্বলতা

কমে আসে। তখন আবার তিনি বলেন, আমল করতে থাক এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় তেমন, যেমন উটের পার্শ্বদেশের বা জন্তুর হাতের (সামনের পায়ের) দাগ'।[৩৫০] অপর একটি হাদীছে এসেছে, ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ) إِلَى قَوْلِهِ (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ) قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ وَهُوَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ ذَلِكَ. فَقَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لآدَمَ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ فَقَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ. قَالَ فَأَنْشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ قَالَ فَيُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَإِلاَّ كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالأُمَمِ إِلاَّ كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِى ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِى جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرُوا قَالَ وَلاَ أَدْرِى قَالَ الثُّلُثَيْنِ أَمْ لاَ.

‘যখন নাযিল হলো (হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহ্র আযাবই কঠিন) *(হজ্জ ২২/১-২)*। রাবী বলেন, এই আয়াত সফরে নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কোন দিন হবে তা তোমরা জান কি? এটা হবে ঐ দিন, যে দিন আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে বলবেন, হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নেও। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে বের করব? আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য। ছাহাবীগণ একথা শুনা মাত্রই কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কাছাকাছি হও ও ঠিক ঠাক থাক। (ভয়ের

---

৩৫০. সুনানে নাসাঈ আল-কুবরা, হা/১১২৭৭, তাফসীর ইবনে কাছীর, তাহক্বীক: আব্দুর রায্যাক মাহদী, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৪/৪০৪।

কোন কারণ নেই। কেননা জেনে রেখ যে,) প্রত্যেক নবুওয়াতের পূর্বেই অজ্ঞতার যুগ থেকেছে। ঐ যুগের লোকদের দ্বারাই জাহান্নাম পূরণ হবে। যদি তাদের দ্বারা পূরণ না হয়, তবে মুনাফিকরা এই সংখ্যা পূরণ করবে। আমি তো আশা করি যে, জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে তোমরাই। একথা শুনে ছাহাবীগণ 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তোমরাই এক-তৃতীয়াংশ। এতে ছাহাবীগণ আবার তাকবীর পাঠ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি আশা রাখি যে, তোমরাই জান্নাতীদের অর্ধেক'। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) পরে দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছিলেন কি-না তা আমার স্মরণ নেই।[৩৫১]

অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.

'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, এই হচ্ছেন তোমাদের পিতা আদম, তখন তারা বলবে, আমরা তোমার খিদমতে হাযির! এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কি পরিমাণ বের করব? আল্লাহ বলবেন, প্রতি একশ' হতে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন ছাহাবীগণ বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রতি একশ' থেকে যখন নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর আমাদের কে বাকী থাকবে? তিনি (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হলো কাল ষাড়ের গায়ে একটি সাদা চুলের মত'।[৩৫২]

জাহান্নামীদের তুলনায় জান্নাতীদের সংখ্যা

জাহান্নামীদের তুলনায় জান্নাতীদের সংখ্যা নেহাতই কম। নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে তা বোঝা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, (কিয়ামতে ফিরিশতাদেরকে হুকুম করা হবে যে,)

---

৩৫১. *তিরমিযী, হা/৩১৬৮।*
৩৫২. *বুখারী হা/৬৫২৯, 'হাশরের অবস্থা কেমন হবে' অধ্যায়।*

وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ.

'তোমরা ওদেরকে থামাও। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর বলা হবে, ওদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের করে নাও। জিজ্ঞেস করা হবে, কত থেকে কত? বলা হবে, প্রতি হাযারে নয়শ' নিরানব্বই জন। বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই (মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন'।[৩৫৩]

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি পসন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হতে পসন্দ কর? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এজন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম'।[৩৫৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ 'জান্নাতীদের ১২০ কাতার হবে, তার মধ্যে ৮০ কাতার এই (মুহাম্মাদী) উম্মাতের এবং বাকী ৪০ কাতার অন্যান্য উম্মতদের।[৩৫৫] সুতরাং জান্নাতীদের দুই-তৃতীয়াংশ এই উম্মতের লোক হবে। তিনি আরো বলেন,

مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ إِلاَّ أُعْطِىَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'প্রত্যেক নীবকে তাঁর যুগের প্রয়োজন মুতাবিক কিছু মুজিযা দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান আনে। আমাকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী। যা আল্লাহ আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই আশা করি

---

৩৫৩. মুসলিম হা/২৯৪০।

৩৫৪. বুখারী হা/৬৫২৮; মুসলিম হা/২২১।

৩৫৫. তিরমিযী হা/২৫৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮৯; মিশকাত হা/৫৬৪৪, সনদ ছহীহ।

কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের অনুপাতে আমার অনুসারীদের সংখ্যা অধিক হবে'।[৩৫৬] অন্যত্র তিনি বলেন, أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ. 'আমিই জান্নাতের ব্যাপারে প্রথম সুপারিশকারী। এত অধিক সংখ্যক লোক আমার নবুওয়াত ও রেসালতকে বিশ্বাস করেছে যে, কোন নবীকেই অনুরূপ সংখ্যক লোক বিশ্বাস করেনি। এমন নবীও রয়েছেন যাঁর উম্মতের মধ্যে শুধু একজন তাঁকে বিশ্বাস করেছে'।[৩৫৭]

জান্নাতের সর্দারগণ

জান্নাতের অধিবাসীরা সবাই যুবক-যুবতী হবে। তবুও পার্থিব জীবনের দৃষ্টিতে জান্নাতে বৃদ্ধ, যুবক এবং মহিলাদেরও সর্দার থাকবেন। তারা হলেন-

১. বয়স্কদের সরদার : আবুবকর ও ওমর (রাঃ) বৃদ্ধদের সরদার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ– 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বৃদ্ধদের সর্দার হবেন আবূ বকর ও ওমর নবী-রাসূলগণ ব্যতীত'।[৩৫৮]

২. যুবকদের সরদার : জান্নাতে যুবকদের সর্দার হবেন হাসান ও হুসাইন (রাঃ)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'যুবকদের সর্দার হবেন হাসান ও হুসাইন'।[৩৫৯]

৩. নারীদের সরদার : জান্নাতী নারীদের সরদার হবেন চারজন। তারা হলেন, মারিয়াম, ফাতিমা, খাদীজা ও আসিয়া। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মাটিতে চারটি দাগ টানলেন, অতঃপর বললেন,

تَدْرُوْنَ مَا هَذَا. فَقَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ.

'তোমরা কি জান এটা কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জান্নাতবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা হচ্ছেন খাদীজা

---

৩৫৬. বুখারী হা/৪৯৮১; মিশকাত হা/৫৭৪৬।
৩৫৭. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪।
৩৫৮. তিরমিযী হা/৩৬৬৪-৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৯৫, ১০০; মিশকাত হা/৬০৫০; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৮২৪।
৩৫৯. তিরমিযী হা/৩৭৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৯৬; মিশকাত হা/৬১৫৪।

বিনতু খুয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতু মুহাম্মাদ, আসিয়া বিনতু মুযাহিম ফেরাউনের স্ত্রী এবং মারিয়াম বিনতু ইমরান'।[৩৬০]

মহানবী (ছাঃ) মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِى سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পসন্দ কর না যে, মুমিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে'?[৩৬১]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ : مَرْيَمُ، وَفَاطِمَةُ، وَخَدِيجَةُ، وآسِيَةُ 'জান্নাতবাসী মহিলাদের সর্দার চারজন; মারিয়াম, ফাতিমা, খাদীজা ও আসিয়া'।[৩৬২] তাদের মধ্যে মারিয়াম সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيُجَةُ وآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ- 'মারিয়াম বিনতু ইমরানের পরে জান্নাতী নারীদের সর্দার হচ্ছেন ফাতিমা, খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া'।[৩৬৩]

তাছাড়া তিনি একজন নবীর মা। তাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ- (স্মরণ কর) যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারিয়াম! আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন' *(আলে ইমরান ৩/৪২)*।

জান্নাতীরা জাহান্নামীদের স্থলাভিষিক্ত হবে

জান্নাতীরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ، الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ 'তারাই হবে উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের; যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে' *(মুমিনূন ২৩/১০-১১)*। তিনি আরো বলেন, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ' *(যুখরুফ ৪৩/৭২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا 'এ হলো সেই জান্নাত যার

---

৩৬০. *মুসনাদ আহমাদ; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৫০৮; ছহীহুল জামে' হা/১১৩৫।*
৩৬১. *বুখারী, হা/৩৬২৪।*
৩৬২. *ছহীহুল জামে' হা/৩৬৭৮।*
৩৬৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২৪, ১৫০৮।*

অধিকারী করব আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে সংযমশীলকে' *(মারিয়াম ১৯/৬৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ 'তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম' *(যুমার ৩৯/৭৪)*।

কাফেররা জান্নাতের হকদার হতে পারত, কিন্তু নিজেদের পাপে সেই হক থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে যাবে। আর তাদের জায়গার উত্তরাধিকারী বানানো হবে মুসলমানদেরকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِذُنُوْبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى. 'ক্বিয়ামতের দিন কিছু মুসলমান তাদের পাহাড়সম পাপসহ আসবে। আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন এবং তা রাখবেন ইহুদী ও খৃষ্টানের উপরে'।[৩৬৪] তিনি আরো বলেন, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُوْلُ هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ. 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইহুদী অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ'।[৩৬৫] এ কথার অর্থ অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 'প্রত্যেকের জন্য জান্নাতে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং জাহান্নামেও আছে। সুতরাং মুমিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন জাহান্নামে তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের'।[৩৬৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন মুসলমানরা অনেক গোনাহ নিয়ে আসবে, আল্লাহ তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের পাপসমূহ ঝরিয়ে দিবেন। ইহুদী ও নাছারাদের কুফরীর কারণে তাদের গোনাহ তাদের উপরেই রেখে দিবেন। আর তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।... মুসলমানদের গোনাহ ইহুদী-নাছারার উপরে রেখে দিবেন এই রূপকার্থে যে, আল্লাহ মুসলমানদের গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং ইহুদী-নাছারাদের কুফরীর কারণে তাদের গোনাহ তাদের উপরেই বাকী রাখবেন। ফলে এটা যেন এমন যে তারা উভয়ের গোনাহ বহন করছে। অথবা উক্ত হাদীছের অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে মুসলমানদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আর কাফেদের উপরে গোনাহ চাপানো হবে এজন্য যে, তারা কুফরী ও পাপাচার চালু করেছে।[৩৬৭]

---

৩৬৪. *মুসলিম হা/২৭৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৮০৩৫।*

৩৬৫. *মুসলিম হা/২৭৬৭; মিশকাত হা/৫৫৫২।*

৩৬৬. *ইবনে মাজাহ হা/৪৩৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৯৯।*

৩৬৭. *নববী শরহে মুসলিম ১৭/৮৫ পৃঃ।*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অধিবাসীদের অবস্থা

জান্নাতবাসীদের অবস্থা

জান্নাতের অধিবাসীদের অবস্থা ও সেখানে তাদের বসবাস কেমন হবে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হবে; ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম জানাবেন; জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পারস্পরিক কথোপকথন এবং আ'রাফবাসীদের অবস্থা কিরূপ হবে? এসম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা এসেছে কুরআন ও হাদীছে। এখানে সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।-

জান্নাতীরা চিরঞ্জীব

পরকালীন জীবন হবে অনন্তকালের। জান্নাতীরা অন্তহীন জীবন লাভ করবে। জান্নাত ধ্বংস হবে না, আর জান্নাতীরা বৃদ্ধ ও মরণাপন্ন হবে না। বরং তারা চিরতরের জন্য অপরিমিত সুখে সেখানে বসবাস করবে। মহান আল্লাহ বলেন, لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ '(ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন' *(দুখান ৪৪/৫৬)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً، خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً– 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না' *(কাহফ ১৮/১০৭-১০৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِيْ مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلاَ تَمُوْتُوْا أَبَداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا، فَلاَ تَسْقَمُوْا أبداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فلا تَهْرَمُوْا أبداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا، فَلاَ تَبْأَسُوْا أَبَداً– 'জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না'।[৩৬৮]

---

৩৬৮. মুসলিম হা/২৮৩৭।

Contents

মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে চিরসুখে থাকবে, সে কোন কষ্ট পাবে না, তার পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবনও শেষ হবে না'।[৩৬৯] আরেকটি হাদীছে এসেছে যে,

إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ-

'যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে নিয়ে এসে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রাখা হবে। অতঃপর তাকে যবেহ করা হবে। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীগণ! আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীরা! আর কোন মৃত্যু নেই'।[৩৭০]

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথোপকথন উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِيْ النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ، خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ-

'অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান, তারা তো হবে জাহান্নামী; তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যতকাল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে; যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা সম্পাদনে সুনিপুণ। পক্ষান্তরে যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতকাল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে; যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়। এ হবে অফুরন্ত অনুদান' *(হূদ ১১/১০৬-১০৮)*।

এই আয়াত সমূহ দ্বারা কিছু মানুষ এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, জাহান্নামের আযাব কাফেরদের জন্যও চিরস্থায়ী নয়; বরং সাময়িক। অর্থাৎ ততদিন থাকবে, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে। (তারপর শেষ হয়ে যাবে।) কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। কারণ এখানে (مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) কথাটি আরববাসীদের

---

৩৬৯. মুসলিম হা/২৮৩৬।

৩৭০. বুখারী হা/৬৫৪৮; মুসলিম হা/২৮৫০।

দৈনন্দিন কথাবার্তা ও পরিভাষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, তারা কোন বস্তুর চিরস্থায়ীত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলত, (هـــذا دائـــم دوام الـــسموات والأرض) ‘এই বস্তু আকাশ ও পৃথিবীর মত চিরস্থায়ী’। সেই পরিভাষাকে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ কাফের ও মুশরিকরা চিরকালব্যাপী জাহান্নামে থাকবে, যা কুরআন বিভিন্ন স্থানে, (خَالِدِيْنَ فِيْهَـــا) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। তার এক অর্থ এটাও করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী থেকে উদ্দেশ্য হলো ‘জিনস’ (শ্রেণী)। অর্থাৎ ইহলৌকিক আকাশ ও পৃথিবী; যা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এছাড়া পারলৌকিক আকাশ ও পৃথিবী পৃথক হবে। যেমন কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْـــأَرْضِ وَالــسَّمَاوَاتُ ‘যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও’ *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। আর পারলৌকিক উক্ত আকাশ ও পৃথিবী, জান্নাত ও জাহান্নামের মত চিরস্থায়ী হবে। এই আয়াতে সেই পারলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে, ইহলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথা নয়। এই উভয় অর্থের যে কোন অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং উপস্থাপিত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ইমাম শওকানী (রহঃ) এর আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, যা জ্ঞানীরা দেখতে পারেন’।[৩৭১]

আয়াতে উল্লিখিত ব্যতিক্রমের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক সঠিক অর্থ এই যে, উক্ত ব্যতিক্রম তাওহীদবাদী মুমিন পাপীদের জন্য। এই অর্থ অনুযায়ী এর পূর্ব আয়াতে شقي (দুর্ভাগ্যবান) শব্দটি ব্যাপক ধরতে হবে। অর্থাৎ কাফের ও পাপী মুমিন উভয়কে বুঝাবে। আর (إِلاَّ مَا شَـــاءَ رَبُّـــكَ) দ্বারা পাপী মুমিনরা পৃথক হয়ে যাবে। আর مَا شَاءَ তে ما হরফটি من رَبُّكَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যতিক্রমটিও পাপী মুমিনদের জন্য। অর্থাৎ অন্য মুমিনদের মত এই গোনাহগার মুমিনরা প্রথম থেকে শেষ অবধি জান্নাতে থাকবে না। বরং শুরুতে কিছু দিন তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে, পরে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নবী-রাসূল ও মুমিনদের সুপারিশে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

غير مجذوذ-এর অর্থ হলো غـــير مقطـــوع অর্থাৎ এমন অফুরন্ত অনুদান যা শেষ হওয়ার নয়। এই বাক্য দ্বারা এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, যে সকল পাপী

৩৭১. *ফাতহুল কাদীর ৩/১৪২-৪৩।*

মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তারা ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী হবে এবং সকল জান্নাতীগণ আল্লাহ প্রদত্ত অনুদান ও তাঁর নে‘আমত দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে, যা কখনও শেষ হবে না’।[৩৭২]

জান্নাতীদের আকার-আকৃতি

জান্নাতীদের অপরূপ আকৃতি-প্রকৃতির বিবরণ এসেছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে। জান্নাতীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ، تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ‘পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে’ *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/২২-২৪)*।

জান্নাতীগণ জান্নাতে অশেষ নে‘আমত পেয়ে ধন্য হবে। নিজ দেহ ও আকৃতি-প্রকৃতিতেও পরিপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করবে। সকলের দেহ হবে আদি পিতা আদম (আঃ)-এর মত ষাট হাত দীর্ঘ। তাদের হৃদয় হবে একটি মানুষের হৃদয়ের মতো এবং পবিত্র ও নির্মল।

জান্নাতে জান্নাতীরা অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের অধিকারী হবে। তাদের শরীরে অপ্রয়োজনীয় কোন লোম থাকবে না। পুরুষদের গোঁফ-দাড়িও থাকবে না। চক্ষুযুগল হবে কাজলবরণ। সকলেই হবে ৩০ বা ৩৩ বছরের যুবক।

জান্নাতবাসীদের বয়স সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً بِيضاً جِعَاداً مُكَحَّلِيْنَ أَبْنَاءَ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِيْنَ وَهُمْ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعاً فِيْ عَرْضِ سَبْعِ أَذْرُعٍ–

‘জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, এমন অবস্থায় যে, তারা কোকড়ানো কেশ বিশিষ্ট, দাড়ি বিহিন, শুভ্র-সাদা দেহের, চোখে সুরমা লাগানো (চক্ষুদ্বয় লাজুক) হবে। তাদের বয়স হবে তেত্রিশ বছর। তারা আদম (আঃ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট ৬০ হাত লম্বা ও ৭ হাত প্রশস্ত (মোটা) হবে’।[৩৭৩] অন্যত্র তিনি বলেন,

يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنّةِ الْجَنّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ اَبْنَاءُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ ثَلاَثُ وَثَلاَثِيْنَ سَنَةً.

‘জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন তাদের বয়স হবে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর। তারা কেশবিহীন ও দাড়ি বিহীন হবেন, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে’।[৩৭৪]

---

৩৭২. তফসীরুল মুনীর ৪/৮৬; দুররুল মানছূর ৪/৪৭৮; ইবনু কাছীর ৪/৩৫২।

৩৭৩. আহমাদ, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৭০০, সনদ হাসান।

৩৭৪. তিরমিযী হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৩৯৭, হাদীছ হাসান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হূরগণ। তারা সকলেই একটি মানব দেহের ন্যায়, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে তারা (উচ্চতায়) হবে ষাট হাত দীর্ঘ'।[৩৭৫]

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, '(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে'।[৩৭৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। বরং তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরী ন্যায় সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে'।[৩৭৭]

জান্নাতবাসীদের স্বভাব-প্রকৃতি

জান্নাতের অধিবাসীরা হবে নির্মল চরিত্র ও নিষ্কলুষ স্বভাবের। মানবীয় সকল প্রকার সদগুণাবলীর সমাবেশ থাকবে তাদের চরিত্রে। হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, ক্ষোভ-ক্রোধ, প্রতিশোধ পরায়ণতা ও পরশ্রীকাতরতার মত মানব চরিত্রের নিন্দনীয় বিষয়গুলো তাদের মধ্যে স্থান পাবে না। পাশবিক কোন আবিলতা তাদের চরিত্রকে কালিমা লিপ্ত করবে না। তাদের চারিত্রিক নন্দিত গুণাবলী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ، ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ آمِنِيْنَ، وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ، لاَ يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ-

---

৩৭৫. *বুখারী হা/৩৩২৭; মুসলিম হা/২৮৩৪।*
৩৭৬. *বুখারী হা,/৩২৪৫; মুসলিম হা/২৮৩৪।*
৩৭৭. *মুত্তাফাক আলাইহ মিশকাত হা/৫৬১৯।*

Contents

'মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণ সমূহের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে এতে প্রবেশ কর। আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সে স্থান হতে বহিস্কৃতও হবে না' *(হিজর ১৫/৪৫-৪৮)*।

জান্নাতীদের চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا–

'মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রাণ! প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানের তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে উত্তম রূপে চিনতে পারবে'।[৩৭৮] উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতীদের অন্তরে ঈর্ষা-দ্বেষ, হিংসা, হানাহানি ও শত্রুতা থাকবে না। তারা জান্নাতে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ভাই ভাই হয়ে অবস্থান করবে।

এক নযরে জান্নাতীদের গুণাবলী

জান্নাতের অধিবাসীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।-

১. জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে *(আ'রাফ ৭/৪৩)*।

২. জান্নাতের অধিবাসীদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং তারা কথার শেষে 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন বলবে *(ইউনুস ১০/১০)*।

৩. জান্নাতে প্রবেশকালে ফেরেশতাগণ জান্নাতীদের জন্য বরকত ও নিরাপত্তার দো'আ করবে *(যুমার ৩৯/৭৩; রা'দ ১৩/২৩-২৪)*।

৪. স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও জান্নাতীদের সালাম বলবেন *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*।

---

৩৭৮. বুখারী হা/৬৫৩৫, 'কিতাবুর রিকাক', 'কিয়ামতের দিনের কিছাছ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৫৮৯।

৫. সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের চেহারা হবে ১৪ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। দ্বিতীয় দলের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বল তারকার ন্যায়।[৩৭৯]

৬. জান্নাতে কোন ব্যক্তি অবিবাহিত থাকবে না। প্রত্যেকের জন্য কমপক্ষে দু'জন করে স্ত্রী থাকবে।

৭. জান্নাতীদের চেহারা সর্বদা হাসি-খুশি ও সতেজ থাকবে *(গাশিয়া ৮৮/৮-১৬)*।

৮. জান্নাতীরা সর্বদা নিরোগ ও সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না।

৯. জান্নাতীরা সদা যুবক বয়সী থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না।

১০. জান্নাতীরা সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।[৩৮০]

১১. জান্নাতীরা সর্বদা আনন্দিত ও হর্ষোৎফুল্ল থাকবে, কখনো চিন্তিত হবে না।[৩৮১]

১২. তাদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তাদের খাদ্য-পানীয় ঘাম ও ঢেকুরের মাধ্যমে হজম হয়ে যাবে।

১৩. তারা নিঃশ্বাস ত্যাগের ন্যায় প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর প্রশংসা করবে।[৩৮২]

১৪. তাদের ঘুমের প্রয়োজন হবে না।[৩৮৩]

১৫. জান্নাতীদের কাঁধ হবে ষাট হাত। চেহারা দাড়ি-গোফ শূন্য, চোখ হবে সুরমায়িত এবং তাদের বয়র হবে ৩০-৩৩ বছর।[৩৮৪]

১৬. জান্নাতীরা যা চাইবে সাথে সাই তা পাবে।[৩৮৫]

জান্নাতবাসীদের আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুকরিয়া

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং তাঁর অফুরন্ত নে'আমতরাজি দান করে সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান করার ফলে তারা সর্বদা আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকবে। জান্নাতীদের প্রশংসা সম্পর্কিত বর্ণনা পবিত্র কুরআনের চারটি স্থানে এসেছে।[৩৮৬] যেমন আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

---

৩৭৯. *তিরমিযী হা/২৫৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৩৬।*
৩৮০. *মুসলিম হা/২৮৩৭, 'জান্নাত ও তার নে'আমতসমূহ' অধ্যায়।*
৩৮১. *মুসলিম হা/২৮৩৬, 'জান্নাত ও তার নে'আমতসমূহ' অধ্যায়।*
৩৮২. *মুসলিম হা/২৮৩৫, 'জান্নাত ও তার নে'আমতসমূহ' অধ্যায়।*
৩৮৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৮৭।*
৩৮৪. *মুসলিম হা/২৮৪১, অধ্যায় ঐ; তিরমিযী হা/২৫৪৫।*
৩৮৫. *বুখারী হা/২৩৪৮, ৭৫১৯; ইবনু মাজাহ হা/২৫৬৩, 'জান্নাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*
৩৮৬. *আ'রাফ ৭/৪২-৪৩; ইউনুস ১০/৯-১০; ফাতির ৩৫/৩৩-৩৫; যুমার ৩৯/৭৩-৭৪।*

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'আমরা কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আমরা তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী এবং তারা বলবে প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে' *(আ'রাফ ৭/৪২-৪৩)*।

জান্নাতবাসীর তাসবীহ ও তাহমীদ সম্পর্কে হাদীছেও বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ. 'আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও তাঁর প্রশংসা এমনভাবে তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলছে'।[৩৮৭] অন্যত্র তিনি বলেন, يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا 'তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে'।[৩৮৮]

জান্নাতীদের দাম্পত্য জীবন

জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রী। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব' *(নিসা ৪/৫৭, বাক্বারাহ ২/২৫)*। জান্নাতী হূরদের সাথে জান্নাতীদের বিবাহ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ 'এরূপই ঘটবে তাদের; আর আয়তলোচনা হূরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব' *(দুখান ৪৪/৫৪)*। তিনি আরো বলেন, مُتَّكِئِيْنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ 'তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমরা তাদের বিবাহ দেব আয়তলোচনা হূরদের সঙ্গে' *(তূর ৫২/২০)*।

উল্লেখ্য, তারা জান্নাতীদের স্ত্রী। তারা একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দুশ্চরিত্রা, কুলটা বা ভ্রষ্টা নয়। তারা পর পুরুষের প্রতি চোখ তুলেও দেখবে না।

---

৩৮৭. মুসলিম হা/২৮৩৫, 'জান্নাত ও তার নে'আমত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৬২০।
৩৮৮. বুখারী হা/৩২৪৫; মুসলিম হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৫৬১৯।

জান্নাতীরা তাদের আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক জান্নাতী স্ত্রী পাবে। শহীদের হবে ৭২টি স্ত্রী। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, জান্নাতে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (জান্নাতে) ৭২টি সুনয়না হূরের সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (ক্বিয়ামতের দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহ্‌র দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে'।[৩৮৯]

পৃথিবীতে যে নারীর একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ হয়েছিল তারা সকলেই জান্নাতে গেলে তার পসন্দমত একজন স্বামীর সাথে বাস করবে। যেহেতু সেখানে মনমতো সবকিছু পাওয়া যাবে। কিংবা সে শেষ স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকবে।[৩৯০] একদা হুযাইফা তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি যদি জান্নাতে আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে চাও, তাহলে আমার পরে আর কাউকে বিয়ে করো না। কারণ মহিলা তার পার্থিব শেষ স্বামীর অধিকারে থাকবে'।[৩৯১]

জান্নাতে কোন নারী-পুরুষ অবিবাহিত থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ 'আর জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না'।[৩৯২]

জান্নাতের সকল স্ত্রীই সদা পবিত্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, মল, কফ, থুথু, ঋতু ইত্যাদি কিছুই থাকবে না।[৩৯৩] তারা স্বামী সহবাসেও চিরকুমারী এবং অনন্ত যৌবনা থাকবে। বীর্যপাত বা কোন অপবিত্রতা থাকবে না। কেউ কোনদিন গর্ভবতীও হবে না। অবশ্য কোন জান্নাতীর শখ হলে তার ইচ্ছামত অনতিবিলম্বে তার স্ত্রী গর্ভবতী হবে এবং সন্তান প্রসব করবে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবে।[৩৯৪]

জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ অপরিমিত রতিশক্তি দান করবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ أَو يُطِيْقُ ذلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةً مِئَــةٍ. 'জান্নাতী মুমিনদেরকে

---

৩৮৯. *আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাকী, ছহীহুল জামে' হা/৫১৮২।*
৩৯০. *ছহীহুল জামে' হা/৬৬৯১।*
৩৯১. *বায়হাক্বী, সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১২৮।*
৩৯২. *মুসলিম, ঐ, হা/২৮৩৪।*
৩৯৩. *বুখারী হা/৩৩২৭; মুসলিম হা/২৮৩৫।*
৩৯৪. *আহমাদ ৩/৮০; তিরমিযী হা/২৫৬৩, সনদ ছহীহ।*

এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, একশত পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে'।[৩৯৫]

অন্যত্র এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের নিকটে গমন করব? তিনি বললেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ. 'এক ব্যক্তি প্রতিদিন একশ' কুমারী নারীর নিকটে যাবে'।[৩৯৬]

জান্নাতবাসীর প্রতি আল্লাহ্র সালাম ও কথোপকথন

মহান আল্লাহ জান্নাতবাসীর প্রতি সালাম জানাবেন। তিনি বলেন, سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ 'সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে সম্ভাষণ' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ জান্নাতবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করবেন। এছাড়া তিনি তাদের সাথে কথা বলবেন এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ 'তোমাদের কারো সাথে তার প্রতিপালক কথা বলবেন। তার ও তার রবের মাঝে কোন অনুবাদক/ভাষ্যকার থাকবে না এবং আড়ালকারী কোন পদাও থাকবে না'।[৩৯৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَعْرِفُ. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ قَالَ إِنِّىْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. قَالَ ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ.

'কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের খুব নিকটবর্তী করা হবে, এমনকি তিনি তার থেকে পর্দা সরিয়ে নিবেন। অতঃপর তার থেকে তার গুনাহগুলোর স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। তিনি বলবেন, তুমি কি চিনতে পেরেছ? সে বলবে, হে প্রভু! আমি চিনতে পেরেছি, এমনকি আল্লাহর মর্জিমাফিক

---

৩৯৫. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৪; হাদীছ ছহীহ*।
৩৯৬. *আবু নু'আইম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬৭।*
৩৯৭. *বুখারী হা/৭৪৪৩, 'কিতাবুত তাওহীদ'; মুসলিম হা/১০১৬, 'কিতাবুয যাকাত'; মিশকাত হা/৫৫৫০।*

সে স্বীকার করতে থাকবে। তিনি বলবেন, আমি তোমার এ গুনাহগুলো দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছি এবং আজ তোমার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার ডান হাতে তার সৎকাজের হিসাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রদান করা হবে’।[৩৯৮]

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, অহুদ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে হারাম নিহত হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, হে জাবের! তোমার কি হয়েছে যে, তোমাকে আমি মনমরা দেখতে পাচ্ছি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তিনি পরিবার-পরিজন ও ঋণ রেখে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِىَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ. قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا. فَقَالَ يَا عَبْدِى تَمَنَّ عَلَىَّ أُعْطِكَ. قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِى فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً. فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّى أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُونَ. قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِى. قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).

‘আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিব না যে, আল্লাহ তা‘আলা তোমার পিতার সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা কখনো অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে অন্তরাল ছাড়াই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে কামনা কর, আমি তোমাকে দান করব। তোমার পিতা বলল, হে প্রভু! আমাকে জীবন দান করুন, যাতে আমি আপনার রাস্তায় পুনরায় শহীদ হতে পারি। মহান ও পবিত্র প্রতিপালক আল্লাহ বলেন, আমিতো আগেই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, লোকেরা (মৃত্যুর পর) আর (পৃথিবীতে) ফিরে যাবে না। তোমার পিতা বলল, হে প্রভু! তাহলে আমার পশ্চাদবর্তীদের কাছে (আমার সৌভাগ্যের) এ খবর পৌঁছে দিন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন, ‘যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদের কখনো মৃত মনে কর না; বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*।[৩৯৯] এরূপ আরো অনেক হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ জান্নাতবাসীদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন।

---

৩৯৮. বুখারী হা/৪৬৮৫ ‘কিতাবুত তাওহীদ’; ইবনু মাজাহ হা/১৮৩ ‘মুকাদ্দামাহ’; মিশকাত হা/৫৫৫১।
৩৯৯. ইবনু মাজাহ হা/১৯০, ‘মুকাদ্দামাহ’; তিরমিযী হা/৩০১০, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৬২৩৭।

জান্নাতবাসীদের প্রতি ফেরেশতাদের সালাম

ফেরেশতাগণ জান্নাতের প্রধান ফটকের কাছে জান্নাতবাসীদেরকে অভিবাদন জানাবে, তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ জানাবে। আল্লাহ বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ-

'যারা তাদর প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য' *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

ফেরেশতাদের অব্যাহত সালাম ও জান্নাতের প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ

ফেরেশতাগণ জান্নাতবাসীকে সালাম জানাতেই থাকবে এবং তারা প্রত্যেক দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রবেশ করবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। আর বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে, তোমাদের প্রতি (সালাম) শান্তি; কত উত্তম এ পরিণাম' *(রা'দ ১৩/২৩-২৪)*।

জান্নাতে জান্নাতবাসীদের সালাম

পার্থিব জীবনে 'সালাম' দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও সকল প্রকার অপসন্দনীয় জিনিস থেকে নিরাপত্তা লাভ। শান্তি হচ্ছে পার্থিব জীবনে সবচেয়ে উত্তম বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। জান্নাতে জান্নাতবাসীর 'সালাম'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ এবং প্রতীক্ষিত শান্তির সুসংবাদ।[৪০০]

জান্নাতে জান্নাতীদের সালামের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের ৬টি স্থানে এসেছে।[৪০১]

---

৪০০. ছিফাতুল জান্নাত, পৃঃ ৪২৯-৩০।

৪০১. ইউনুস ১০/৯-১০; ইবরাহীম ১৪/২৩; ফুরকান ২৫/৭৫; আহযাব ৩৩/৪৪; মারিয়াম ১৯/৬২; ওয়াকি'আহ ৫৬/২৫-২৬।

যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

‘যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমান হেতু তাদরকে পথ নির্দেশ করবেন সুন্দর কাননে, তাদের পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র। আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’ এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই সকল প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য’ *(ইউনুস ১০/৯-১০)*।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথোপকথন

মহান আল্লাহ জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর পরস্পর আলাপ-আলোচনা, কথা-বার্তা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، قَالُوْا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ- ‘তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনি তো কৃপাময় পরম দয়ালু’ *(তূর ৫২/২৫-২৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ، الَّذِيْ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ-

‘আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না’ *(ফাতির ৩৫/৩৪-৩৫)*।

জান্নাতীরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলবে। আল্লাহ বলেন,

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ، يَقُوْلُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُوْنَ،

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِيْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ، قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنِ، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ، أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ، إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ-

‘তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে, আমার ছিল এক সঙ্গী। সে বলত, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে? আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না। এটা তো মহা সাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা’ *(ছাফফাত ৩৭/৫০-৬১)*।

জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মধ্যকার কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوْا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ‘জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি? তারা বলবে, হ্যাঁ’ *(আ‘রাফ ৭/৪৪)*। এই আহ্বান হবে জান্নাতবাসীদের স্বীয় স্থানে স্থায়ী হবার পর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামীদের ক্রন্দন ও চিৎকার, তাদের আফসোস, চিন্তা এবং তাদের পেরেশানী বৃদ্ধির জন্য’।[৪০২] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوْا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ-

‘জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও। তারা বলবে আল্লাহ তো এ দু’টি হারাম করেছেন কাফিরদের জন্য’ *(আ‘রাফ ৭/৫০)*। তিনি আরো বলেন,

---

৪০২. ফাতহুল কাদীর ২/২০৭; আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ৪/৭/২০৯।

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ، فِيْ جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيْنُ–

'তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নয়, তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার্য দান করতাম না এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সঙ্গে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম। আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৯-৪৮)*।

মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ–

'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি' *(হাদীদ ৫৭/১৩)*।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের কথোপকথন সবিস্তার উদ্ধৃত হয়েছে।

আ'রাফবাসীদের অবস্থান

যাদের পাপ-পূণ্য সমান হয়ে যাবে, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। এই স্থানের নাম আ'রাফ। এখানে অবস্থানকালে তারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থা অবলোকন করবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীদের নিদর্শন দেখে তাদেরকে চেনা যাবে। জান্নাতীদের চেহারা হবে উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় এবং জাহান্নামীদের চেহারা হবে কাল। আ'রাফবাসীর অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُوْنَ كُلاًّ بِسِيْمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ

أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوْا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ-

'উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে। আর জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের শান্তি হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে। যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের সঙ্গী করো না। আ'রাফবাসীগণ যে লোকদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। এদেরকেই বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না' *(আ'রাফ ৭/৪৬-৪৯)*।

Contents

চতুর্থ অধ্যায়

জান্নাত লাভের উপায় এবং জান্নাত থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হওয়ার কতিপয় কারণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : জান্নাত লাভের উপায়

ইহকালীন জীবনে মানুষের কৃতকর্মের মাধ্যমে অর্জিত নেকী পরকালীন জীবনে পরিত্রাণ লাভের অসীলা হবে। তাই দুনিয়াতে অধিক নেক আমলের দ্বারা বেশী বেশী ছওয়াব লাভের চেষ্টা করা মুমিনের কর্তব্য। কিন্তু পার্থিব জীবনের মায়াময়তায় জড়িয়ে আমলে ছালেহ থেকে দূরে থাকলে পরকালীন জীবনে কষ্টভোগ করতে হবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الآخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الآخِرَةِ– ‘পৃথিবীর মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা। আর পৃথিবীর তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা’।[৪০৩] তাই পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে গোনাহ পরিহার করতে হবে এবং অফুরন্ত নে‘আমত সমৃদ্ধ অমূল্য জান্নাত লাভে নেক আমল বেশী বেশী করতে হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রত্যাশী ও জান্নাত লাভে আকাঙ্ক্ষী মুমিন সারারাত ঘুমিয়ে কাটাতে পারে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ‘আমি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে কখনো ঘুমাতে দেখিনি, আর জান্নাত অন্বেষণকারীকেও কখনো ঘুমাতে দেখিনি’।[৪০৪] তাই জান্নাত লাভের জন্য নেকীর কাজ বেশী বেশী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

আর জান্নাত লাভের জন্য বহু নেক আমল রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নেক আমল এখানে উদ্ধৃত হল, যাতে পাঠক সেসব পালন করার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভে সচেষ্ট হতে পারেন।

১. তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব :

আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতি প্রদান ও তদনুযায়ী আমল করা মানুষের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রথম শর্ত। মু‘আয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ‘উফায়র’ নামক একটি গাধায় আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন,

يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ. قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ

---

৪০৩. *মুসনাদে আহমাদ, ছহীহাহ হা/১৮১৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১৫৫।*
৪০৪. *তিরমিযী হা/২৬০১; ছহীহাহ হা/৯৫৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৬২২।*

عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا-

'হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার উপরে আল্লাহ্র হক কি এবং আল্লাহ্র নিকটে বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, বান্দার উপরে আল্লাহ্র হক হল সে আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র নিকটে বান্দার হক হচ্ছে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না, যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি মানুষকে এর সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, না, তাদেরকে সুসংবাদ দিও না, তাহ'লে তারা এর উপরেই নির্ভর করবে'।[৪০৫] তিনি আরো বলেন,

مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ.

'যে ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; ঈসা তাঁর বান্দা ও তাঁর বান্দীর পুত্র, তাঁর কালিমা (বাক্য) যা তিনি মারিয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন ও তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ (রূহ), জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা'।[৪০৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ 'আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই থাকুক'।[৪০৭]

২. আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করা :

আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করা অত্যাবশ্যক। কেননা ঈমান ব্যতিরেকে মানুষের কোন নেক আমল আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয় না। তেমনি কারো অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ 'যারা ঈমান আনে ও

---

৪০৫. বুখারী হা/২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০; মিশকাত হা/২৪।
৪০৬. মুসলিম হা/২৮।
৪০৭. মুসলিম হা/২৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২০।

নেককর্ম করে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেককর্ম করেছে, জান্নাতুল ফিরদাউসে তাদের জন্য রয়েছে আপ্যায়ন' *(কাহফ ১৮/১০৭)*। তিনি আরো বলেন,

تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর নিজের ধন-মাল ও আত্মার দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। এতে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে এবং চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর দান করবেন। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(ছফ ৬১/১১-১২)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তার পাপ মুছে ফেলেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(তাগাবূন ৬৪/৯)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(বুরূজ ৮৫/১১)*।

তিনি আরো বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ- 'যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের প্রতি আল্লাহ্র ওয়াদা এই যে, আল্লাহ তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন এবং তাদের বড় প্রতিফল দিবেন' *(মায়েদাহ ৫/৯)*।

৩. তাক্বওয়া অর্জন করা :

জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে তাক্বওয়াশীল হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ- 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? তিনি বললেন, মুখমণ্ডল ও লজ্জাস্থান'।[৪০৮] তিনি আরো বলেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে তার জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব, দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্‌র পথের ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না'।[৪০৯]

৪. রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা :

জান্নাত লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য করা যরূরী। তাঁর অনুসরণ ব্যতীত যেমন কোন আমল কবুল হয় না, তেমনি তাঁর আনুগত্য ব্যতিরেকে জান্নাত লাভ করাও যায় না। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ-

'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে চলে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

---

৪০৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ।

৪০৯. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; ছহীহ তারগীব হা/১২৬৯, ৩৩২৪; মিশকাত হা/৩৮২৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبِى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبِى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى– ‘আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, একমাত্র তারা ব্যতীত, যারা (যেতে) অস্বীকার করে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কারা অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে তারাই অস্বীকার করে’।[৪১০]

৫. ছালাত আদায় করা :

ছালাত আদায় করা ইসলামের রুকন, যা জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ– ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ হতে অপর জুম‘আ পর্যন্ত, এক রামাযান হতে অপর রামাযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে সমস্ত গুনাহের, যা এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়। যখন সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে’।[৪১১] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيْهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– ‘যে ব্যক্তি কোন ভুল না করে মনোযোগ সহকারে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন’।[৪১২]

ফরয ছালাতের পাশাপাশি সুন্নাত-নফল ছালাতও জান্নাত লাভের উপায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ–

‘যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাক‘আত যোহরের পূর্বে, দুই রাক‘আত যোহরের পরে, দুই রাক‘আত মাগরিবের পরে, দুই রাক‘আত এশার পরে এবং দুই রাক‘আত ফজরের পূর্বে’।[৪১৩] তিনি আরো বলেন,

---

৪১০. বুখারী হা/৬৭৩৭, ‘কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা’ অধ্যায়।
৪১১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪।
৪১২. আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৭, হাদীছ ছহীহ।
৪১৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৫৯, হাদীছ ছহীহ।

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ–

‘যে ব্যক্তি বরাবর যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত এবং যোহরের পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিবেন’।[৪১৪]

৬. ছিয়াম পালন করা :

যে সকল আমলের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়, ছিয়াম তন্মধ্যে সর্বোত্তম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হতে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন’।[৪১৫] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হতে জাহান্নামকে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন’।[৪১৬] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে একটি গর্ত খনন করবেন, যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান’।[৪১৭]

ছিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাতে বিশেষ দরজা থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ– ‘জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’।[৪১৮] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ– وزاد وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا–

---

৪১৪. আহমাদ, মিশকাত হা/১১৬৭, হাদীছ ছহীহ।

৪১৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।

৪১৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭,২৫৬৫।

৪১৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৮।

৪১৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭।

‘জান্নাতে এমন একটি দরজা রয়েছে, যাকে ‘রাইয়্যান’ বলা হয়। ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীগণ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করলে, ঐ দরজা বন্ধ করা হবে। অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে কখনো পিপাসিত হবে না’।[৪১৯]

ছিয়াম পালন করলে মানুষের কৃত গোনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদাতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়’।[৪২০]

এছাড়া ছিয়াম বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষার মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّـــار، ‘ছিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি স্থায়ী দুর্গ’।[৪২১]

৭. যাকাত আদায় করা :

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি ফরযের মধ্যে যাকাত অন্যতম। নিছাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করতে হয়। এর ফলে জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ- ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[৪২২]

---

৪১৯. আত-তারগীব হা/১৩৮০।
৪২০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮।
৪২১. আত-তারগীব হা/১৩৮২।
৪২২. তিরমিযী হা/৬১৬; ইবনু হিব্বান হা/৭৯৫।

অপর একটি হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। লোকেরা বলল, তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَرَبٌّ مَالَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ 'তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না; ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে'।[৪২৩]

৮. হজ্জব্রত পালন করা :

হজ্জ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। অর্থিক সচ্ছলতা ও দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা ফরয। কবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বলেলেন, إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুল হজ্জ'।[৪২৪]

তিনি আরো বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ- 'এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গোনাহের কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়'।[৪২৫]

৯. দান-ছাদাক্বাহ করা :

ছাদাক্বাহ করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। যার দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ

৪২৩. বুখারী হা/৫৯৫৩; মুসলিম হা/১১।
৪২৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৬।
৪২৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।

الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ-

'যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক জোড়া আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে, অথচ জান্নাতের দরজা অনেক (আটটি)। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত আদায়কারী হবে তাকে ছালাতের দরজা হতে আহ্বান করা হবে এবং যে ব্যক্তি দানকারী হবে তাকে দানের দরজা হতে আহ্বান করা হবে'।[৪২৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ- 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[৪২৭] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِــي غَضَبَ الرَّبِّ- 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[৪২৮]

১০. কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআন তেলাওয়াত করলে বহু ছওয়াব অর্জিত হয় এবং জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَــإِنَّ مَنْزِلَــكَ عِنْــدَ آخِــرِ آيَــةٍ تَقْرَؤُهَــا- 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করছিলে। কেননা তোমার জন্য জান্নাতে বসবাসের স্থান হচ্ছে তোমার তেলাওয়াতের শেষ আয়াতের নিকট'।[৪২৯]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْــرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ- 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে'।[৪৩০]

---

৪২৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৭।
৪২৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।
৪২৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।
৪২৯. আহমাদ, মিশকাত হা/২১৩৪, হাদীছ ছাহীহ।
৪৩০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১২।

(ক) সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পাঠ করা :

সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তার তেলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا– 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে'।[৪৩১] তিনি আরো বলেন,

اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ–

'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সূরা দু'টি দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি সামিয়ানা অথবা দু'টি পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র সামনে জোরাল দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সূরা বাক্বারাহ পড়। কারণ সূরা বাক্বারাহ পড়ার বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা পড়তে অক্ষম'।[৪৩২]

(খ) আয়াতুল কুরসী পাঠ করা :

নিয়মিত আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,–مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ اَلْجَنَّةِ إِلاَّ اَلْمَوْتُ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু প্রতিবন্ধক থাকবে না'।[৪৩৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يُحِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ

৪৩১. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১।

৪৩২. মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০।

৪৩৩. ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৪; মিশকাত হা/৯৭৪।

‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যু ব্যতিরেকে কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না’।[৪৩৪] অন্য বর্ণনায় প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে উল্লিখিত হয়েছে।[৪৩৫]

(গ) সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা :

সূরা কাহফ তেলাওয়াত করলে জ্যোতি লাভ হয় এবং দাজ্জালের ফেৎনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ– ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন সূরা কাহফ পড়বে তার ঈমানী আলো এক জুম‘আ হতে অপর জুম‘আ পর্যন্ত চমকিতে থাকবে’।[৪৩৬] তিনি আরো বলেন, مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ– ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফেতনা হতে নিরাপদে রাখা হবে’।[৪৩৭] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ– ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদে রাখা হবে’।[৪৩৮]

(ঘ) সূরা মুলক পাঠ করা :

সূরা মুলক তেলাওয়াতকারীর জন্য সে সুপারিশ করে এবং এ সূরা তেলাওয়াতকারী কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ سُوْرَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ– ‘কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছিল ফলে তাকে মাফ করা হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে ‘তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক’।[৪৩৯] তিনি আরো বলেন,

مَنْ قَرَأَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ نُسَمِّيْهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُوْرَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ–

---

৪৩৪. ছহীহাহ হা/৯৭২।
৪৩৫. ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪৬৪।
৪৩৬. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫, হাদীছ ছহীহ।
৪৩৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪৬, হাদীছ ছহীহ।
৪৩৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬।
৪৩৯. আহমাদ, মিশকাত হা/২১৫৩, হাদীছ ছহীহ।

'যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তাবারাকাল্লাযী অর্থাৎ সূরা মুলক পড়বে, এর জন্য আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। আর আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে একে (কবর আযাব) প্রতিরোধকারী বলে অভিহিত করতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কিতাবে (কুরআনে) একটি সূরা আছে, যে ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করল, সে অধিক করল ও উত্তম কাজ করল।[৪৪০]

(ঙ) সূরা ইখলাছ পাঠ করা :

সূরা ইখলাছ পাঠ করা এবং তার সাথে মহব্বত রাখা জান্নাত লাভের মাধ্যম। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের ছালাত আদায় করাত এবং ক্বিরাআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়ত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ– 'তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কারণে এরূপ করে? তারা তাকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এই সূরাতে আল্লাহ্র গুণাবলী আছে। আর আমি আল্লাহ্র গুণাবলী পাঠ করতে ভালবাসি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন'।[৪৪১] আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هذِهِ السُّوْرَةَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} قَالَ: إِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তার প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে'।[৪৪২]

১১. উত্তমরূপে ওযূ করা :

ওযূর গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। এটাও জান্নাত লাভকারী আমল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ–

---

৪৪০. হাকেম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৮৯, সনদ হাসান।
৪৪১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৮।
৪৪২. বুখারী হা/৩১৩০।

'আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে কিসের দ্বারা আল্লাহ মানুষের গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযূ করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ হওয়ার পর আর এক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হচ্ছে রিবাত বা প্রস্তুতি (তিনবার তিনি একথা বললেন)'।[৪৪৩]

তিনি আরো বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ- 'যে ওযূ করে এবং সুন্দর করে ওযূ করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নীচ হতেও বের হয়ে যায়'।[৪৪৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ-

'যখন কোন মুসলমান অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু'চোখের মাধ্যমে হয়েছে। আর যখন সে দু'হাত ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু'হাত দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যখন সে পা ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে। এমনকি সে গুনাহ হতে পাক-পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়'।[৪৪৫]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ- 'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তাদের ওযূর বিশেষ চিহ্ন দেখে যা হবে অতীব উজ্জ্বল

৪৪৩. মুসলিম হা/২৫৩; মিশকাত হা/২৮২।
৪৪৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪।
৪৪৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫।

ধবধবে সাদা। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে’।[৪৪৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে অতঃপর বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـــدًا عَبْدُهُ وَرَسُـــوْلُهُ ‘আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’।[৪৪৭]

১২. মসজিদে গমন করা :

মসজিদে গমন ছওয়াব লাভের অন্যতম মাধ্যম। মসজিদে গমনকারীর জন্য ফিরিশতারা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ– ‘যে সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে আল্লাহ তার জন্য তার প্রত্যেক বারের পরিবর্তে একটি করে মেহমানদারী-আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখবেন’।[৪৪৮] তিনি আরো বলেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِه فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ دُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِيْ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ–

‘কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা‘আতে ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে আর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক পদক্ষেপের দরুণ একটা করে স্তর উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত

---

৪৪৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০।
৪৪৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯।
৪৪৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৮।

আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য দো'আ করতে থাকেন। তারা বলেন, اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللهُمَّ ارْحَمْهُ اللهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ- 'হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর'। আর এভাবে তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে। যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওযূ ভঙ্গ না করে'।[৪৪৯] তিনি আরো বলেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও'।[৪৫০]

১৩. মসজিদ নির্মাণ করা :

মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ- 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন'।[৪৫১]

১৪. আযান দেওয়া :

আযান দেওয়ার বিনিময় জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ। ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিন অতীব সম্মানিত হবে। মানুষ, জিন ও পৃথিবীর সকল বস্তু ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনের জন্য কল্যাণের সাক্ষী দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'যে কোন মানুষ ও জিন অথবা যে কোন বস্তু মুওয়াযযিনের কণ্ঠ শুনবে সে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে'।[৪৫২]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا- 'মুওয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী

---

৪৪৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০২।
৪৫০. তিরমিযী, মিশকাত হা/৭২১, হাদীছ ছাহীহ।
৪৫১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭।
৪৫২. বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬।

মুওয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মদ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে’।[৪৫৩] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন,

مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً-

‘যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়’।[৪৫৪]

উল্লেখ্য, সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[৪৫৫]

১৫. আযানের উত্তর দেওয়া :

আযানের উত্তর দেওয়া ও তৎপরবর্তী দো‘আ করলে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আত অবধারিত হয়ে যায় এবং পরকালে জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ-

‘যখন তোমরা মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার জওয়াবে বল মুওয়াযযিন যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট ‘ওয়াসীলা’ চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য ‘ওয়াসীলা’ চাইবে তার জন্য আমার শাফা‘আত যরূরী হয়ে যাবে’।[৪৫৬] তিনি আরো বলেন,

---

৪৫৩. আবু দাউদ হা/৫১৫, নাসাঈ হা/৬৬৭, সনদ ছহীহ।

৪৫৪. ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২৭।

৪৫৫. তিরমিযী হা/২০৬; ইবনু মাজাহ হা/৭২৭; মিশকাত হা/৬৬৪; যঈফা হা/৮৫০।

৪৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭।

Contents

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

'যখন মুওয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' যদি তোমাদের কেউ বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', অতঃপর যখন মুওয়াযযিন বলে 'আশহাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', মুওয়াযযিন বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', এরপর মুওয়াযযিন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পুনরায় যখন মুওয়াযযিন বলে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পরে যখন মুওয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' সেও বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর যখন মুওয়াযযিন বলে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'। আর এই বাক্যগুলি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪৫৭]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক লোক বলল, إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا بِأَذَانِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ- 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মুওয়াযযিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও বল যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তোমাকেও প্রদান করা হবে'।[৪৫৮]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তি আন্তরিক

৪৫৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮।
৪৫৮. আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৬৭৩, হাদীছ ছাহীহ।

বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[৪৫৯]

আবু ইয়া‘লা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) এক রাত্রি যাপন করলেন। তখন বেলাল আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ. ‘যে ব্যক্তি তার (বেলালের) কথার অনুরূপ বলবে এবং তার সাক্ষ্য দানের মত সাক্ষ্য দিবে তার জন্য জান্নাত’।[৪৬০]

১৬. দো‘আ ও তাসবীহ-তাহলীল :

তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার, পাপ মোচন, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাই মুমিনকে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো‘আ, যিকর-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে হবে। নিম্নে কিছু দো‘আ, তাসবীহ ফযীলত সহ উল্লেখ করা হল।-

(ক) সকল গোনাহ মাফ হওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ- ‘যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিক হয়’।[৪৬১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وقال تَمَامَ الْمِئَةِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-

‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলল, তা হচ্ছে মোট ৯৯ বার। অতঃপর একশত পূর্ণ করার জন্য বলল, لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। ঐ

৪৫৯. নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৭৬, হাদীছ ছহীহ।

৪৬০. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৬, হাদীছ হাসান।

৪৬১. বুখারী হা/৬৪০৫, মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/২২৯৬।

Contents

ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তার গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও'।[৪৬২]

(খ) জান্নাতের ভাণ্ডার : আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে লাগল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি রহম কর এবং নীরবে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধিরকে ডাকছ না এবং অনুপস্থিতকেও ডাকছ না, তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটে আছেন। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অর্থাৎ আমার কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. 'হে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[৪৬৩]

(গ) জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ : জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ– 'যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে'।[৪৬৪]

(ঘ) ছওয়াব লাভ, মর্যাদা বৃদ্ধি ও জান্নাতে গৃহ লাভ : আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِّنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ، وَحِرْزًا مِنَ

---

৪৬২. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭।

৪৬৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩।

৪৬৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৪ হাদীছ ছহীহ।

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلاَّ الشِّرْكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلاً يَقُوْلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ–

‘যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর দশবার বলবে, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ, তিনি সকলকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও এ দো‘আটি তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হতে রক্ষক হবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতেও রক্ষাকবয হবে। এর বদৌলতে কোন গুনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। (অর্থাৎ শিরক ব্যতীত) কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। তবে যে এর চেয়েও উত্তম কথা বলবে সে অবশ্য এর চেয়ে উত্তম হবে’।[৪৬৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكُ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন’।[৪৬৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى

৪৬৫. তিরমিযী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৭৭; মিশকাত হা/৯৭৫।
৪৬৬. তিরমিযী হা/৩৪২৮; সনদ ছহীহ।

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[৪৬৭]

১৭. জিহাদ করা :

জিহাদের অশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। এর বিনিময় জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ–

'হে ঈমানাদারগণ! আমি কি তোমাদেকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত এবং তা এমন মনোরম আবাসগৃহ যা অনন্তকাল বসবাসের জন্য, এটাই মহা সাফল্য' *(ছফ ৬১/১০-১২)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ– 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ–

---

৪৬৭. তিরমিযী হা/৩৪২৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৪৩১, সনদ ছহীহ।

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্‌র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হল মহান সফলতা’ *(তওবা ৯/১১১)*।

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ এখানে উল্লিখিত হল।-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, ছালাত আদায় করল ও রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করল, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মস্থানে বসে থাকুক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হয়ে যায়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরিভাগে করুণাময় আল্লাহ্‌র আরশ। সে স্থান হতে জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে’।[৪৬৮]

তিনি আরো বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيْدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَيُقْتَلَ عَشْرَ

৪৬৮. বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭।

مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ– 'কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শহীদগণ শাহাদত বরণের মর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে সে আরো দশ বার শহীদ হতে পারে'।[৪৬৯]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বারার কন্যা রুবাইয়্যা যিনি হারেছা ইবনু সুরাকার মাতা হিসাবে পরিচিত (আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর ফুফু) তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন,

يَا نَبِيَّ اللهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى–

'হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি হারেছা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেছা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এক অদৃশ্য তীর এসে তার শরীরে বিঁধেছিল। সুতরাং সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহ'লে আমি ধৈর্যধারণ করব। অন্যথা তার জন্য অঝোরে কাঁদতে থাকব। উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে হারেছার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে। তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে'।[৪৭০]

শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنْ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ–

'আল্লাহ্‌র নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে জান্নাতের মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষ দেখানো হয়। (২) কবরের আযাব হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৩) ক্বিয়ামতের দিনের

৪৬৯. বুখারী হা/২৮১৭; মুসলিম হা/১৮৭৭।
৪৭০. বুখারী হা/২৮০৯; তিরমিযী হা/৩১৭৪; মিশকাত হা/৩৮০৯।

ভয়াবহতা হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৪) তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকূত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হতে উত্তম। (৫) জান্নাতের বাহাত্তর জন হূরের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে। (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য হতে ৭০ জনের জন্য তার সুফারিশ কবুল করা হবে'।[৪৭১] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى-

'আল্লাহর নিকট দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চাইতে কোন জিনিস এত প্রিয়তম নেই। দু'টি ফোঁটার একটি হল আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে চক্ষু হতে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা। আর দ্বিতীয়টি হল আল্লাহ্র পথে প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর চিহ্ন দু'টির একটি হল আল্লাহ্র রাস্তায় শরীরে আঘাত বা ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টি হল আল্লাহ্র ফরয সমূহের কোন একটি ফরয আদায় করার চিহ্ন'।[৪৭২]

অন্যত্র এসেছে, আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ يَا أَبَا مُوْسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ-

'জান্নাতের দরজা সমূহ মুজাহিদের তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে একজন জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মূসা! আপনি কি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন? আবু মূসা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি তার সাথীদের নিকট এসে বলল, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল। তা দ্বারা অনেক শত্রুকে হত্যা করল এবং শেষে নিজেও শত্রুদের আঘাতে শহীদ হল'।[৪৭৩]

---

৪৭১. তিরমিযী হা/১৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৩৮৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৩।
৪৭২. তিরমিযী হা/১৬৬৯; মিশকাত হা/৩৮৩৭, সনদ ছহীহ।
৪৭৩. মুসলিম হা/১৯০২; মিশকাত হা/৩৮৫২।

১৮. আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেওয়া :

আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেওয়ার অত্যধিক গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। এর জন্য অশেষ ছওয়াব রয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ বিনিময় হল জান্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, –رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ‘আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন পাহারা দেওয়া সমস্ত দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম’।[৪৭৪] তিনি আরো বলেন, لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا– ‘আল্লাহ্র পথে একটা সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছু হতে উত্তম’।[৪৭৫]

আল্লাহ্র রাস্তার প্রহরীর আমল মৃত্যুর পরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ– ‘মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত অর্থাৎ দ্বীন হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কবরের ফিৎনা হতেও সে নিরাপদে থাকবে’।[৪৭৬]

কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, সে জাহান্নামে যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,–ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ‘যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহ্র পথে ধূলিমলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না’।[৪৭৭] তিনি আরো বলেন,

لاَ يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، وَفِي أخْرَى فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا وَفِي أُخْرَى فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا–

‘আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ দোহনকৃত দুগ্ধ পুনরায় পালানে ঢুকে না যায়। অর্থাৎ দোহনকৃত দুগ্ধ যেমন তার পালানে ঢুকানো অসম্ভব তেমনি আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে

---

৪৭৪. বুখারী হা/২৮৯২; মুসলিম হা/১৯১৩; মিশকাত হা/৩৭৯১।
৪৭৫. বুখারী হা/২৭৯২; মুসলিম হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩৭৯২।
৪৭৬. তিরমিযী হা/১৬২১; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৫৬২; মিশকাত হা/৩৮২৩।
৪৭৭. বুখারী হা/২৮১১; মিশকাত হা/৩৭৯৪।

ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধূলাবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া এক বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না। অর্থাৎ মুজাহিদ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'।[৪৭৮] অন্য বর্ণনায় আছে যে, 'আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনো একত্র হবে না'। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'ঐ দু'টি জিনিস কোন মুসলিমের পেটের মধ্যে একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কখনো কোন বান্দার অন্তরের মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না'।[৪৭৯]

১৯. ছবর বা ধৈর্যধারণ করা :

রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ, দুঃখ-শোক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা অশেষ ছওয়াব ও জান্নাত লাভের মাধ্যম। তবে বিপদের প্রথম পর্যায়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে। নিম্নে ছবরের কয়েকটি ক্ষেত্র ফযীলত সহ উল্লেখ করা হলো।-

(ক) সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ : কোন মুসলিম ব্যক্তির শিশু সন্তান-সন্ততি মারা গেলে সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,-لاَ يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجُ النَّارَ- 'যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'।[৪৮০]

অপর এক হাদীছে এসেছে, একদিন রাসূল (ছাঃ) কতক আনছারী মহিলাকে বললেন, لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَوْ اثْنَيْنِ- 'তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং নেকীর আশা রাখবে নিশ্চয়ই সে জান্নাতে যাবে। এসময় তাদের মধ্যেকার একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি দুইজন মারা যায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন মারা গেলেও সে জান্নাতে যাবে'।[৪৮১]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে। তার জন্য আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কি আপনার দোস্ত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন, যা আমাদের মৃতব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فَيَأْخُذُ

৪৭৮. নাসাঈ হা/৩১১০; মিশকাত হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।
৪৭৯. নাসাঈ হা/৩১১০-১২; মিশকাত হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।
৪৮০. বুখারী হা/১২৫১; মুসলিম হা/২৬৩২; মিশকাত হা/১৭২৯।
৪৮১. মুসলিম হা/২৬৩২; মিশকাত হা/১৭৩০।

بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ– ‘মুসলমানদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতি হবে। তাদের কেউ যখন তার পিতাকে পাবে, তখন তার কাপড়ের পাশ ধরে টানতে থাকবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে পৃথক হবে না’।[৪৮২]

অন্য এক হাদীছে এসেছে, একদা জনৈক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পুরুষরা আপনার নিকট থেকে হাদীছ শুনার সুযোগ লাভ করেছে। আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হতে একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকট আসতে পারি এবং যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন তা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে সমবেত হও। সুতরাং তারা সমবেত হলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা তাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর বললেন,

مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ–

‘তোমাদের মধ্যকার যে মহিলা তার সন্তানদের মধ্য হতে তিনটি সন্তান আল্লাহ্র নিকট পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হবে’ (অর্থাৎ তারা তাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না)। এ সময় একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কেউ যদি দু’জন সন্তান পাঠায়? সে বাক্যটি দু’বার বলল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু’জন পাঠালেও, দু’জন পাঠালেও দু’জন পাঠালেও।[৪৮৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, কুররা আল-মুযানী হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসত এবং তার সাথে তার একটি ছেলেও থাকত। একদিন নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে (ছেলেকে) ভালবাস? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পর আপনাকে ভালবাসার মতই আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) ছেলেটিকে দেখতে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটি কোথায় গেল? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে মারা গেছে। তখন তার পিতাকে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَّ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ

৪৮২. মুসলিম হা/২৬৩৫; মিশকাত হা/১৭৫২।

৪৮৩. বুখারী হা/৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩; মিশকাত হা/১৭৫৩।

الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلْ لِكُلِّكُمْ- 'ওহে তুমি কি এটা ভালবাস না যে, তুমি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে যাও না কেন, সেখানে তাকে (ছেলেকে) তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে? এসময় এক ব্যক্তি বলল, এই সুযোগ শুধু তার জন্য, না আমাদের সকলের জন্য? রাসূল (ছাঃ) বললেন, বরং তোমাদের সকলের জন্য'।[৪৮৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِه قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللهُ ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ-

'যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিরিশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তখন তারা কি বলল? ফিরিশতারা বলেন, তখন তারা বলল, الْحَمْدُ للهِ এবং إِنَّا للهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ বায়তুল হাম্দ'।[৪৮৫]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ- 'কোন মুসলমানের সন্তান যুবক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে আল্লাহ তার বিশেষ রহমতের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[৪৮৬]

(খ) বিপদে ধৈর্যধারণ :

বিপদে ছবর করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ বিপদে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য। এর পুরস্কারও অগণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِيْ اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيْ امْرَأَتِهِ-

'মুমিনদের বিষয় আশ্চর্যজনক, যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ বর্তায় সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। আর যদি কোন বিপদ আপতিত হয়,

---

৪৮৪. আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৫৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪১৬।

৪৮৫. তিরমিযী হা/১০২১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪০৮।

৪৮৬.বুখারী হা/১০২; মুসলিম হা/২৬৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৬।

তবুও সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই নেকী অর্জন করে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাদ্যের লোকমা তুলে দিলেও নেকী পায়’।[৪৮৭]

(গ) রোগ-ব্যাধিতে ধৈর্যধারণ :

অসুখ-বিসুখে ধৈর্যধারণ করলে অশেষ ছওয়াব লাভ করা যায় এবং গোনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। অসুখে ধৈর্যধারণ করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। উম্মুল ‘আলা (রাঃ) বলেন, আমি একদা অসুস্থ হলে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসলেন এবং বললেন, أَبْشِرِيْ يَا أُمَّ الْعَلَاءِ فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْلِمُ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ– ‘হে উম্মুল ‘আলা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা কোন মুসলিম অসুস্থ হলে আল্লাহ তার দ্বারা তার গুনাহ দূর করে দেন যেমন আগুন সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়’।[৪৮৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মু সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়েতের নিকটে প্রবেশ করে বললেন, হে সায়েব বা মুসাইয়েবের মা! তোমার কি হয়েছে, কাঁপছ কেন? তিনি বললেন, জ্বর হয়েছে, আল্লাহ তার ভাল না করুন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ– ‘জ্বরকে গালি দিও না। কারণ সে আদম সন্তানের গোনাহ সমূহকে দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে’।[৪৮৯]

বান্দাকে অসুখ দিয়ে আল্লাহ তার গোনাহ মাফের ব্যবস্থা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِنَّ اللهَ لَيَبْتَلِيَ عَبْدَهُ بِالسَّقْمِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ ذَلِكَ كُلَّ ذَنْبٍ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে অসুখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। এভাবে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মুছে দেন’।[৪৯০]

বিপদগ্রস্ত কোন মুমিন ভাইকে সান্ত্বনা দিলে অশেষ ছওয়াব অর্জিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘কোন মুমিন যদি কোন বিপদগ্রস্ত মুমিনকে সান্ত্বনা দেয়, তাহ’লে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সম্মানিত পোশাক পরাবেন’।[৪৯১]

---

৪৮৭. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৭৩৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৯৮৬।
৪৮৮. আবু দাউদ হা/৩০৯২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৪/৭১৪।
৪৮৯. মুসলিম হা/২৫৭৫।
৪৯০. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১২৮৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৯৩।
৪৯১. ইবনু মাজাহ হা/১৬০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৫/১৯৫; ইরওয়া হা/৭৬৪।

উল্লেখ্য যে, বিপদের প্রথম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ– ‘হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথমেই ধৈর্যধারণ কর এবং নেকীর আশা রাখ, তাহ’লে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন নেকীতে সন্তুষ্ট হব না’।[৪৯২]

(ঘ) চোখ হারিয়ে ধৈর্যধারণ :

মানুষের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চোখ। এ চোখ বিনষ্ট হলে কিংবা এতে দৃষ্টি শক্তি না থাকলে মানুষ দুনিয়ার কোন কিছুই দেখতে পায় না। পার্থক্য করতে পারে না ভাল-মন্দ। কাজেই এ চোখ মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অনুপম নে‘আমত। এ চোখ কারো বিনষ্ট হলে এবং সে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى إِذَا قَبَضْتُ مِنْ عَبْدِيْ كَرِيْمَتَهُ وَهُوَ بِهَا ضَنِيْنٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةَ– ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি আমার বান্দা থেকে তার সম্মানিত বস্তু তথা চোখ কেড়ে নিলে যদি সে তাতে ধৈর্যধারণ করে, তাহ’লে আমি তাকে একমাত্র জান্নাত দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু প্রদানে সন্তুষ্ট নই’।[৪৯৩]

২০. আল্লাহ্র নাম মুখস্থ করা :

নবী করীম জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ্র নামসমূহ মুখস্থ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اسْمًا مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدَةً لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ– ‘আল্লাহ্র নিরানব্বইটি এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[৪৯৪]

২১. উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া :

চরিত্রবান লোক সকলের নিকটে সম্মানিত ও সমাদৃত। তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার স্বভাব-চরিত্র উত্তম’।[৪৯৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْمَلُ

---

৪৯২. ইবনু মাজাহ হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/১৭৫৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৮১৪৩।
৪৯৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯২০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০১০।
৪৯৪. বুখারী হা/৬৪১০; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭।
৪৯৫. বুখারী হা/৩৫৫৯।

الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 'পূর্ণ মুমিন সে, যার চরিত্র উত্তম'।[৪৯৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ. 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভারি হবে তা হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র'।[৪৯৭]

উত্তম চরিত্রের অধিকারী লোকই অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ- 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখ ও অপরটি লজ্জাস্থান'।[৪৯৮]

২২. পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা :

পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতে আসে। তাই তাদের প্রতি সদাচরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য করণীয়। এটা আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় আমলও বটে। এর বিনিয় হচ্ছে জান্নাত। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ،قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ-

'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সময়মত ছালাত আদায় করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তারপর হচ্ছে পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা'।[৪৯৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ- 'তার নাক ধূলায় মলিন হোক (একথা তিনি তিন বার বললেন)। বলা হল, সে ব্যক্তি কে?

৪৯৬. আবুদাউদ হা/৪৬৮২; তিরমিযী হা/১১৬২;মিশকাত হা/৫১০১; সনদ হাসান ছহীহ।
৪৯৭. তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৭৬; সনদ হাসান।
৪৯৮. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬; মিশকাত হা/৪৬২১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭৭।
৪৯৯. বুখারী ২/৮৮২, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হা/৫২২ 'ছালাত' অধ্যায়।

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা দু’জনের একজনকে পেল (অথচ তাদের সেবা করে) সে জান্নাত লাভ করতে পারল না’।[৫০০]

পিতামাতার সেবা করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মু‘আবিয়া ইবনু জাহিমা হতে বর্ণিত একদা আমার পিতা জাহিমা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا–

‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে যেতে ইচ্ছুক। আমি আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর, তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে’।[৫০১]

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া ইসলামে হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর মাতাদের অবাধ্যতা হারাম করেছেন’।[৫০২] পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ– ‘ইহসান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ্যপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[৫০৩]

২৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম মাধ্যম। আবূ আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ‘আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তার কী হয়েছে! তার কী হয়েছে! এবং বললেন, তার দরকার রয়েছে তো। তুমি আল্লাহ্র ‘ইবাদত করবে, তাঁর

---

৫০০. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৯৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়।
৫০১. আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/১২৪৯।
৫০২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৮।
৫০৩. নাসাঈ, দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭১৬।

Contents

সঙ্গে অপর কোন কিছুকে শরীক করবে না। ছালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে’।[৫০৪]

আবূ আইঊব আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর এক ভ্রমণকালে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল,

أَخْبِرْنِيْ مَا يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ-

‘যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হতে দূরবর্তী করবে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, ‘ইবাদত করবে আল্লাহ্র এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে’।[৫০৫]

২৪. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা :

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জিবরীল (আঃ) এসেই আমাকে প্রবিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন, প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। মানুষ অধিকহারে নফল ছালাত-ছিয়াম আদায় ও দান-ছাদাক্বা করেও যদি প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ-

‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায়

---

৫০৪. বুখারী হা/১৩৯৬।

৫০৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫০৮।

করে। তার দানের পরিমাণ হল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।[৫০৬]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি মুমিন নয় বলে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, واللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ : مَنْ يَا رَسُول الله؟ قَالَ الَّذِي لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়'।[৫০৭] এ ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়'।[৫০৮]

২৫. ইয়াতীম প্রতিপালন করা :

সমাজের অনাথ-ইয়াতীম শিশুরা হয়ে থাকে অবহেলিত। তাদের দেখা-শুনা ও প্রতিপালনের কেউ থাকে না। ফলে তারা হয়ে ওঠে দুষ্টু চরিত্রের। বখাটেপনা তাদের পেয়ে বসে। এদের দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়। রাসূল (ছাঃ) এদের রক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের প্রতিপালনে অশেষ ছওয়াবের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আরেক শ্রেণী আছে স্বামীহীনা বিধবা মহিলা। তাদের ভরণ-পোষণ, জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণেরও ব্যবস্থা থাকে না, এ শ্রেণীর মানুষকে রক্ষার জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে আদেশ করেছেন। আর তাদের দেখাশুনায় অনেক ছওয়াব রয়েছে। তিনি বলেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ النَّهَارَ لاَ يُفْطِرُ– 'বিধবা ও মিসকীনের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত। রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাও বলেছেন, রাত্রি জাগরণকারী যে অলসতা করে না এবং ঐ ছিয়াম পালনকারীর মত যে কখনও ছিয়াম ভঙ্গ করে না'।[৫০৯]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ. وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ 'আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এদু'টির

---

৫০৬. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৫৬০।

৫০৭. বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।

৫০৮. মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩।

৫০৯. বুখারী হা/৬০০৭; নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৫১।

মত থাকব। আর তিনি স্বীয় মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদত) আঙ্গুলি একত্র করলেন।[৫১০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ 'নিজের অথবা অন্যের ইয়াতীমের প্রতিপালক ও আমি জান্নাতে এ দু'টির মত থাকব'। বর্ণনাকারী মালেক বলেন, তিনি মধ্যমা ও শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।[৫১১]

২৬. কন্যা সন্তান প্রতিপালন করা :

কন্যা সন্তানকে সমাজে হীন দৃষ্টিতে দেখা হয়। অথচ কন্যা সন্তান প্রতিপালন করা জান্নাত লাভের উপায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, আমি ও সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে থাকব। এটা বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুল একত্রিত করলেন।[৫১২] তিনি আরো বলেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ. 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে প্রতিপালন করে, আমি ও সে ব্যক্তি জান্নাতে এ দু'টির মত থাকব। আর তিনি স্বীয় দু'আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন'।[৫১৩]

২৭. আল্লাহর জন্য ভালবাসা স্থাপন করা :

সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একে অপরের সাথে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সম্পর্ক যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মানসে হয়ে থাকে তাহলে তার বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ. 'যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত'।[৫১৪]

---

৫১০. আবু দাউদ হা/৫১৫০, সনদ ছহীহ।
৫১১. মুসলিম হা/২৯৮৩।
৫১২. মুসলিম হা/২৬৩১; মিশকাত হা/৪৯৫০।
৫১৩. তিরমিযী হা/১৯১৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৭।
৫১৪. মুওয়াত্তা মালেক, মিশকাত, হা/৫০১১, সনদ ছহীহ।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِيْ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ. ‘ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমার সুমহান ইয্যতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই’।[৫১৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَّهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَي عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ أُرِيْدُ أَخًا لِّيْ فِيْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ غَيْرَ أَنِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ قَالَ فَإِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ–

‘এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হল। আল্লাহ তা‘আলা তার গমনপথে একজন ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি, যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস’।[৫১৬] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَّا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَشُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِّنَ اللهِ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرَوْحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَمْوَالٍ يَّتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَّإِنَّهُمْ لَعَلَى نُوْرٍ، لاَيَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلاَيَحْزَنُوْنَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: أَلاَ إِنَّ أَوْلِيْاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ–

---

৫১৫. মুসলিম হা/২৫৬৬, মিশকাত, হা/৫০০৬।
৫১৬. মুসলিম, হা/২৫৬৭; মিশকাত, হা/৫০০৭।

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। ছাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলুন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহ্র রূহ (কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা পরস্পরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকার আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেনদেনও নেই। আল্লাহ্র কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের উপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পড়েন, 'জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'।[৫১৭]

২৮. মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট দূরীভূত করা :

দুনিয়াতে মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা বা তার কোন কষ্ট লাঘব করা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন'।[৫১৮]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[৫১৯]

---

৫১৭. তাহক্বীক্ব আবুদাঊদ হা/৩৫২৭, মিশকাত, হা/৫০১২, ছহীহ লি-গায়রিহি।
৫১৮. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৮।
৫১৯. মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬।

তিনি আরো বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন'।[৫২০]

২৯. ছয়টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া :

ছয়টি এমন গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোন ব্যক্তি সেগুলির অধিকার হলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন,

اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَأَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

'তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ের যামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) তোমরা যখন কথাবার্তা বল, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তা পূরণ করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হতে) বিরত রাখবে'।[৫২১]

৩০. মহিলাদের জন্য স্বামীর আনুগত্য করা :

মুসলিম মহিলাদের জন্য স্বামীর আনুগত্য করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। হুছাইন ইবনে মিহছান তার ফুফু আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তার ফুফু একদা তার কোন প্রয়োজনের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ أُنْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ– 'তোমার স্বামী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তার কেমন স্ত্রী? সে বলল, আমি তার খিদমত করতে কম করি না, যদি না আমি তার ব্যাপারে অপারগ হই। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি যা বলছ, সে ব্যাপারে চিন্তা কর, তুমি তার থেকে কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই

---

৫২০. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

৫২১. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭০; ছহীহুল জামে' হা/১০১৮।

সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম’।[৫২২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– ‘কোন মহিলা যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে, তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে’।[৫২৩]

৩১. ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেওয়া :

ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দানকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ– ‘এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। হয়তো এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’।[৫২৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ– ‘যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়’।[৫২৫] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিবেন’।[৫২৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ– ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ

---

৫২২. মিশকাত হা/৪৯৪১; সিলসিলা ছহীহা হা/২৬১২, ১৯৩৪।
৫২৩. আবু নু‘আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৫, হাদীছ ছহীহ।
৫২৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৫।
৫২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৬।
৫২৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৭।

মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় ছায়া দান করবেন’।[৫২৭]

৩২. গোলাম আযাদ করা :

কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করলে তা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসাবে গণ্য হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ– ‘যে কোন মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে’।[৫২৮] তিনি আরো বলেন, أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে মুক্ত করবে আযাদ ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন’।[৫২৯]

৩৩. তওবা করা :

যে ব্যক্তি অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চায় সে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে। এতে আল্লাহ যত বেশী খুশী হন, অন্য কোন ইবাদতে তিনি তত খুশী হন না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ اَلْخَطَّائِيْنَ اَلتَّوَّابُوْنَ– ‘প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী। উত্তম ভুলকারী তারাই যারা তওবা করে, ক্ষমা চায়’।[৫৩০] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قَالَ يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ–

‘হে আমার বান্দারা! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার

---

৫২৭. মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২২৭৮।
৫২৮. ইবনু মাজাহ হা/২৫২২; তিরমিযী হা/১৫৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২৮।
৫২৯. বুখারী হা/২৫১৭; মুসলিম হা/১৫০৯।
৫৩০. আবু দাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৪০; বাংলা মিশকাত হা/২২৩৭।

বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত কিন্তু আমি যাকে আহার দেই। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও। আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকেই নগ্ন বা বস্ত্রহীন কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত-দিন অপরাধ করে থাক, আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব'।[৫৩১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, والَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا، لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ- 'ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার আত্মা রয়েছে! যদি তোমরা গুনাহ না করতে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন'।[৫৩২]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ- 'যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন'।[৫৩৩]

বান্দা পাপ করার পর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অতি খুশি হন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ-

'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা ও ক্ষমা চাওয়াতে অত্যধিক আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর নিকট তওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক যার বাহন একটি মরু প্রান্তরে তার নিকট হতে ছুটে পালায় যার পিঠে তার খাদ্য ও

---

৫৩১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/২২১৮।
৫৩২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৮; বাংলা মিশকাত হা/২২২০।
৫৩৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩।

পানীয় ছিল। এতে লোকটি হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর সে একটি গাছের নিকট এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে এরূপ বলে ফেলে’।[৫৩৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন,

إِنَّ عَبْدًا أَصَاب ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ، أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ، أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ: قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ-

‘কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফিরিশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক’।[৫৩৫]

---

৫৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২; বাংলা মিশকাত হা/২২২৪।
৫৩৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩; বাংলা মিশকাত হা/২২২৫।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً-

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব’।[৫৩৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-

‘যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান হতে যা সে কখনো ভাবে না’।[৫৩৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বলল, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ- (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকট তওবাকারী।) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে গিয়ে থাকে’।[৫৩৮]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ দো‘আ হল তোমার এরূপ বলা-

---

৫৩৬. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬; বাংলা মিশকাত হা/২২২৮।
৫৩৭. আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯; বাংলা মিশকাত হা/২২৩০।
৫৩৮. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২২৪৪।

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহকে আমি স্বীকার করি এবং আমার অপরাধকে স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এ দো'আর প্রতি বিশ্বাস রেখে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে বিশ্বাস করে রাতে বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৫৩৯]

৩৪. জান্নাত লাভের জন্য দো'আ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন জিনিস মহান আল্লাহর নিকটে চাইতে বলেছেন। আর জান্নাতই মুমিনজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু। তাই মহান আল্লাহর নিকটে জান্নাত লাভের জন্য দো'আ করতে হবে। নিম্নে কয়েকটি দো'আ উল্লেখ করা হলো।-

(١) اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِى خَيْرًا.

(১) 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সর্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করছি, তা দ্রুত হোক বা বিলম্বে হোক, যা আমি জানি বা জানি না। আর তোমার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে তা শীঘ্রই হোক দেরীতে হোক, যা আমি জানি

---

৫৩৯. বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭।

Contents

অথবা জানি না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রত্যেক কল্যাণ কামনা করছি, যা তোমার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কামনা করেছেন। আর প্রত্যেক ঐ অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা থেকে তোমার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আশ্রয় কামনা করেছেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং এমন কথা ও কাজের তাওফীক কামনা করছি, যা জান্নাতের নিকটবর্তী করবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নাম থেকে এবং এমন কথা ও কাজ থেকে যা তার নিকটবর্তী করে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার জন্য যে ফায়ছালা করেছে তা যেন আমার জন্য কল্যাণকর হয়'।[৫৪০]

(٢) اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِىْ دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

(২) 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার প্রতি এতটা ভয় দান কর যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করবে। আর আমাদেরকে এতটুকু আনুগত্য করার তাওফীক দান কর, যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে। আমাদেরকে এতটা ইয়াক্বীন বা দৃঢ়বিশ্বাস দান কর, যা দুনিয়ার মুছীবতসমূজ সহ্য করা আমাদের জন্য সহজ করে করে দেয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যতদিন জীবিত রাখবে, ততদিন আমাদের কান, চোখ ও অন্যান্য শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান কর এবং একে আমাদের উত্তরাধিকার করে দাও। অর্থাৎ এ আমলকে আমাদের মৃত্যুর পরেও অব্যাহত রাখ। যে ব্যক্তি আমাদের উপরে যুলুম করে তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেও। আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের উপর মুছীবত চাপিয়ে দিও না। দুনিয়াকে আমাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য করো না। আর দুনিয়াকে আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত কর না। আর এমন ব্যক্তিকে আমাদের উপরে চাপিয়ে দিও না যে আমাদের উপর অনুগ্রহ করবে না'।[৫৪১]

(٣) اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ،

---

৫৪০. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৪২।

৫৪১. তিরিমিযী হা/৩৫০২; মিশকাত হা/২৪৯২; ছহীহুল জামে' হা/১২৬৮, হাদীছ ছহীহ।

(৩) 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৫৪২]

উপরে বর্ণিত আমলগুলি কোন মুমিন পূর্ণ একনিষ্ঠতা সহকারে যথাযথভাবে আদায় করতে পারলে সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করতে পারবে। আল্লাহর উপরে অবিচল আস্থা-বিশ্বাস ও তাঁর রহমত লাভের আশা নিয়ে এসব আমলের পাশাপাশি আরো যেসব আমলে আল্লাহ রাযী-খুশি ও সন্তুষ্ট হন সেগুলি সম্পাদন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতী আমলসমূহ সম্পাদন করে পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫৪২. *আবু দাউদ হা/৭৯২; আত-তা'লীকাত হা/৮৬৫, সনদ ছহীহ।*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জান্নাত থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হওয়ার কতিপয় কারণ

মানুষের এমন কিছু কর্মকাণ্ড আছে, যা তাকে জান্নাত থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। এই আমলগুলি সম্পর্কে জেনে তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হলো।-

১. দান করে খোটা দেওয়া :

দান করা একটি মহৎ কাজ। যার বিনিময়ে অশেষ ছওয়াব অর্জিত হয়। কিন্তু দান করে খোটা দিলে ছওয়াব বাতিল হয়ে যায়। আর পরিণতিতে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,- لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ 'ইহসান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ্যপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৫৪৩]

২. অহংকার করা :

কোন মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং সে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। কখনো কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলে, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এর জন্য অহংকার করা সমীচীন নয়। কারণ এ শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী নয়। যে কোন সময় তা দূরীভূত হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে অহংকার গোনাহের কারণ। যার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, কেউ তো পসন্দ করে যে তার পোশাক ভাল হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এটাও কি অহংকার? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং সুন্দরকে পসন্দ করেন। অহংকার হল, হককে অহংকার করে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হীন ও তুচ্ছ মনে করা'।[৫৪৪]

---

৫৪৩. নাসাঈ হা/৫৬৭২; মিশকাত হা/৩৬৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭০।
৫৪৪. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।

Contents

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ فَمَن نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ جَهَنَّمَ. 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর আর আত্মম্ভরীতা আমার লুঙ্গী। এই দু'টির কোন একটি কেউ আমার থেকে খুলে নিতে চাইলে আমি তাকে জাহান্নামে দেব'।[৫৪৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ-

'যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না'।[৫৪৬]

৩. পিতা-মাতার অবাধ্যতা :

পিতামাতা মানুষের দুনিয়াতে আগমনের মাধ্যম। শৈশবে তাদেরই অকৃত্রিম লালন-পালন, সযত্ন সেবা ও অপত্য স্নেহ-মায়া-মমতা মাখা আদরে বড় হয়ে ওঠে সন্তান। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেই পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তাদের প্রতি কৃতঘ্ন হওয়ার নামান্তর। এ অপরাধের কারণে পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَجْلَةُ النِّسَاءِ. 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী'।[৫৪৭] তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ قَمَّارٌ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. 'পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না'।[৫৪৮]

অন্যত্র তিনি বলেন,- لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ 'ইহসান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ্যপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৫৪৯]

---

৫৪৫. আবুদাঊদ হা/৪০৯০; মিশকাত হা/৫১১০; ছহীহাহ হা/৫৪১, সনদ ছহীহ।
৫৪৬. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।
৫৪৭. নাসাঈ হা/২৫৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৩-৭৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৭০।
৫৪৮. দারেমী, মিশকাত হা/৩৬৫৩, 'শাস্তি' অধ্যায়; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৩, সনদ হাসান।
৫৪৯. নাসাঈ হা/৫৬৭২; দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৩৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭০।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ الخَمْرِ وَالعَـــاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ. 'তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন। (১) সর্বদা মদপানকারী, (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্ত ান ও (৩) পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দানকারী (দায়ূছ)'।[৫৫০]

৪. জিহ্বার অপব্যবহার :

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর কারণে দুনিয়াতে যেমন বিভিন্ন বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তেমনি পরকালীন জীবনে জাহান্নামে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল,

عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

'কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, তা হচ্ছে- আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। আর জিজ্ঞেস করা হল, মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, তা হচ্ছে- মুখ বা জিহ্বা ও অপরটি লজ্জাস্থান'।[৫৫১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ- 'যে ব্যক্তি আমার কাছে (এই অঙ্গীকার করবে যে, সে) তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[৫৫২]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, উকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ- 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, 'নিজের জিহ্বা আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য রোদন কর'।[৫৫৩]

---

৫৫০. নাসাঈ, ছহীহুল জামে' হা/৩০৫২; মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৬৬।
৫৫১. তিরমিযী হা/২০০৪, মিশকাত হা/৪৬২১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭৭, হাদীছ ছহীহ।
৫৫২. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।
৫৫৩. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৪৮৩৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৮৮, সনদ হাসান।

৫. চোগলখুরী করা :

চোগলখুরী অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যার কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে যায়। সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ নিন্দিত স্বভাব যার মাঝে পাওয়া যায়, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ‘চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[৫৫৪] অন্যত্র তিনি বলেন, تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ– ‘তোমরা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক মুখ নিয়ে তাদের কাছে যায়’।[৫৫৫] তিনি আরো বলেন, مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, ক্বিয়ামতের দিন তার (মুখে) আগুনের দু’টি জিহ্বা হবে’।[৫৫৬]

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা :

মানুষের মাঝে বিভিন্ন কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্ক রক্ষা করা হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা যরূরী। কেননা এ সম্পর্ক ছিন্ন করা জান্নাত থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[৫৫৭]

৭. হারাম খাদ্য খাওয়া :

ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হলো হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা। হারাম খাদ্য খেয়ে ইবাদত করলে তা যেমন কবুল হয় না, তেমনি হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ. ‘হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর জান্নাতে যাবে না’।[৫৫৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وكلُّ لحمٍ نبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. ‘যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা

---

৫৫৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৬০৫৬; মুসলিম হা/১০৫; মিশকাত হা/৪৮২৩।
৫৫৫. বুখারী হা/৬০৫৮; মুসলিম ২৫২৬; মিশকাত হা/৪৮২২।
৫৫৬. দারেমী, মিশকাত হা/৪৮৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯২. সনদ হাসান।
৫৫৭. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬, মিশকাত হা/৪৯২২।
৫৫৮. বায়হাক্বী, মিশকাত/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯।

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই সমীচীন’।[৫৫৯]

৮. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া :

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া মুমিনের সমীচীন নয়। বরং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা মুমিনের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তার সাথে ভাল ব্যবহার করলে জান্নাতে যাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তার সাথে অসদাচরণ করা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. ‘সেই ব্যক্তি কখনও জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’।[৫৬০] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী’।[৫৬১]

৯. নিজ বংশ পরিবর্তন করা :

বিনা কারণে নিজের বংশ পরিবর্তন করা বা গোপন করা অন্যায়। অর্থাৎ নিজের পিতামাতার পরিচয় গোপন করে অন্যকে পিতামাতা বলে পরিচয় দিলে জান্নাত থেকে মাহরূম হতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ،

---

৫৫৯. আহমাদ, দারেমী, মিশকাত হা/২৭৭২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯।

৫৬০. মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩।

৫৬১. আহমাদ হা/৯৬৭৩; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯০।

وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. ‘যে ব্যক্তি অন্যকে পিতা দাবী করে, অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম’।[৫৬২]

১০. অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করা :

সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ। মানুষ পার্থিব জীবনে এগুলো ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। আবার এ সম্পদ মানুষকে দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে; কবরে নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ মানুষ ইহকালের এ সাময়িক সময়ের জন্য অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে; অন্যের সম্পদ জোর করে দখল করে, যা বড় গোনাহ। আল্লাহ এই গোনাহ তথা বান্দার হক বিনষ্ট করার পাপ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ‘নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্র সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম’।[৫৬৩]

১১. যিম্মীকে হত্যা করা :

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম নাগরিক জিযিয়া বা ট্যাক্স প্রদান করে বসবাস করে তাদেরকে যিম্মী বলা হয়। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব শাসকের। বিনা কারণে তাদেরকে হত্যা করা পাপ। এ পাপের কারণে জান্নাত থেকে মাহরূম হতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. ‘যে ব্যক্তি যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধি ৪০ বছরের পথের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়’।[৫৬৪]

১২. মুসলমানের হক বিনষ্ট করা :

কোন মুসলমানের হক নষ্ট করা বড় গোনাহ। এটা বান্দার হক। বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ এ গোনাহ ক্ষমা করবেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ- ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানকে তার হক থেকে বঞ্চিত করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন। একজন

---

৫৬২. বুখারী হা/৬৭৬৬; মিশকাত হা/৩৩১৪।
৫৬৩. বুখারী হা/৩১১৮; মিশকাত হা/৩৭৪৬।
৫৬৪. বুখারী হা/৩১৬৬, হা/৬৯১৪ ‘দিয়াত’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৪৫২।

Contents

ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অল্প বস্তুর জন্য হলেও? অর্থাৎ খুব কম হলেও রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘আরাক গাছের ডালের ব্যাপারে কসম খেলেও’।[৫৬৫]

১৩. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা :

টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা অহংকারের নামান্তর। যার পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,. مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ. ‘পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলে যাবে সেটুকু জাহান্নামে যাবে’।[৫৬৬] অন্যত্র তিনি বলেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– ‘কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করত। তাই তাকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের মধ্যে ধসিতে থাকবে’।[৫৬৭]

১৪. স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করা :

স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। হাদীছে এসেছে, হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ‘রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, রেশমের তৈরি বস্ত্র ব্যবহার করতে এবং তার উপর বসতে’।[৫৬৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الَّذِى يَشْرَبُ فِى إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. ‘যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে জাহান্নামের অগ্নি তার উদরে প্রবেশ করায়’।[৫৬৯]

১৫. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী নারী :

পুরুষের বেশ ধারণ করা নিষেধ। এটা যেমন নির্লজ্জতা তেমনি এর পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ. ‘তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য

---

৫৬৫. মুসলিম হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৭৬০।
৫৬৬. বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়।
৫৬৭. বুখারী হা/৩৪৮৫; মিশকাত হা/৪৩১৩।
৫৬৮. বুখারী হা/৫৮৩৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১।
৫৬৯. বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫।

Contents

সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী’।[৫৭০]

১৬. জনগণকে ধোঁকা দানকারী শাসক :

শাসক তার অধীনস্ত জনগণের উপরে দায়িত্বশীল। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। এটা তার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু তিনি যদি জনগণের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক কাজ করেন, তাহলে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. ‘কোন ব্যক্তি মুসলমানের দায়িত্ব গ্রহণের পর খিয়ানত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন’।[৫৭১] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. ‘যার প্রতি আল্লাহ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, অতঃপর সে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে না, সে জান্নাতের গন্ধ পাবে না’।[৫৭২]

১৭. কর্কশভাষা ও বদমেজায :

নম্রতা-ভদ্রতা ও মিষ্টভাষা মুমিন চরিত্রের অন্যতম বিশেষণ। পক্ষান্তরে কঠোরতা, কর্কশ ভাষা ও বদমেজায নিন্দনীয় স্বভাব। যার কারণে মানুষকে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,.لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَـــرِيُّ ‘কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[৫৭৩] তিনি আরো বলেন, اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَظْلُوْمُوْنَ وَاَهْلُ النَّارِ كُلُّ شَدِيْدٍ جَعْظَرِىٍّ جَوَّاظٍ مُـــسْتَكْبِرٍ. ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের সংবাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারিত তারাই জান্নাতের অধিবাসী। আর জাহান্নামের অধিবাসী হচ্ছে প্রত্যেক যারা শক্তিশালী, কঠোর, কর্কশ ভাষী ও অহংকারী’।[৫৭৪]

১৮. স্ত্রী কর্তৃক বিনা কারণে তালাক চাওয়া :

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এক সুদৃঢ় ও মযবূত বন্ধন, যা সহজে ছিন্ন হওয়ার নয়। এটা ছিন্ন হয় তালাকের মাধ্যমে। কোন মহিলা তার স্বামীর কাছে বিনা কারণে তালাক চাইতে পারে না। এরূপ করলে তার জন্য জান্নাত হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

৫৭০. নাসাঈ, ছহীহ তারগীব হা/২০৭০, সনদ হাসান ছহীহ।

৫৭১. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬।

৫৭২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৭।

৫৭৩. আবুদাঊদ হা/৪৮০১; মিশকাত হা/৫০৮০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৪১।

৫৭৪. সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৪; ছহীহুল জামে‘ হা/২৫৯৪।

বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. ‘যে নারী বিনা কারণে স্বামীর নিকটে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম’।[৫৭৫]

১৯. স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া :

মহিলাদের নিকটে স্বামী সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও আনুগত্য পাওয়ার হকদার। স্বামী অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, আশ্রয়-বাসস্থান, নিরাপত্তা ও ইয্যত-আব্রু রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা করে থাকে। এতদসত্ত্বেও স্বামীর প্রতি অনেক মহিলার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যা অত্যন্ত অন্যায় ও পাপ। এর জন্য ঐ মহিলার পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ، لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا. ‘আল্লাহ ঐ মহিলার দিকে তাকাবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না’।[৫৭৬]

২০. কালো খিযাব ব্যবহার করা :

চুল পেকে সাদা হয়ে গেলে কালো ব্যতীত অন্য খেযাব ব্যবহার করা সুন্নাত। কিন্তু কালো খেযাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এর জন্য জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. ‘শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের বুকের ন্যায় কালো খেযাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না’।[৫৭৭]

২১. ব্যভিচার করা :

যেনা-ব্যভিচার পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান ও অসম্মানের কারণ, তেমনি পরকালীন জীবনে একাজ জাহান্নামী হওয়ার কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

‘তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের তিনি পবিত্রও করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে তাকাবেন

---

৫৭৫. তিরমিযী হা/১১৮৬-৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩৩।
৫৭৬. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৯।
৫৭৭. আবু দাউদ হা/৪২১৪; নাসাঈ হা/৫০৭৫; মিশকাত হা/৪৪৫২।

না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে- (১) বৃদ্ধ যেনাকার (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহঙ্কারী দরিদ্র ব্যক্তি’।[৫৭৮]

২২. কৃপণতা করা :

কৃপণতা মানব চরিত্রের এক নিকৃষ্ট গুণ। এটা ইহকালীন জীবনে রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই এথেকে বেঁচে থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ– ‘আর কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি’।[৫৭৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ. وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتٍ. ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর তোমাদের মাতাদের অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন। কন্যাদের জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হারাম করেছেন আর কৃপণতা হারাম করেছেন’।[৫৮০]

২৩. মিথ্যা বলা :

সততা ও সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের এক অনুপম গুণ। যার পুরস্কার জান্নাত। পক্ষান্তরে মিথ্যাচার মানব চরিত্রের দুষ্টক্ষত, যা পাপের কারণ। এর পরিণতি জাহান্নাম। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ. ‘তোমরা সত্য গ্রহণ কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়ই জাহান্নামে যাবে’।[৫৮১] অন্যত্র তিনি বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا–

---

৫৭৮. মুসলিম হা/১০৭; মিশকাত হা/৫১০৯।
৫৭৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, হা/২৫৭৮; আহমাদ হা/৭৮৮১; মিশকাত হা/১৮৬৫।
৫৮০. বুখারী হা/৫৯৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৫।
৫৮১. ইবনু হিব্বান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮৬।

‘তোমরা সত্যবাদী হও। সততা কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক। মিথ্যা অনাচারের দিকে পথ দেখায় এবং অনাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়’।[৫৮২]

২৪. অনর্থক কথা বলা :

বিনা প্রয়োজনে অধিক কথা বলা আল্লাহ পসন্দ করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ‘আর তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেন অতিরিক্ত কথা বলা, বেশী বেশী প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা’।[৫৮৩] আর অনর্থক অধিক কথা বলা মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِيْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-

‘নিশ্চয়ই বান্দা কখনও এমন কথা বলে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার গুরুত্ব জানে না। আল্লাহ এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়। আর এ কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এই কথাই তাকে জাহান্নামের এত গভীরে পৌঁছে দেয়, যার পরিধি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ’।[৫৮৪]

২৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপ করা জঘন্য পাপ। এর পরিণতি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ‘আমার একটি কথাও জানা থাকলে অন্যের নিকট পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনীও প্রয়োজনে বর্ণনা কর,

---

৫৮২. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম ২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।

৫৮৩. মুসলিম হা/১৭১৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১৮১৫।

৫৮৪. বুখারী হা/৬৪৭৮; মুসলিম হা/২৯৮৮; মিশকাত হা/৪৮১৩ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়।

এতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়'।[৫৮৫] তিনি আরো বলেন, مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّـــارِ. 'যে আমার উপরে এমন কথা আরোপ করল, যা আমি বলিনি, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[৫৮৬]

২৬. দ্বীনী ইলম গোপন করা :

ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আলেমের কর্তব্য। কিন্তু ইলম গোপন করা গোনাহের কাজ। এর পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّـــنْ نَّـــارٍ. 'যাকে কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যা সে জানে কিন্তু সে তা গোপন করল, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৫৮৭]

২৭. আত্মহত্যা করা :

আত্মহত্যা করা কবীরা গোনাহ। যার পরিণতি জাহান্নাম। আত্মহত্যাকারীকে ঐ শাস্তি দেওয়া হবে, যেভাবে সে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِىْ عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথ্যা দুঃসহ বোধ করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম'।[৫৮৮]

তিনি আরো বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ– 'যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে। জাহান্নামে তার হাতে লৌহাস্ত্র থাকবে সর্বক্ষণ সে তা দ্বারা নিজের পেটে ঢুকাতে থাকবে'।[৫৮৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ– 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে। আর যে

---

৫৮৫. বুখারী হা/৩৪৬১; তিরমিযী হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়।
৫৮৬. বুখারী হা/১০৯।
৫৮৭. আবুদাউদ হা/৩৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/২৬৪; মিশকাত হা/২২৩, সনদ ছহীহ।
৫৮৮. বুখারী হা/১৩৬৫, 'আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে যা এসেছে' অনুচ্ছেদ।
৫৮৯. বুখারী হা/১৩৬৩।

ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে'।[৫৯০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا-

'যে ব্যক্তি পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই লৌহাস্ত্রই থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সেটি ঢুকাতে থাকবে'।[৫৯১] তিনি আরো বলেন, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা পৃথিবীতে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিনও তাকে তা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে'।[৫৯২]

২৮. প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা :

প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা, মূর্তি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরী করা পাপকাজ। যার কারণে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ- 'আল্লাহ্‌র নিকট ছবি মূর্তি অংকনকারীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে'।[৫৯৩] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ. 'নিশ্চয়ই যারা এসব ছবি-মূর্তি তৈরি করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে তোমরা যেসব ছবি-মূর্তি তৈরি করেছ তাতে আত্মা দান কর'।[৫৯৪]

---

৫৯০. বুখারী হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৩৪৫৪।
৫৯১. বুখারী হা/৫৭৭৮; মুসলিম হা/১০৯; মিশকাত হা/৩৪৫৩।
৫৯২. বুখারী হা/৬০৪৭; মিশকাত হা/৩৪১০।
৫৯৩. বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/২১০৯; মিশকাত হা/৪৪৯৭।
৫৯৪. বুখারী হা/৫৯৫১।

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. 'যে ব্যক্তি মাত্র একটি ছবি-মূর্তিও তৈরি করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দান করতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব হবে না'।[৫৯৫]

২৯. দুনিয়াবী সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য ইলম শিক্ষা করা :

দ্বীনী ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পরকালীন মুক্তি লাভ। কিন্তু কেউ যদি তা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের জন্য শিক্ষা করে তাহলে পরকালে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُصَرِّفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّـــارَ. 'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য কিংবা অজ্ঞ-মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার অথবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৫৯৬] অন্যত্র এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَ وَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِه لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُـــوْمُ فِيْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

'যদি আলেমগণ ইলমের হিফাযত করতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে তা সমর্পণ করতেন তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের যামানার লোকদের নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা ইলমের মাধ্যমে দুনিয়াদারদের নিকট হতে দুনিয়া উপার্জন করতে পারে। ফলে তারা দুনিয়াদারদের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তাকে একই চিন্তায় পরিণত করবে আর তা হবে একমাত্র আখেরাতের চিন্তা, তাহলে আল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যাকে দুনিয়ার নানা উদ্দেশ্য, নানা চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ কোন চিন্তা বা পরোয়া করেন না। সে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ধ্বংস হতে পারে'।[৫৯৭]

---

৫৯৫. বুখারী হা/২২২৫, ৫৯৬৩; মিশকাত হা/৪৪৯৯, 'পোষাক' অধ্যায়।
৫৯৬. তিরমিযী হা/২৬৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫৩; মিশকাত হা/২২৫, হাদীছ ছহীহ।
৫৯৭. ইবনু মাজাহ হা/২৫৭; মিশকাত হা/২৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৬১৮৯, সনদ হাসান।

৩০. খ্যাতির পোশাক পরিধান করা :

যশ-খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করা অহংকারের কারণ। যার পরিণাম জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا. 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন। অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে'।[৫৯৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন'।[৫৯৯]

৩১. ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করা :

মানুষকে ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের সাথে শঠতা ও প্রতারণা করা বড় ধরনের পাপ। যার কারণে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ 'ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে'।[৬০০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, المكر والخديعة في النـــار 'প্রতারণা ও ধোঁকা উভয়ই জাহান্নামী'।[৬০১] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর প্রতারণা ও ধোঁকা উভয়ই জাহান্নামী'।[৬০২]

৩২. পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা :

স্বর্ণেও জিনিস বা স্বর্ণ ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম। এর পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ 'নিশ্চয়ই স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল'।[৬০৩] একটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ.

---

৫৯৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৭, সনদ হাসান।
৫৯৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬, মিশকাত হা/৪৩৪৬, সনদ হাসান।
৬০০. বুখারী 'তরজমাতুল বাব' ৬০।
৬০১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৭২৫, সনদ ছহীহ।
৬০২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১১০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪০৮।
৬০৩. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯১২, হাদীছ ছহীহ।

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক লোকের হাতে একটি স্বর্ণেও আংটি লক্ষ্য করে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'তোমাদের মাঝে কেউ কেউ আগুনের টুকরা জোগাড় কওে তার হাতে রাখে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সে স্থান ত্যাগ করলে লোকটিকে বলা হলো, তোমার আংটিটি উঠিয়ে নাও। এটি দিয়ে উপকার হাছিল কর। সে বলল, না, আল্লাহর কসম! আমি কখনো ওটা নেব না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটা ফেলে দিয়েছেন'।[৬০৪]

৩৩. দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনাকে পসন্দ করা :

কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা কাউকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামী রীতি নয়। ইসলামী শরী'আতে এটা নিষিদ্ধ। আর এর পরিণাম জাহান্নাম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ. فَقَالَ اجْلِسَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আবু মিজলায হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) বের হলে তাকে দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও ইবনে ছাফওয়ান উঠে দাঁড়ালেন। তখন তিনি (মু'আবিয়া) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকুক, তাহলে সে যেন নিজ বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[৬০৫]

৩৪. মাদক ও নেশাদ্রব্য সেবন করা :

মাদকতা সকল পাপের মূল।[৬০৬] এর কারণে মানুষের ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না।[৬০৭] আর এর জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللهُ فِيْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে- নেশাদার দ্রব্য পানকারীদের আল্লাহ "ত্বিনাতে খাবাল" পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'ত্বিনাতে খাবাল' কি জিনিস? রাসূল (ছাঃ) বললেন, জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্তপুজ মিশ্রিত অত্যন্ত গরম তরল পদার্থ'।[৬০৮]

---

৬০৪. মুসলিম হা/২০৯০; মিশকাত হা/৪৩৮৫।
৬০৫. তিরমিযী হা/২৭৫৫, মিশকাত হা/৪৬৯৯, সনদ ছহীহ।
৬০৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৩৪; মিশকাত হা/৫৮০।
৬০৭. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৭৩৮, হাদীছ ছহীহ।
৬০৮. মুসলিম হা/২০০২; মিশকাত হা/৩৬৩৯।

তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. ‘সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পানকারী জান্নাতে যাবে না’।[৬০৯] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَـــاقٌّ وَلاَ قَمَّـــارٌ وَلاَمَنَّـــانٌ وَلاَ مُـــدْمِنُ خَمْـــرٍ. ‘পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না’।[৬১০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ قَـــدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ الخَمْرِ وَالعَاقُّ وَالدَّيُوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ. ‘তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত হারাম করেছেন। সর্বদা মদপানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দানকারী (দায়ূছ)’।[৬১১]

৩৫. গীবত করা :

গীবত বা পরনিন্দা ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টের কারণ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যম। এর জন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا عُرِجَ بِيْ رَبِّيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ-

‘আমার পরওয়ারদেগার যখন আমাকে মি‘রাজে নিয়ে গেলেন, তখন আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের নখ ছিল তামার। তা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াতে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, ঐ সকল লোক যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইয্যত আব্রুর হানি করত’।[৬১২] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ-

আবু বকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একদা দু’টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই এই দুই কবরের অধিবাসীকে শাস্তি

---

৬০৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৬, হাদীছ ছহীহ।
৬১০. দারেমী, মিশকাত হা/৩৬৫৩, ‘শাস্তি’ অধ্যায়; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৩, ৬৭৫।
৬১১. নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৫২; আত-তারগীব হা/৩৩৮১।
৬১২. আবুদাউদ হা/৪৮৭৪; মিশকাত হা/৫০৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩৩।

দেওয়া হচ্ছে। আর তাদেরকে বড় কোন গোনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের কারণে। অপরজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে গীবত বা পরনিন্দা করার কারণে'।[৬১৩]

৩৬. সূদ খাওয়া :

ইসলামে সূদ লেন-দেন করা হারাম। এতে ভোক্তা হয় শোষণ ও যুলুমের শিকার। আর দাতা হয় আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। অর্থনৈতক শোষণের এ হাতিয়ার বন্ধের জন্য ইসলাম সূদকে হারাম করেছে। তদুপরি যারা সূদ লেন-দেন করে তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأَمَّــا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَــا 'আর ঐ যে ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সূদখোর'।[৬১৪]

৩৭. মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা :

মানুষ হত্যা করা কবীরা গোনাহ বা মহাপাপ। আর মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা আরো বড় পাপ। আল্লাহর নিকটে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা মুমিন ব্যক্তি নিহত হওয়া কঠিনতর। মুমিনকে হত্যা করার পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِى دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ فِى النَّــارِ. 'আসমান ও দুনিয়াবাসী যদি কোন মুমিনকে হত্যায় শরীক হয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যাই তাদের সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৬১৫]

৩৮. উত্তমরূপে ওযূ না করা :

ছালাত, তাওয়াফ প্রভৃতি ইবাদতের জন্য ওযূ শর্ত। ওযূ ঠিক না হলে এসব ইবাদত কবুল হয় না। আর উত্তম রূপে ওযূ না করলে পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.

---

৬১৩. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩১৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৪, সনদ হাসান ছহীহ।
৬১৪. বুখারী হা/৭০৪৭।
৬১৫. তিরমিযী হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/৩৪৬৪; ছহীহুল জামে' হা/৫২৪৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসছিলাম। পথিমধ্যে আমরা যখন এক জায়গায় পানির কাছে পৌঁছলাম, তখন কিছু সংখ্যক লোক আছরের ছালাতের সময় তাড়াহুড়া করল। এরা ওযূও করল দ্রুততার সাথে। আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম, তখন তাদের পায়ের গোড়ালিসমূহ এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে পানি পৌঁছেনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওযূ করার সময় পায়ের গোড়ালি যেসব স্থানে পানি পৌঁছেনি, সেগুলোর জন্য জাহান্নাম। সুতরাং তোমরা ভালভাবে ওযূ কর'।[৬১৬]

ওযূ না করে ছালাত আদায় করার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ وَأَفَاقَ قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي؟ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ-

'আল্লাহর জনৈক বান্দাকে কবরে একশ কশাঘাতের আদেশ দেওয়া হল। তখন সে তা কমানোর জন্য বার বার আবেদন-নিবেদন করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত এক কশাঘাত অবশিষ্ট থাকল। তাকে একটি মাত্র কশাঘাতই করা হল। তাতেই তার কবর আগুনে ভরে গেল। তারপর যখন তার থেকে শাস্তি তুলে নেওয়া হল এবং সে হুঁশ ফিরে পেল তখন সে বলল, তোমরা আমাকে কেন কশাঘাত করলে? তারা বলল, তুমি এক ওয়াক্ত ছালাত বিনা ওযূতে পড়েছিলে আর এক মযলুম বান্দার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে কিন্তু তাকে তুমি সাহায্য করনি।[৬১৭]

৩৯. জন্তু-জানোয়ারের উপরে যুলুম করা :

পোষা বন্য প্রাণীদের বন্দী রেখে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের প্রতি দয়া না করার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِيْ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا 'আর সেখানে দেখলাম, বিড়ালের মালিক এক মহিলাকে, যে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খেতেও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সেটি যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে। অবশেষে সেটি ক্ষুধায় মারা গেল'।[৬১৮]

---

৬১৬. বুখারী হা/১৬৫; মুসলিম হা/২৪১; মিশকাত হা/৩৯৮।
৬১৭. শারহু মুশকীলিল আছার হা/৩১৮৫, ২৬৯০; ছহীহ তারগীব ওয়া তারহীব হা/২২৩৪; ছহীহাহ হা/২৭৭৪।
৬১৮. মুসলিম হা/(৯০৪) ১৫০৮।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ–
'আমার সম্মুখে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। সেখানে বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্য দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকামাকড় খেতে পারে'।[৬১৯] তিনি আরো বলেন,

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

'জনৈক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করল। রাবী বলেন, তিনি বলেন, আল্লাহ ভাল জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাহলে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত'।[৬২০]

উপসংহার

জান্নাত মহান আল্লাহ্র রহমত, করুণা ও দয়ার প্রকাশ স্বরূপ বান্দাদের জন্য এক বিশেষ দান। জান্নাত হক, যা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। এটা গায়েবের বিষয়, যার প্রতি ঈমান আনয়ন করা অত্যাবশ্যক। কুরআনের আয়াত ও হাদীছে নববীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এবং এর উপর ঈমান আনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জান্নাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, জান্নাত লাভের জন্য সৎ আমল করতে মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। তেমনি জান্নাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান ইসলাম রক্ষার যুদ্ধে এবং যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতে অটল থাকার ও ধৈর্য ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রকাশ থাকে যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহ্র রহমত লাভ অপরিহার্য। কেননা মানুষ তার আমলের বিনিময় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রহমত লাভে বান্দা সচেষ্ট হবে।

জান্নাতের অফুরন্ত ও অশেষ নে'আমত আল্লাহ তাঁর মুমিন মুত্তাক্বী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। এতে বিভিন্ন স্তর, অতুলনীয় আহার্য-পানীয়, অনুপম

---

৬১৯. মুসলিম হা/(৯০৪) ১৯৯৯।
৬২০. বুখারী হা/২৩৬৫, ৩৪৮২; মুসলিম হা/২২৪২; মিশকাত হা/১৯০৩।

বাসস্থান, মোহনীয় সঙ্গী এবং মানুষের মন যা চাইবে তা পাওয়ার সকল প্রকার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের অকল্পনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানকার বাসিন্দারা দুঃখিত-চিন্তিত ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হবে না; ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হবে না; অসুস্থতা, রোগ-শোক তাদের স্পর্শ করবে না; তাদের মনে হিংসা-দ্বেষ, লোভ-ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার কলুষ-কালিমা স্থান পাবে না। সেখানকার অধিবাসীরা সুস্বাস্থ্য ও চিরযৌবনের অধিকারী হবে। তারা সবাই সমবয়সী হবে।

তারা ঘুম-তন্দ্রা, মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে। তারা খাদ্যপানীয় গ্রহণ করবে কেবল স্বাদ গ্রহণ ও নে‘আমত হিসাবে। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে সুদর্শন খাদেমরা। তাদের সঙ্গী হবে অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় সুন্দরী নারীরা। অপরিমিত দাম্পত্য সুখে তারা থাকবে মশগূল। তাদের জন্য সর্বোত্তম নে‘আমত হবে আল্লাহ্‌র দীদার। তারা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাবে।

জান্নাতবাসীরা পরস্পরকে অভিবাদন জানাবে। এছাড়া আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফিরিশতাগণ তাদেরকে সালাম জানাবেন এবং অনন্ত, অবিনশ্বর জীবন ও অশেষ নে‘আমতের খোশখবর প্রদান করবেন।

অফুরন্ত নে‘আমতের আধার জান্নাত লাভ করবে আল্লাহভীরু বান্দারা। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ‘এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমাদের বান্দাদের মধ্যে মুত্তাক্বীদেরকে’ *(মারিয়াম ১৯/৬৩)*।

জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ স্বীয় বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জান্নাতী জীবন হবে শংকা ও চিন্তা মুক্ত। আল্লাহ বলেন, أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لاَ تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ– ‘জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। এটাই মহাসাফল্য’ *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সকলকে আমলে ছালেহ সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর রেযামন্দি হাছিল করতঃ জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক দান করেন-আমীন!

❧❧❧❧